আকাইদ ও ফিকহ

العقائد و الفقه

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

আকাইদ ও ফিকহ

اَلْعَقَائِدُ وَالْفِقْهُ

দাখিল

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা
ড. মাওলানা এ কে এম মাহবুবুর রহমান
ড. মাওলানা মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম আল মারূফ
মাওলানা আবুল কাশেম মোহাম্মদ ফজলুল হক

সম্পাদনা
মাওলানা রূহুল আমীন খান

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০২০
পুনর্মুদ্রণ : , ২০২২

ডিজাইন
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ, নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় আস্থা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী সুনাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখাই মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে পরিমার্জন করা হয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ইসলামি মূল্যবোধ থেকে শুরু করে দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও **ডিজিটাল বাংলাদেশ** গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স, প্রবণতা, শ্রেণি, ধারণক্ষমতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিশুদ্ধ ইমানের জন্য সহিহ আকিদা ও নির্ভুল আমল অতীব প্রয়োজন। এ বিষয়টিকে সামনে রেখে কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফের দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে **আকাইদ ও ফিকহ** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে পাঠ্যবইটিতে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধির সমন্বয়ে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর পরিশুদ্ধ করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। এতদসত্ত্বেও কোনো প্রকার ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যারা নিজেদের মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাদের জন্য পুস্তকটি রচিত হলো তারা যদি উপকৃত হয় তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

প্রফেসর কায়সার আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম ভাগ : আল আকাইদ

অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা	অধ্যায় ও পাঠ	বিষয়	পৃষ্ঠা
১ম অধ্যায়	আকাইদ ও দীন	১	৩য় পাঠ	হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসরণ	২০
১ম পাঠ	আকিদার পরিচয় ও গুরুত্ব	১	৪র্থ পাঠ	হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দেখানো পথই সর্বোত্তম	২১
২য় পাঠ	দীনের পরিচয় ও পরিসর	২	৫ম পাঠ	দরুদ শরিফ পাঠের ফযিলত	২১
২য় অধ্যায়	আল্লাহর প্রতি ইমান	৮	৫ম অধ্যায়	আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান	২৫
১ম পাঠ	তাওহিদ ও কালেমা	৮	১ম পাঠ	আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস	২৫
২য় পাঠ	ইমানের বিভিন্ন দিক	১০	২য় পাঠ	কুরআন মাজিদ-এর পরিচয়	২৫
৩য় অধ্যায়	ফেরেশতার প্রতি ইমান	১৪	৩য় পাঠ	কুরআন আল্লাহর বাণী	২৬
৪র্থ অধ্যায়	রসুলগণের প্রতি ইমান	১৮	৪র্থ পাঠ	কুরআনের প্রতি ইমানের দাবি	২৭
১ম পাঠ	নবি ও রসুলগণের পরিচয়	১৮	৬ষ্ঠ অধ্যায়	পরকাল	৩১
২য় পাঠ	সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবি ও রসুল	১৯			

দ্বিতীয় ভাগ : আল ফিকহ্

১ম অধ্যায়	ইলমে ফিকহের ইতিহাস	৪১	৫ম পাঠ	স্বাস্থ্যসম্মত পানি ব্যবহার	৬৯
১ম পাঠ	ইলমে ফিকহের পরিচিতি	৪১	৬ষ্ঠ পাঠ	অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের পরিণাম	৭০
২য় পাঠ	ইলমে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব	৪২	৪র্থ অধ্যায়	সালাত	৭২
৩য় পাঠ	ইলমে ফিকহের সূচনা ও উৎস মূল	৪৩	১ম পাঠ	আযান	৭২
২য় অধ্যায়	নাজাসাত ও তাহারাত	৪৬	২য় পাঠ	সালাতের আহকাম	৭৭
১ম পাঠ	নাজাসাত ও আহকাম	৪৬	৩য় পাঠ	নফল সালাত	৯৬
২য় পাঠ	তাহারাত	৫০	৫ম অধ্যায়	সাওম	১০০
৩য় পাঠ	অজু	৫৫	১ম পাঠ	সাওমের পরিচয়	১০০
৩য় অধ্যায়	পানির বিধান	৬৬	২য় পাঠ	সাওমের প্রকারভেদ	১০১
১ম পাঠ	পবিত্র পানির বৈশিষ্ট্য	৬৬	৩য় পাঠ	রমযান মাসের সাওম	১০৩
২য় পাঠ	ঝুটা পানির বিধান	৬৬	৪র্থ পাঠ	সাওমের সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ	১০৪
৩য় পাঠ	পানির প্রকারভেদ	৬৭	৫ম পাঠ	সাওম মাকরুহ হওয়া না হওয়ার কারণসমূহ	১০৪
৪র্থ পাঠ	যমযমের পানি ব্যবহারের আদব	৬৮			

তৃতীয় ভাগ : আল আখলাক

১ম অধ্যায়	উত্তম চরিত্র	১০৮	১ম পাঠ	দোআর ফযিলত ও গুরুত্ব	১২৭
১ম পাঠ	আখলাকের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা	১০৮	২য় পাঠ	দোআর আদব	১২৮
২য় পাঠ	আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি	১১১	৩য় পাঠ	মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোআ	১২৮
২য় অধ্যায়	নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ	১২০	৪র্থ পাঠ	পিতা-মাতার জন্য দোআ	১২৯
১ম পাঠ	মিথ্যা	১২০	৫ম পাঠ	টয়লেটে প্রবেশের ও টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোআ	১২৯
২য় পাঠ	অহংকার	১২১	৬ষ্ঠ পাঠ	হাঁচির দোআ ও হাঁচির জবাবে দোআ	১২৯
৩য় পাঠ	আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা	১২২	৪র্থ অধ্যায়	যিকির ও মুনাজাত	১৩২
৪র্থ পাঠ	পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া	১২৩	১ম পাঠ	আল্লাহর যিকিরের ফযিলত	১৩২
৫ম পাঠ	গালি দেওয়া	১২৩	২য় পাঠ	গুনাহ মাফের জন্য ইস্তেগফার করা	১৩৩
৩য় অধ্যায়	দোআ	১২৭	৩য় পাঠ	মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের গুনাহ ক্ষমা চেয়ে মুনাজাত	১৩৪

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম ভাগ

আল আকাইদ

اَلْعَقَائِدُ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ ও দীন

اَلْعَقَائِدُ وَالدِّيْنُ

প্রথম পাঠ

আকিদার পরিচয় ও গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِنَا الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِه وَأَصْحَابِهٖ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَ بَعْد.

আকিদাহ (عَقِيْدَةٌ) শব্দটি একবচন। বহুবচনে আকাইদ (عَقَائِدُ)। এর অর্থ বন্ধন ও বিশ্বাস। আকিদা মুমিনের জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সহিহ আকিদা ছাড়া কোনো আমলই গৃহীত হয় না।

ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস করাই হলো আকাইদ। ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত হলো আকিদা-বিশ্বাস সহিহ হওয়া। শিরকমুক্ত ইবাদত এবং নেফাকমুক্ত মহব্বত মানুষের ইমানকে সুদৃঢ় রাখে। তাওহিদী আকিদার মূলকথা হলো, বিশ্বাস ও কর্মে, চিন্তা ও চেতনায়, ধ্যান ও ধারণায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সর্বশক্তিমান মনে করা। শিরক তার বিপরীত দিক। শিরকমুক্ত আকিদা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। এর সঙ্গে রিসালতের প্রতিও থাকতে হবে সুদৃঢ় বিশ্বাস। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি এ কথা যথাযথভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

তাহলে এক কথায় বলা যায়, যে সঠিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদন করলে কর্মসমূহ গৃহীত হয় এবং কর্মফল পাওয়া যায় তাকেই সহিহ আকিদা বলে। তাই ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে মুক্তির জন্য সঠিক আকিদা পোষণ করা জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

দ্বিতীয় পাঠ
দীনের পরিচয় ও পরিসর

দীনের পরিচয়

দীন (اَلدِّيْنُ) শব্দের অর্থ জীবনব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা ইসলামকে একমাত্র মনোনীত দীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন। আল কুরআনের বাণী–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয়ই ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন (জীবনব্যবস্থা)। (সুরা আলে ইমরান, ১৯)

যে জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষ ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি, শান্তি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে তাকেই ‘দীন ইসলাম’ বলে।

দীনের পরিসর

দীন হলো ৩টি মৌলিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। আর এরূপই আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল (ﷷ)-এর মাধ্যমে আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)- কে শিখিয়েছেন। তা হলো–

(১) ইমান (اَلْإِيْمَانُ)

(২) ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) ও

(৩) ইহসান (اَلْإِحْسَانُ)।

ইমানের পরিচয়

ইমান (اَلْاِيْمَانُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ আন্তরিক বিশ্বাস। দীনের প্রথম স্তম্ভই হলো ইমান।
ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ইমান হলো-

تَصْدِيْقُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (ﷺ) فِىْ جَمِيْعِ مَا جَاءَ بِهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى.

অর্থ: সাইয়্যেদুনা মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়ে তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করার নাম ইমান।
একজন মুসলমানের নিকট ইমান অতি মূল্যবান। ইমান দেখার জিনিস নয়, বরং আন্তরিক বিশ্বাসের নাম। কেউ শুধুমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করলে তাকে বলা হয় মুওয়াহহিদ (مُوَحِّدْ) বা একত্ববাদী;

কিন্তু সে ইমানদার নয়। ইমান অর্থই হলো আল্লাহকে বিশ্বাস করে প্রিয়নবি (ﷺ)-কে এবং তাঁর আনিত বিষয়াবলিকে অন্তর দিয়ে ভক্তি ও তাযিমের সাথে বিশ্বাস করা। যে প্রিয়নবি (ﷺ)-কে বিশ্বাস করে না সে কাফির। আর যে বাহ্যিকভাবে মেনে নেয় কিন্তু অন্তর দিয়ে ভক্তি ভালোবাসার সাথে বিশ্বাস করে না সে মুনাফিক।

ইসলামের পরিচয়

ইসলাম (اَلْإِسْلَامُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ (اَلْـخُضُوْعُ وَ اَلْاِنْقِيَادُ) মেনে নেওয়া ও বিনয়ের সাথে আনুগত্য প্রকাশ করা।
ইসলামের পরিভাষায়-

اَلْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيْمُ وَالْاِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللهِ تَعَالٰـى.

অর্থ : ইসলাম হলো আত্মসমর্পণ করা ও আল্লাহর নির্দেশাবলি মেনে নেওয়া।

ইসলাম অর্থ শান্তি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল ক্ষেত্রে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করা ইসলামের কাজ। মানুষ হত্যা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। যারা এ সকল অপতৎপরতায় লিপ্ত তারা ইসলামের দুশমন। ইমান ও ইসলামের সামগ্রিক শিক্ষা হলো বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নির্ভেজাল এবং আমলের ক্ষেত্রে ইখলাস বা নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া। প্রকৃত মুমিনের কাজ হলো, বিশ্বাসের চাহিদা অনুযায়ী সিরাত-সুরত, লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা, আদব-কায়দা ও ইবাদত-বন্দেগি সব কিছুতে প্রিয়নবি (ﷺ)-এর অনুকরণ ও অনুসরণ করা।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

ইসলামের স্তম্ভ (بِنَاءٌ) পাঁচটি। মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন-

بُـنِـيَ الْإِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْـحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

অর্থ : ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হলো–

১. এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।

২. সালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ করা ও ৫. রমযান মাসে সাওম পালন করা।

সালাত শারীরিক ইবাদত, যাকাত আর্থিক ইবাদত, হজ আল্লাহ ও তাঁর রুসল (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসা এবং সাওম আল্লাহ তাআলার সাথে আত্মিক সম্পর্কের প্রমাণ বহন করে। তাই এ পাঁচ স্তম্ভ ঠিক রেখে যে ব্যক্তি জীবন পরিচালনা করে তাকেই মুসলমান বলা যায়।

ইহসানের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

ইহসান (اَلْإِحْسَانُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ অনুগ্রহ করা, উপকার করা ও ভালোভাবে কোনো কাজ সম্পাদন করা ইত্যাদি।

ইসলামের পরিভাষায় ইহসান হলো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উত্তমরূপে ইবাদত করা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, অতিথি ও দুঃস্থ-এতিমের প্রতি ইহসান তথা সদাচরণ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.

অর্থ: তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করোনা। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতিম, মিসকিন, নিকট আত্মীয়–প্রতিবেশী, অনাত্মীয়–প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না। (সুরা নিসা, ৩৬)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

اِرْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

অর্থ: তোমরা যমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আসমানের অধিপতি আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।

ইহসান দীনের আধ্যাত্মিক স্তম্ভ। যার চূড়ান্ত কথা হাদিসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

অর্থ: আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন (তা বিশ্বাস করা)।

ইহসানের দুটি দিক রয়েছে। যথা–

(ক) মুনজিয়াত বা মুক্তিদানকারী।

(খ) মুহলিকাত বা ধ্বংসকারী বিষয়গুলো থেকে নিজেকে রক্ষা করার যোগ্যতা অর্জন।

কতগুলো অর্জনীয় মহৎ গুণে ভুষিত হওয়া ও বর্জনীয় সকল দোষ থেকে মুক্তি লাভ করার সাধনা দীনের মূল প্রাণশক্তি হিসেবে পরিগণিত। ইহসানের সামগ্রিক বিষয়গুলো 'ইলমে তাসাউফ' নামে অভিহিত। যে পরিমাণ তাসাউফ শিক্ষার ফলে মানুষের চরিত্র বিশুদ্ধ ও মার্জিত হয়ে থাকে ততটুকু তাসাউফ শিক্ষা করা ফরযে আইন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. عَقَائِدُ অর্থ কী?

ক. বন্ধন খ. কর্মফলসমূহ
গ. একত্ববাদ ঘ. আনুগত্য

২. দীনের প্রথম স্তম্ভ কোনটি?

ক. ইমান খ. সালাত
গ. যাকাত ঘ. সাওম

৩. ইসলামকে একমাত্র দীন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন কে?

ক. আল্লাহ তাআলা খ. রসুলুল্লাহ (ﷺ)
গ. ফেরেশতাকুল ঘ. মানবমণ্ডলী

৪. ইহসান (اَلْإِحْسَانُ) বলতে বোঝায়-

i. উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত

ii. সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন

ii. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন

২০২৫

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাসেল আদব ও সম্মানের সাথে বসে দীন ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষক মহোদয়কে প্রশ্ন করে। অতঃপর শিক্ষক মহোদয় তাকে দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ শিক্ষা দেন ।

৫. রাসেলের মত অনুরূপ প্রশ্ন রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে কে করেছিলেন?

ক. আবু বকর (رضي الله عنه) খ. ওমর ফারুক (رضي الله عنه)

গ. জিবরাইল (عليه السلام) ঘ. আযরাইল (عليه السلام)

৬. শিক্ষক মহোদয়ের শিক্ষানুযায়ী দীনের মৌলিক বিষয় হচ্ছে -

i. ইমান

ii. ইসলাম

ii. ইহসান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আবদুর রহমান নিয়মিত সালাত আদায় করেন কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন মানুষ তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে সকল কাজ সম্পাদন করে। একদা ইমাম সাহেব তাকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন- সহিহ আকিদা ছাড়া ইবাদত করলে কোনো লাভ হবে না।

ক. عَقَائِدُ শব্দটির একবচন কী?

খ. عَقَائِدُ বলতে কী বোঝায়? লিখ।

গ. আব্দুর রহমানের বিশ্বাসটি কীরূপ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমাম সাহেবের উপদেশটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

২। শাহেদ প্রায়ই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকে। একজন লোক তার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দেখে বলল, ইসলাম তো মানুষকে সন্ত্রাস শিক্ষা দেয় না। তুমি কেন এ অন্যায় করছ?

ক. الإسلام শব্দের অর্থ কী?

খ. ইহ্সানের পরিচয় দাও।

গ. শাহেদের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন? বর্ণনা কর।

ঘ. লোকটির বক্তব্য সঠিক কিনা? তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ

প্রথম পাঠ

তাওহিদ ও কালেমা

তাওহিদের পরিচয়

তাওহিদ (اَلتَّوْحِيْدُ) শব্দের অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করা। ইসলামি পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ইবাদতের একমাত্র হকদার হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকেই তাওহিদ বলে।

তাওহিদের গুরুত্ব

আমাদের বাড়িঘর, আসবাবপত্র, জামা-কাপড় কেউ না কেউ তৈরি করেছেন। নিজে নিজে তৈরি হয়নি। তেমনি আমাদের মাথার উপরে বিদ্যমান বিশাল আকাশে রয়েছে গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজি। আবার আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি তাও কত সুন্দর! এতে রয়েছে সাগর, মহাসাগর, পাহাড় ও বনজঙ্গলসহ হাজারো রকমের পশু-পাখি, ফুল-ফল; এসব নিজে নিজে সৃষ্টি হয়নি। নিশ্চয়ই এসবের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, যিনি অত্যন্ত নিপুণভাবে সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করেন। আর তিনি হলেন মহান আল্লাহ। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, অংশীদারহীন ও তুলনাহীন। একমাত্র তিনিই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য, এ বিশ্বাসের নাম তাওহিদ। তাওহিদ বা একত্ববাদ স্বীকার করতে হবে আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলিতে, একত্ববাদ হতে হবে ইবাদতের ক্ষেত্রে, সবকিছুর একমাত্র মালিক ও স্বত্বাধিকারী তিনিই। এ বিশ্বাস মনে প্রাণে থাকতে হবে।

ইমান আনার মাধ্যমে আমরা ঘোষণা করি–

(لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ) অর্থ 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'

এ ঘোষণার মাধ্যমে আমরা ইসলামের সকল বিধি-বিধান মেনে নেই। ইসলামের সকল বিধান ও সকল শিক্ষাই তাওহিদী বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুগে যুগে মানুষ তাওহিদী শিক্ষা থেকে দূরে সরে

২০২৫

গিয়ে বিপদগামী হয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা অসংখ্য সৃষ্টিকে প্রভু বানিয়েছে। এখনও অনেকে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রকে পৃথিবীর মূল শক্তি মনে করে এগুলোর কাছে মাথা নত করছে। কখনও কোনো প্রভাবশালী মানুষকে মহাশক্তির অধিকারী মনে করে তার পূজা করছে। কখনও কাল্পনিক মূর্তি তৈরি করে তার নিকট মাথা নত করছে। এসব ভ্রান্ত মতবাদ ও অসংখ্য প্রভুর গোলামি থেকে মানবজাতিকে রক্ষার জন্য আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবি-রসুল পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন–

أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ.

অর্থ : আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত তথা খোদাদ্রোহী শক্তিকে পরিহার কর। (সুরা নামল-৩৬)

এ ঘোষণা মোতাবেক আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস না করলে কোনো ইবাদতই কবুল হয় না।

কালেমা তায়্যিবা (اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ)

কালেমা তায়্যিবা হলো–

لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।

এ কালেমা তায়্যিবা বা পবিত্র কালেমার ঘোষণা ইমানের মূলভিত্তি। এ পবিত্র ঘোষণার মাধ্যমে এক আল্লাহ ছাড়া কাউকে ইলাহ বা প্রভু মানি না, দেব-দেবীর পূজা, প্রকৃতির পূজা, মানুষের বানানো ভ্রান্ত-মতবাদের পূজাকে অস্বীকার করে একমাত্র আল্লাহকে মানার সংকল্প ব্যক্ত করা হয়। আর মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল এ ঘোষণার মাধ্যমে জীবনের সকল ক্ষেত্রে প্রিয়নবি (ﷺ)-কে অনুসরণ করার ও তাঁকে ভালোবাসার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

কালেমা শাহাদাত (كَلِمَةُ الشَّهَادَةِ)

যে কালেমা বা ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর প্রিয় রসুল (ﷺ)-কে আন্তরিক বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও তাঁদের নির্দেশাবলি মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয় তাকে কালেমা শাহাদাত বলা হয়।

কালেমা শাহাদাত হলো–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসুল।

তাওহিদী ঘোষণার সাথে সাথে প্রিয়নবি (ﷺ) যে আল্লাহ তাআলার প্রিয় বন্ধু এবং তাঁর রসুল এ কথার সাক্ষ্য প্রদানই একজন মুসলমানের ইমানের পরিচায়ক।

দ্বিতীয় পাঠ
ইমানের বিভিন্ন দিক

ইমানে মুজমাল (اَلْإِيْمَانُ الْمُجْمَلُ)

মুজমাল (اَلْمُجْمَلُ) শব্দের অর্থ মৌলিক, সংক্ষিপ্ত। ইমানের মৌলিক দিক সংক্ষেপে ব্যক্ত করার নাম ইমানে মুজমাল।

ইমানে মুজমাল হলো–

آمَنْتُ بِاللهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ.

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলির প্রতি যথাযথভাবে বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং তাঁর যাবতীয় নির্দেশ ও আরকান মেনে নিলাম।

আল্লাহ তাআলার নামসমূহ এবং তাঁর গুণাবলি চিরন্তন ও অবিনশ্বর। যার পরিবর্তন-পরিবর্ধন নেই। তাঁর বান্দা হিসেবে তাঁর সকল নির্দেশ ও বিধান মেনে নেওয়াই ইমানের দাবি।

ইমানে মুফাস্‌সাল (اَلْإِيْمَانُ الْمُفَصَّلُ)

মুফাস্‌সাল (اَلْمُفَصَّلُ) শব্দের অর্থ বিস্তারিত। যে বাক্যে ইমানের দিকগুলো বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়, তাকে ইমানে মুফাস্‌সাল বলে।

ইমানে মুফাস্‌সাল হলো–

اٰمَنْتُ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

অর্থ : আমি বিশ্বাস স্থাপন করলাম আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের ওপর, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রসুলগণের প্রতি, পরকালের প্রতি, তকদিরের ভাল-মন্দ সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়-এর প্রতি এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়ার প্রতি।

এ সকল মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ব্যতীত কখনও ইমান হয় না। যিনি এগুলোতে আন্তরিক বিশ্বাস রাখেন তাকেই মুমিন বলা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১.আল্লাহ্ তাআলাকে এক বলে স্বীকার করার নাম কী?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইহ্সান ঘ. তাওহিদ

২. মুফাস্সাল (مُفَصَّلٌ) শব্দের অর্থ কী?

ক. সংক্ষিপ্ত খ. মৌলিক

গ. সামগ্রিক ঘ. বিস্তারিত

৩. " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ " কোন ধরনের কালেমা ?

ক. কালেমা তাইয়্যেবা খ. কালেমা শাহাদাত

গ. কালেমা তাওহিদ ঘ. কালেমা তামজিদ

৪. ইমানে মুজমাল হচ্ছে–

i. ইমানের মৌলিক দিক সংক্ষেপে ব্যক্ত করা

ii. পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

iii. আল্লাহ ও রসুলকে বিশ্বাস করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i,ii, ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিফাত মনে করে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ্ তাআলাও ধ্বংস হয়ে যাবেন। কিন্তু তার পিতা তাকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা অবিনশ্বর'।

৫. রিফাতের ধারণাটি কোন বিষয়ের পরিপন্থি ?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. তাওহিদ ঘ. ইহ্সান

৬. এমতাবস্থায় রিফাতের করণীয় হচ্ছে-

i. আল্লাহ তাআলার যাত ও সিফাত সম্পর্কে জানা

ii. ইমানের মৌলিক বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা

iii. তার বাবার কথা অকপটে স্বীকার করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সোহেল ও জুয়েল দুই বন্ধু। সোহেল জুয়েলকে বলল, আমাদের পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সব কিছুর অবশ্যই একজন স্রষ্টা আছেন। একথা শুনে জুয়েল বলল, এ পৃথিবীতে গাছপালা এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে।

ক. মানুষ কোন শিক্ষা থেকে দূরে সরে বিপদগামী হয়েছে?

খ . কালিমা শাহাদাত বলতে কী বোঝায়? লিখ।

গ . সোহেলের বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ . জুয়েলের বক্তব্যটি যথার্থ কিনা? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। আবদুল্লাহ সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাযার যিয়ারত করতে গিয়ে দেখে জাবেদ মাযারে সিজদা করছে। সে তাকে বারণ করলে জাবেদ বলল, মাযারে কিছু চাইতে হলে সিজদা করতে হয়। আবদুল্লাহ তাকে বলল, এটা বড় ধরণের অন্যায়। কারণ মাযারে যিয়ারত করতে হয়, কিন্তু সিজদা করতে হয় না।

ক. একজন ইমানদারের ইমানের দাবি কী?

খ. ইমানে মুজমাল বলতে কী বোঝায়?

গ. জাবেদের কাজটি কেমন হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবদুল্লাহর বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়
ফেরেশতার প্রতি ইমান
اَلْإِيْمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ

ফেরেশতার পরিচয়

ফেরেশতাকে আরবিতে اَلْمَلَائِكَةُ (মালায়েকা) বলা হয়। শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلْمَلَكُ গবেষকগণ ফেরেশতার সংজ্ঞা নিম্নরূপে দিয়েছেন–

اَلْمَلَكُ جِسْمٌ لَطِيْفٌ نُوْرَانِيٌّ يَتَشَكَّلُ بِاَشْكَالٍ مُخْتَلِفَةٍ.

অর্থ: ফেরেশতা সুক্ষ্ম দেহের নুরের তৈরি এমন অস্তিত্বের নাম, যারা বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করতে পারেন।

ফেরেশতাগণ নুরের তৈরি অদৃশ্য সত্তা। আল্লাহর নির্দেশে তাঁরা যে কোনো আকৃতি ধারণ করতে পারেন। তাঁদের সংখ্যা আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না। তাঁদের আহার নিদ্রার প্রয়োজন নেই। ফেরেশতাগণ সকলে মাসুম বা নিষ্পাপ। আল্লাহর আদেশ পালন, যিকির ও আল্লাহর প্রিয় হাবিব (ﷺ)-এর উপর দরুদ পাঠ করাই তাঁদের কাজ।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন –

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাকুল নবি (ﷺ)-এর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে ইমানদারগণ! তোমরা তাঁর উপর দরুদ পড় এবং সম্মানের সাথে সালাম জানাও।

(সুরা আহযাব, ৫৬)

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান ও তাঁদের কার্যক্রম

ফেরেশতাদের প্রতি ইমান স্থাপন করা ফরয। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মাধ্যমেই ঐশীবাণী প্রেরণ করেন। বিশ্বলোকের সব কিছুর ব্যবস্থাপনার কাজ তাঁদের মাধ্যমেই হয়।

আল্লাহ তাআলা অগণিত ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন। এক এক ফেরেশতাকে এক এক কাজে নিয়োজিত করেছেন। তন্মধ্যে চার ফেরেশতা প্রসিদ্ধ। তারা হলেন–

ক. হযরত জিবরাইল (عليه السلام), যিনি নবি-রসুল (عليه السلام)-এর নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছাতেন।

খ. হযরত মিকাইল (عليه السلام), যিনি জীবের জীবিকা বণ্টন করেন।

গ. হযরত আযরাইল (عليه السلام), যিনি সকল জীবের রূহ কবয করেন।

ঘ. হযরত ইসরাফিল (عليه السلام), যিনি শিঙ্গা নিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। আল্লাহর আদেশ পেলে শিঙ্গায় ফুৎকার দিবেন। আর সাথে সাথে কিয়ামত সংঘঠিত হবে।

এছাড়াও আল্লাহর নির্দেশে তারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকেন।

ঙ. কিরামান কাতিবিন (সম্মানিত লিখকগণ) মানুষের ভালো-মন্দ লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন, যাঁদের মুতালাক্কিয়ান (ধারণকারী), রাকিবুন আতিদ (সদাপ্রস্তুত পাহারাদার) নামেও অভিহিত করা হয়েছে।

আরো বিভিন্ন নামে ও পদবীতে অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছেন। যেমন ছায়িক (পরিচালনাকারী), শাহিদ (সাক্ষী) ইত্যাদি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ফেরেশতা কিসের তৈরি ?

ক. মাটির　　খ. আগুনের

গ. নুরের　　ঘ . পানির

২. সকল জীবের জীবিকা বণ্টন করেন কোন ফেরেশতা?

ক. হযরত জিবরাইল (عليه السلام)　　খ.হযরত মিকাইল (عليه السلام)

গ. হযরত ইসরাফিল (عليه السلام)　　ঘ. হযরত আযরাইল (عليه السلام)

৩. ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা-

i. যে কোনো আকৃতি ধারণ করতে পারেন

ii. সর্বদা আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকেন

iii. সব সময় আলাপ আলোচনায় রত থাকেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ . ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও

নাহিদ একজন স্কুলের ছাত্র । তার বিশ্বাস, অবশ্যই ফেরেশতারা হলো পুরুষ সম্প্রদায়।

৪. নাহিদের মতানুযায়ী বিশ্বাস করলে সে কী হবে ?

ক. কাফির   খ. ফাসিক

গ. মুনাফিক   ঘ . মুশরিক

৫. এমতাবস্থায় নাহিদের করণীয় হচ্ছে-

i. তওবা করে ইমান আনয়ন করা

ii. ফেরেশতা সম্পর্কে ভালভাবে জানা

iii. উক্ত বিশ্বাসে অটল থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সেলিম ও কামাল দুই বন্ধু একদা ফেরেশতা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করে। এক পর্যায়ে সেলিম কামালকে প্রশ্ন করে, ফেরেশতারা কি আহার করে? জবাবে কামাল বলল, তাদের আহারের প্রয়োজন হয় না। অতঃপর সেলিম আবার প্রশ্ন করে, তাদের আকৃতি কেমন?

ক. مَلَائِكَةٌ কোন ধরনের শব্দ ?

খ. مَلَائِكَةٌ বলতে কী বোঝ? লিখ।

গ. সেলিমের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব কী হবে ? পাঠ্যবই অনুযায়ী বর্ণনা কর।

ঘ . কামালের বক্তব্যটুকু পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। জামাল ও কামাল সহকর্মী। জামাল প্রায়ই বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত থাকে। কামাল তাকে বলল, আপনার সকল কাজ-কর্ম রেকর্ড হচ্ছে। জামাল বলল, রেকর্ড হলে কী হবে? কামাল তাকে বলল, আল্লাহ তাআলার একজন ফেরেশতা রয়েছেন যার শিঙ্গা ফুৎকারের পর সকল মানুষকে রেকর্ডসহ বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

ক. হযরত ইসরাফিল (ﷺ)-এর কাজ কী?

খ. 'ফেরেশতাগণ নূরের তৈরি' ব্যাখ্যা কর।

গ. কামালের প্রথম বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. কামালের দ্বিতীয় বক্তব্যটি সঠিক কিনা? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

রসুলগণের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالرُّسُلِ

প্রথম পাঠ

নবি ও রসুলগণের পরিচয়

নবি (نَبِيٌّ) শব্দের অর্থ অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী। আর রসুল (رَسُوْلٌ) শব্দের অর্থ বার্তাবাহক, দূত। নবিগণকে যা প্রদান করা হয়েছে, তাকে নবুওয়াত (اَلنُّبُوَّةُ) এবং রসুলগণকে যা প্রদান করা হয়েছে, তাকে রিসালাত (اَلرِّسَالَةُ) বলে। নবুওয়াত ও রিসালাতের অর্থ বার্তা বা সংবাদ।

শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানব, জিন ও সৃষ্টিজগতের পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহর নির্বাচিত বান্দার কাছে যে বার্তা, দিকনির্দেশনা এবং আদেশ-নিষেধ প্রেরিত হয়ে থাকে, তাকে নবুওয়াত ও রিসালাত বলে। যাঁরা মানব ও জিন জাতির পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব পালন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত হন, তাঁদেরকে নবি ও রসুল বলা হয়। যাঁদেরকে আল্লাহ তাআলা মৌখিক নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁরা হলেন নবি। আর যাদেরকে মৌখিক নির্দেশের সাথে সাথে কিতাব প্রদান করেছেন, তাঁরা হলেন রসুল।

আল্লাহ তাআলা লক্ষাধিক নবি-রসুল প্রেরণ করেছেন। প্রত্যেক জাতির কাছেই নবি-রসুল প্রেরিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلًا

অর্থ : অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রসুল পাঠিয়েছি।

নবি রসুলগণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত ও রসুল(ﷺ)গণ আনিত বিধি-বিধান তথা রিসালাতের প্রতি ইমান আনাও ফরয। নবি-রসুল (ﷺ)গণ ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব । তাঁদের জ্ঞান, প্রজ্ঞা, চরিত্র, আচার-আচরণ সর্বকালে সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। নির্ভুল ও নির্ভেজাল অনুকরণীয় আদর্শ মানুষ হিসেবে তাঁরা সর্বজনগ্রাহ্য।

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ নবি ও রসুল। তাঁর আনিত কুরআন মাজিদ আমাদের জীবন বিধান। তিনি যে আল্লাহ তাআলা প্রেরিত রসুল এ কথা বিশ্বাস করাই হলো ইমান। তাঁর শান ও মানে সামান্যতম আঘাত করা বা অন্য কোনো মানুষের সাথে সামগ্রিকভাবে তাঁর তুলনা করা কুফুরি। তিনি আল্লাহ নন। আল্লাহর সাথে তাঁর তুলনা করা শিরক। তিনি মানুষ তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নন। তাঁর মর্যাদা সৃষ্টির মধ্যে সবার ঊর্ধ্বে। তাঁর প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন ইমানের পরিচায়ক।

দ্বিতীয় পাঠ

সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নবি ও রসুল

সর্বপ্রথম নবি হলেন হযরত আদম (عليه السلام)। আর সর্বশেষ রসুল হলেন হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁকে সর্বশেষ নবি ও রসুল হিসেবে মেনে নেওয়া এবং এরপর আর কোনো নবি ও রসুল আগমন করবেন না-এ বিশ্বাস রাখা ইমানের মৌলিক দিক। কুরআন মাজিদে তাঁকে خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ 'খাতামুন নাবিয়্যিন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। 'খাতামুন' শব্দের অর্থ সিলমোহর, সমাপ্তি বা শেষ। আর খতমে নবুওয়াত (خَتْمُ النُّبُوَّةِ) শব্দের অর্থ নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি। মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে যত নবি-রসুল (عليهم السلام) এসেছেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ (ﷺ) সর্বশেষ। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا.

অর্থ : মুহাম্মদ (ﷺ) তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রসুল এবং শেষ নবি। আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়েই অধিকতর জ্ঞাত। (সুরা আল্ আহযাব, ৪০)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন -

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِى

অর্থ : আমি শেষ নবি, আমার পরে কোনো নবি আগমন করবেন না। (সুনানু আবি দাউদ)

যারা মহানবি (ﷺ)-কে সর্বশেষ নবি মানে না তারা মুসলমান নয়। যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায়। তারা নিজেদেরকে মুসলমান পরিচয় দিলেও প্রিয়নবি (ﷺ)-কে সর্বশেষ নবি বলে বিশ্বাস করে না। এ জন্য সমগ্র বিশ্বের আলেমগণ তাদেরকে অমুসলিম ফতোয়া দিয়েছেন। হযরত ইসা (আ.) কিয়ামতের পূর্বে এ দুনিয়ায় আসবেন। তবে তিনিও শেষনবির উম্মত হয়ে তারই অনুসরণ করবেন।

তৃতীয় পাঠ

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুসরণ

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর অনুকরণ ও অনুসরণ প্রত্যেক মুমিনের জন্য ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

অর্থ: যে রসুলের আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। (সুরা নিসা, ৮০)

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য কর। (সুরা মুহাম্মাদ, ৩৩)

রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রতি আনুগত্য ও তাঁর অনুকরণ-অনুসরণ হতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। ব্যক্তি, পরিবার, দেশ পরিচালনায়, প্রতিরক্ষায়, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিচার, প্রশাসন তথা সকল পর্যায়ে মহানবি (ﷺ) আমাদের সর্বোত্তম অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ।

অনুকরণ ও অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

অর্থ : রসুলুল্লাহ (ﷺ) তোমাদের জন্য যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং তোমাদের যা নিষেধ করেছেন তা থেকে তোমরা বিরত থাক। (সুরা হাশর, ৭)

চতুর্থ পাঠ

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দেখানো পথই সর্বোত্তম

মহানবি (ﷺ)-এর দেখানো পথ সর্বোত্তম পথ। আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেন হেদায়াতের মশালস্বরূপ। তিনি নিজেই বলেন –

إِنَّ أَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ (ﷺ)

অর্থ : নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দেখানো পথই সর্বোত্তম।

হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর দেখানো পথই صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ বা সুদৃঢ় পথ। তিনি যে পথ দেখিয়েছেন তা-ই ইসলাম। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.

অর্থ: ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন যে অন্বেষণ করে তা কোনো কালেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(সুরা আলে ইমরান, ৮৫)

নবি রসুলগণ উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ ও সর্বোত্তম নমুনা। আর নমুনা এমন ব্যক্তিই হতে পারেন যিনি সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত। এ রকম মাসুম ব্যক্তিদের মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দীনে হক বা সত্য জীবন বিধান প্রেরণ করেছেন। যে বিধান সকল প্রকার জটিলতা ও ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত।

পঞ্চম পাঠ

দরুদ শরিফ পাঠের ফযিলত

দরুদ (درود) ফার্সি শব্দ। এর অর্থ অভিবাদন, প্রশংসা, স্তুতি, গুণ বর্ণনা করা, সম্মান জানানো। দরুদকে আরবিতে সালাত (اَلصَّلَاةُ) বলা হয়।। সালাত শব্দের অর্থ রহমত, দোআ, ইস্তেগফার, তাসবিহ। দরুদ শরিফের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ও তার ফেরেশতাকুল নবি (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়েন (রহমত বর্ষণ করেন), ওহে যারা ইমান এনেছ ! তোমরাও তাঁর উপর দরুদ পড় এবং সম্মানের সাথে সালাম জানাও।

(সুরা আহযাব, ৫৬)

দরুদ শরিফ একটি উত্তম ইবাদত। জীবনে একবার দরুদ পড়া ফরয। প্রিয়নবি (ﷺ)-এর নাম শুনলে দরুদ শরিফ পড়া ওয়াজিব। দরুদের ফজিলত অনেক। এ প্রসঙ্গে হাদিসে নববীতে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ : أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً وَاحِدَةً، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، وَحُطَّت عَنْهُ عَشْرُ خَطِيَاتٍ، وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ.

অর্থ : হযরত আনাস (ﷺ) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পড়বে, আল্লাহ তার ওপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার আমলনামা থেকে দশটি গুনাহ মুছে দিবেন এবং তার মর্যাদার স্তর দশগুণ উন্নীত করবেন।

(সুনানু নাসায়ি ও মিশকাত)

দরুদ শরিফ প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি মুহব্বত সৃষ্টির মাধ্যম। দৈনিক একশত বার দরুদ শরিফ পড়লে এক হাজার রহমতের অধিকারী হওয়া যায়, এক হাজারটি গুনাহ মুছে যায়, এক হাজার মর্যাদার স্তর উন্নীত হয়। প্রিয়নবি (ﷺ)-এর নাম মুবারক শুনেও যে ব্যক্তি দরুদ শরিফ পড়ে না, সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কৃপণ। যে দরুদ শরিফ পড়ে তার জন্য প্রিয়নবি (ﷺ) বিচার দিনে সুপারিশ করবেন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রিসালত (اَلرِّسَالَةُ) শব্দের অর্থ কী ?

ক. পথ প্রদর্শন　　খ. পরিচালনা
গ. সংবাদ　　ঘ. নির্দেশ

২. রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর নাম শুনলে দরুদ শরিফ পড়ার বিধান কী?

ক. ফরয　　খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত　　ঘ. মুস্তাহাব।

৩. রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর অনুসরণ করতে হবে -

i. দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে

ii. শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে

iii. জীবনের সকল ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

আশিক একজন কলেজের ছাত্র। সে সালাত আদায় করতে গিয়ে শুধুমাত্র ফরযসমূহ আদায় করে।

৪. আশিকের সালাত আদায় কেমন হচ্ছে?

ক. পরিপূর্ণ খ. আংশিক

গ. ত্রুটিমুক্ত ঘ. পরিত্যাজ্য।

৫. এক্ষেত্রে আশিকের উচিত হচ্ছে-

i. এভাবেই সালাত আদায় করা

ii. সুন্নতসহ পূর্ণ সালাত পড়া

iii. রসুলুল্লাহ (ﷺ) নির্দেশিত পন্থায় সালাত পড়া

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। যায়েদ ও সায়েদ দাখিল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। একদা যায়েদ বলল, আমাদের নবির পর আর কোনো নবি আসবেন না, তিনিই শেষ নবি। একথা শুনে সায়েদ বলল, তোমার কথায় ভুল রয়েছে। আমরা জানি শেষ যমানায় হযরত ইসা (আ.) এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন।

ক. রসুল শব্দের অর্থ কী ?

খ. প্রত্যেক জাতির কাছেই আল্লাহ তাআলা নবি-রসুল প্রেরণ করেছেন, বুঝিয়ে লেখ।

গ. যায়েদের বক্তব্য দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সায়েদের বক্তব্য সঠিক কিনা, কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। হামিদ ও ছমিদ মাদরাসায় পড়ালেখা করে। হামিদ সবসময় সুন্নতি পোশাক পরে চলাফেরা করে। কিন্তু ছমিদ তথাকথিত আধুনিক পোশাক পরে চলাফেরা করে। হামিদ ছমিদকে সুন্নতি পোশাক পরতে বললে উল্টো সে তাকে ঠাট্টা করে।

ক. উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ কারা?

খ. صِرَاط مُسْتَقِيْم বলতে তুমি কী বোঝ লেখ।

গ. হামিদের কাজটিকে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছমিদের চলাফেরার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহর আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৩। মসজিদে কয়েকজন মুসল্লি সালাতে একত্রিত হয়ে রসুল (ﷺ)-এর শানে দরুদ শরিফ পড়া শুরু করে। আবদুল্লাহ ঐ মজলিশ থেকে উঠে চলে যেতে উদ্ধত হলে আবদুর রহমান সাহেব তাকে বললেন, কিয়ামতে রসুল (ﷺ)-এর শাফাআত পেতে হলে অবশ্যই তার শানে দরুদ শরিফ পড়তে হবে।

ক. একবার দরুদ পড়লে কয়টি রহমত নাযিল হয়?

খ. ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো জীবনব্যবস্থা আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, ব্যাখ্যা কর।

গ. মুসল্লিদের উক্ত কাজের ফজিলত বর্ণনা কর।

ঘ. আবদুর রহমান সাহেবের বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি ইমান

اَلْإِيْمَانُ بِالْكُتُبِ

প্রথম পাঠ

আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস

মহান আল্লাহ তাআলা মোট একশত চারখানা কিতাব নাযিল করেছেন। এর মধ্যে চারখানা প্রধান ও প্রসিদ্ধ কিতাব। আর একশখানা সহিফা বা ছোট কিতাব । প্রসিদ্ধ কোন কিতাব কোন রসুলের ওপর নাযিল করা হয়েছিল, তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

(ক) তওরাত : হযরত মূসা (عليه السلام)-এর ওপর অবতীর্ণ।

(খ) যবুর : হযরত দাউদ (عليه السلام)-এর ওপর অবতীর্ণ।

(গ) ইনজিল : হযরত ইসা (عليه السلام)-এর ওপর অবতীর্ণ।

(ঘ) কুরআন : হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ।

আর একশখানা সহিফার মধ্যে দশখানা হযরত আদম (عليه السلام), পঞ্চাশখানা হযরত শিস (عليه السلام), ত্রিশখানা হযরত ইদরিস (عليه السلام), দশখানা হযরত ইব্রাহিম (عليه السلام)-এর উপর নাযিল হয়। একশত চারখানা কিতাবের মধ্যে পূর্ববর্তী একশত তিনখানা কিতাবের সারনির্যাস হলো মহাগ্রন্থ আল কুরআন।

দ্বিতীয় পাঠ

কুরআন মাজিদ (قُرْآنٌ مَجِيْدٌ)-এর পরিচয়

কুরআন মাজিদ সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ، فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ.

অর্থ : বরং তা কুরআন মাজিদ, যা লাওহে মাহফুযে সংরক্ষিত। (সুরা বুরুজ, ২১/২২)

আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল (ﷺ)-এর মাধ্যমে সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর উপর কুরআন নাযিল করেন। মহানবি (ﷺ)-এর দীর্ঘ তেইশ বৎসরের রিসালাতের জিন্দেগিতে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এ কুরআন নাযিল হয়। কুরআন মাজিদই সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং থাকবে। কারণ আল্লাহ নিজেই এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থ : আমি যিকির তথা কুরআন মাজিদ নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।

(সুরা আল হিযর, ৯)

অদ্যাবধি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধভাবে ও হাফেজ সাহেবগণের অন্তরে এ কুরআন সন্দেহাতীতভাবে সংরক্ষিত আছে। কুরআন মাজিদে ১১৪টি সুরা রয়েছে, রুকূ রয়েছে ৫৫৪টি, সিজদার আয়াত রয়েছে ১৪টি। কুরআন মাজিদ অত্যন্ত গুরুত্ব ও যত্নসহকারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ও সংকলিত হয়েছে।

তৃতীয় পাঠ
কুরআন আল্লাহর বাণী (اَلْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ)

কুরআন মাজিদ বিশ্ব মানবতার ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের পথপ্রদর্শক, একটি সার্বজনীন শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। গোটা বিশ্বের মানুষের পথের দিশারি সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে অতীতের নবিগণের কর্মতৎপরতা ও ইতিহাস সুনিপুণভাবে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন ঐতিহাসিক গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। কুরআন মাজিদ যে আল্লাহর বাণী তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কুরআন তার সূচনাতেই ঘোষণা করেছে–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ.

অর্থ : এই কিতাব সন্দেহাতীত, এতে রয়েছে মুত্তাকিদের জন্য হেদায়াত। (সুরা বাকারা, ২)

কুরআন মাজিদ আল্লাহর বাণী কিনা এ সন্দেহ পোষণ করলে আল্লাহ তাআলা চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে ইরশাদ করেন–

২০২৫

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.

অর্থ : যদি তোমরা আমার বান্দা মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ওপর অবতীর্ণ কিতাবে সন্দিহান হও, তবে কুরআনের মতো একটি সুরা তৈরি কর এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সহযোগীদেরকে এ কাজে আহ্বান কর। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (সুরা বাকারা, ২৩)

মহান আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণা কুরআন অবতীর্ণের সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। কিন্তু এ যাবত পৃথিবীর কেউই এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার সাহস করেনি। ইসলামের প্রথম দিকে কুরআন মাজিদের ক্ষুদ্রতম সুরা আল কাউসার লিখে কাবা ঘরের সাথে ঝুলিয়ে দিয়ে উপরোক্ত চ্যালেঞ্জ দেওয়া হলে তৎকালে আরবের শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও পণ্ডিতরা অকপটে একবাক্যে স্বীকার করেছিল–

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ

অর্থ: এটা কোনো মানুষের বাণী নয়।

সুতরাং মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। বস্তুত কুরআন মাজিদ একটি জীবন্ত মুজেযা।

চতুর্থ পাঠ

কুরআনের প্রতি ইমানের দাবি

কুরআন আল্লাহর কালাম। কোনো মানুষ এ ধরনের কালাম তৈরি করতে সক্ষম নয়। এ মহাগ্রন্থে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা ইমানের দাবি। কুরআন মাজিদ খুললেই আমরা দেখতে পাই এটি মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান পেশ করে। এ গ্রন্থ সর্বাধুনিক, কালোত্তীর্ণ ও বিজ্ঞানময়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يٰسٓ . وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ

অর্থ : ইয়াসিন, বিজ্ঞানময় কুরআনের শপথ।

এ কুরআন আল্লাহর নুর। লাওহে মাহফুয থেকে নুরের ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (ﷺ)-এর মাধ্যমে জাবালে নুরে নুরনবি মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন সৃষ্ট নয়; বরং

চিরন্তন, অক্ষয়, অব্যয়-এ কথা দৃঢ় মনে বিশ্বাস করা আল কুরআনের প্রতি ইমানের দাবি। সাথে সাথে এ কুরআনকে জীবনের সকল পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা কুরআনের অন্যতম দাবি। একমাত্র আল কুরআনের পথে দুনিয়ার শান্তি ও পরকালের মুক্তির নিশ্চয়তা রয়েছে।

এ কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক ইমানদারের ওপর ফরয। মহানবি (ﷺ)-এর পুরো জীবনটাই ব্যয় করেছেন এ কুরআনের দাবি পূরণে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আসমানি কিতাবের সংখ্যা কয়টি?

ক. ১০০ খ. ১০২

গ. ১০৪ ঘ. ১০৬

২। তওরাত কার উপর নাযিল করা হয়েছিল?

ক. হযরত দাউদ (আ.) খ. হযরত মূসা (আ.)

গ. হযরত ইসা (আ.) ঘ. হযরত সোলায়মান (আ.)

৩। কুরআন মাজিদে কয়টি সুরা রয়েছে?

ক. ১১২ খ. ১১৪

গ. ১১৬ ঘ. ১১৮

কুরআন মাজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব, কারণ ইহা–

i. সর্বাজনীন শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান

ii. বিশ্বের মানুষের পথের দিশারি

iii. সর্বশেষে নাযিল করা হয়েছে

২০২১

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

আসলাম পবিত্র কুরআন মাজিদের অর্থসহ তেলাওয়াত করতে গিয়ে কিছু আয়াত নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে।

১. আসলামের চরিত্রকে কাদের সাথে তুলনা করা যায়-

ক. ফাসিক খ. কাফির

গ. মুনাফিক ঘ. মুমিন

২. এ মুহূর্তে আসলামের করণীয় হচ্ছে -

i. কুরআনের উপর পূর্ণ ইমান আনা

ii. আল্লাহর কাছে তওবা করা

iii. কুরআন মাজিদ বেশি বেশি তেলাওয়াত করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আকরাম সাহেব পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কুরআন মাজিদের মাধ্যমে আমরা অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। এ কথা শুনে আফজাল সাহেব বললেন, শুধু তাই নয়, কুরআন মাজিদ হচ্ছে জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল উৎস।

ক. কুরআন মাজিদে কয়টি রুকু আছে?

খ. لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ -এর ব্যাখ্যা কর।

গ. আকরাম সাহেবের বক্তব্যকে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আফজাল সাহেবের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দ্বারা প্রমাণ কর।

২০২৫

২। জনাব আবদুল করিম ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠদানের সময় প্রশ্ন করলেন, কুরআন মাজিদ কীভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়েছে? রফিক জবাব দিল, কুরআন মাজিদ একটি শাশ্বত ও পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার সাথে সাথেই সালাম বলে উঠল, পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জের কাছে সকল কবি সাহিত্যিক পরাভূত হয়েছে।

ক. কুরআন মাজিদ অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল কত?

খ. ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ-এর ব্যাখ্যা লিখ।

গ. রফিকের বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সালামের মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পরকাল

اَلْآخِرَةُ

আখেরাতের জীবন ও স্তরসমূহ

পরকালকে আরবিতে আখেরাত (اَلْآخِرَةُ) বলা হয়। মানুষের মৃত্যু থেকে শুরু করে কবর, হাশর, মিযান, পুলসিরাত, হিসাব-নিকাশ, শাফাআত, জান্নাত-জাহান্নাম ও আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ এ গোটা জীবনকে আখেরাতের জীবন বলা হয়। আখেরাতের উপর ইমান আনা ফরয। মুত্তাকির গুণাবলি বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

অর্থ : আর যারা পরকালের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সুরা বাকারা, ৪)

মৃত্যু (اَلْمَوْتُ)

আখেরাতের প্রথম স্তর মৃত্যু। প্রাণী মাত্রই মরণশীল। প্রত্যেককেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

অর্থ : প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। (সুরা আলে ইমরান, ১৮৫)

মৃত্যু অবধারিত। চেষ্টা সাধনা কোনো কিছুর দ্বারা একে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। আল কুরআনে ঘোষিত হয়েছে–

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ.

অর্থ: যখন তাদের নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন তারা এক মুহূর্ত পেছাতে পারবে না এবং এগিয়েও আনতে পারবে না। (সুরা আরাফ, ৩৪)

সব সময় মৃত্যুর স্মরণ মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে রাখে, তাই সকলের উচিত সবসময় মৃত্যুকে স্মরণে রাখা।

কবর (اَلْقَبْرُ)

মৃত্যুর পর মানুষকে বিশেষ করে মুসলমানগণকে কবরে রাখা হয়। কবর শব্দের অর্থ লোকচক্ষুর অন্তরাল করা বা আড়াল করা। মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়কে কবর বা বারযাখের জীবন বলে। বারযাখ শব্দের অর্থ দুই বস্তুর মধ্যকার দেয়াল বা পর্দা।

কবরে মুনকার ও নাকির নামক দুইজন ফেরেশতা এসে তিনটি প্রশ্ন করবে। প্রশ্ন তিনটি হলো–

١- مَنْ رَبُّكَ ؟

٢- وَمَا دِيْنُكَ ؟

٣- وَمَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِيْ بُعِثَ فِيْكُمْ ؟

অর্থ : তোমার রব কে? তোমার দীন কী? এই ব্যক্তি (রসুল) সম্পর্কে কী বলেছিলে, যাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল?

যাদের কবর দেওয়া হয় না তারাও এই তিনটি প্রশ্ন থেকে রেহাই পাবে না। পৃথিবীতে যারা আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে এবং প্রিয়নবি (ﷺ)-এর সাথে মুহাব্বতের সম্পর্ক রেখেছে তারা তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। যারা আল্লাহর নির্দেশ মতো চলেনি এবং প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি মুহাব্বত রাখেনি, তাঁর শানে বেয়াদবি করেছে আর তাঁকে অনুসরণ করেনি তারা উত্তর দিতে পারবে না। শুরু হবে তাদের উপর কষ্টদায়ক শাস্তি। কবর হলো আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল।

হযরত ওসমান (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ.

অর্থ : কবর আখেরাতের তথা পরকালীন জীবনের প্রথম মঞ্জিল। এ মঞ্জিল থেকে মুক্তি পেলে পরবর্তী সবই সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ মঞ্জিলে নাজাত পাবে না, তার পরবর্তী অবস্থা অত্যন্ত কঠিন হবে। (জামে তিরমিযি)

২০২৫

হাশর (اَلْحَشْرُ)

হাশর শব্দের অর্থ একত্রিত করা। পুনরুত্থানের পর একজন আহ্বানকারী ফেরেশতার ডাকে সকল মানুষ সমতল এক বিশাল ময়দানে একত্রিত হবে। একেই বলে হাশর বা সমাবেশ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ.

অর্থ : যেদিন পৃথিবী বিদীর্ণ হবে এবং মানুষ বের হয়ে আসবে দ্রুত, এ সমাবেশ করানো আমার জন্য সহজ। (সুরা কফ, ৪৪)

হাশরের ময়দানে পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে থেকে দুনিয়ার কাজের হিসাব দিতে হবে। যারা ইমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তারা আল্লাহর রহমত পাবে; আরামে থাকবে। যারা ইমান আনেনি, সৎকর্ম করেনি তাদের ভীষণ আযাব হবে।

হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার যিকির থেকে বিমুখ বান্দারা অন্ধ হয়ে উঠবে। এ সকল অন্ধরা আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করবে–

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمٰى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، قَالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسٰى.

অর্থ : হে পরওয়ারদিগার, আমাকে কেন অন্ধ করে হাশরের ময়দানে উঠালেন, আমি তো দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলাম। আল্লাহ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলি এসেছিল অতঃপর তুমি ভুলে গিয়েছিলে, আর আজ তোমাকেও অনুরূপভাবে ভুলে যাওয়া হবে। (সুরা ত্বহা, ১২৫)

মিযান (اَلْمِيْزَانُ)

হাশরের দিন আমাদের পাপ পুণ্য ওযন করা হবে। আর যা দ্বারা ওযন করা হবে তাকে বলে মিযান। যাদের নেকির পাল্লা ভারী হবে তারা হবেন জান্নাতের অধিকারী। আর যাদের পাপের পাল্লা ভারী হবে তারা হবে জাহান্নামি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ

অর্থ : সে দিনের ভালো-মন্দের ওযন করার বিষয়টি সত্য। (সুরা আরাফ, ৮)

পুলসিরাত (اَلصِّرَاطُ)

পুলসিরাতকে আরবিতে اَلصِّرَاطُ বলে। হাশরের ময়দান থেকে জাহান্নামের উপরে জান্নাতে যাওয়ার পথে স্থাপন করা এমন একটি সেতু, যা সকল মানুষকেই অতিক্রম করতে হবে–এ সেতুকেই পুলসিরাত বলে।

এ পুলসিরাত প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا.

অর্থ : তোমাদের প্রত্যেককেই পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে, এটা আপনার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (সুরা মরিয়ম, ৭১)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ

অর্থ : আর জাহান্নামের উপর পুলসিরাত স্থাপন করা হবে। সর্বপ্রথম আমি ও আমার উম্মত তা অতিক্রম করব। (সহিহ মুসলিম)

ইমানদার লোকেরা নিজ নিজ ইমান ও আমল অনুসারে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। কেউ বিজলির গতিতে, বায়ুর গতিতে, দ্রুতগামি ঘোড়ার গতিতে, উট চলার গতিতে, দৌঁড়ে, আবার কেউ হাঁটার গতিতে পুলসিরাত পার হবেন। মুমিন ছাড়া অন্যরা পুলসিরাত পার হতে গিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।

জান্নাত (اَلْجَنَّةُ)

জান্নাত শব্দের অর্থ উদ্যান, বাগান। ইহকালের সংক্ষিপ্ত জীবনের পর মুমিনের জন্য যে অনন্ত সুখময় চিরস্থায়ী আরামদায়ক স্থান তৈরি করে রাখা হয়েছে, তাকে জান্নাত বলে। জান্নাতে আছে আরামের সবরকম ব্যবস্থা। মন যা চাইবে সেখানে তা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ.

অর্থ : জান্নাতে তোমাদের মন যা চাইবে এবং তোমরা যে দাবি করবে, তাই তোমাদের দেওয়া হবে।

(সুরা হা-মিম আস সাজদাহ, ৩১)

জান্নাতে অনেক সুখ শান্তি রয়েছে যা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আল্লাহ তাআলা বলেন–

আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব পুরস্কার (জান্নাতে) প্রস্তুত করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানব হৃদয় কল্পনাও করতে পারেনি। যাঁরা তাঁদের প্রভুর সামনে হিসাব-নিকাশে দাঁড়াতে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে, তাঁদের ঠিকানা জান্নাত।

জান্নাতের নামসমূহ : কুরআন মাজিদে জান্নাতের আটটি নামের উল্লেখ রয়েছে। যথা–

(১) জান্নাতুল ফিরদাউস (جَنَّةُ الْفِرْدَوْس)

(২) দারুল মাকাম (دَارُ الْمَقَامِ)

(৩) দারুল কারার (دَارُ الْقَرَارِ)

(৪) দারুস সালাম (دَارُ السَّلَامِ)

(৫) জান্নাতুল মাওয়া (جَنَّةُ الْمَأْوٰى)

(৬) জান্নাতুন নাইম (جَنَّةُ النَّعِيْمِ)

(৭) দারুল খুলদ (دَارُ الْـخُلْدِ)

(৮) জান্নাতুল আদন (جَنَّةُ الْعَدْنِ)

এ সব জান্নাতের মধ্যে জান্নাতুল ফিরদাউস সবচেয়ে মর্যাদাবান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا.

অর্থ : নিশ্চয় যারা ইমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমানদারি। (সুরা কাহাফ, ১০৭)

জাহান্নাম (جَهَنَّمُ)

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাদের জন্য যেমন চিরসুখের স্থান জান্নাত রয়েছে ঠিক তার বিপরীত যারা আল্লাহ তাআলাকে প্রভু বলে স্বীকার করে না, তার ইবাদত করে না; বরং নাফরমানি করে তাদের জন্য সীমাহীন কষ্টের স্থান জাহান্নাম রয়েছে। জাহান্নামকে নার বা দোযখ বলে। জাহান্নামে কেবল দুঃখ আর দুঃখ। সেখানে আছে ভীষণ শাস্তি। জাহান্নামিদের চামড়া আগুনের তাপে ঝলসাতে থাকবে। জাহান্নামিরা মরবেও না বাঁচবেও না, এক করুণ অবস্থায় থাকবে। তাদের খাওয়ানো হবে উষ্ণরক্ত, পুঁজ, যাক্কুম নামক কষ্টদায়ক খাদ্য। জাহান্নামের আগুনের দহন ক্ষমতা অনেক বেশি।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন−

তোমাদের এ পৃথিবীর আগুন জাহান্নামের আগুনের একাত্তর ভাগের একভাগ মাত্র।

জাহান্নাম সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ৭৭টি আয়াত নাযিল হয়েছে। এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন−

إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيْعًا.

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মুনাফিক ও কাফিরদেরকে সম্মিলিতভাবে জাহান্নামে একত্রিত করবেন। (সুরা নিসা, ১৪০)

যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্য হবে, তাদের জন্যই জাহান্নাম নির্ধারিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন−

وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসুলের অবাধ্য হবে এবং তার সীমা অতিক্রম করবে, তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। তার জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (সুরা নিসা, ১৪)

জাহান্নামের সংখ্যা : জাহান্নামের সংখ্যা সর্বমোট সাতটি। যথা–

(১) হাবিয়াহ (هَاوِيَة)

(২) জাহিম (جَحِيْم)

(৩) সাকার (سَقَر)

(৪) সাইর (سَعِيْر)

(৫) হুতামাহ (حُطَامَة)

(৬) লাযা (لَظٰى)

(৭) জাহান্নাম (جَهَنَّم)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল কোনটি?

ক. মৃত্যু খ. কবর
গ. মিযান ঘ. পুলসিরাত

২। জান্নাত শব্দের অর্থ কী?

ক. আরাম খ. বিশ্রাম
গ. শান্তি ঘ. বাগান

৩। জাহান্নামের সংখ্যা কয়টি?

ক. ৮ টি খ. ৭ টি
গ. ৬ টি ঘ. ৫ টি

৪। জান্নাতে যাবে ঐ সকল লোক, যারা-

i. আল্লাহ তাআলার হুকুম মত চলে

ii. কুপ্রবৃত্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে

iii. সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii,

গ. i ও ii　　ঘ. i, ii ও iii

খালেদ একজন ব্যবসায়ী তিনি বললেন, আমল হচ্ছে অদৃশ্য বস্তু কিভাবে তা মাপা হবে? তার জবাবে শাহেদ বলল, যেভাবে জিনিসপত্র পরিমাপ কর সেভাবেই মাপা হবে।

১। খালেদ আখেরাতের কোন বিষয়ে সন্দেহ করল?

ক. কবর　　খ.হাশর

গ. মিযান　　ঘ. সিরাত

২। এমতাবস্থায় খালেদের করণীয় হচ্ছে

i. আখেরাতের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা

ii. ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া

iii. আল্লাহর কাছে তাওবা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের ছকটি দেখ :

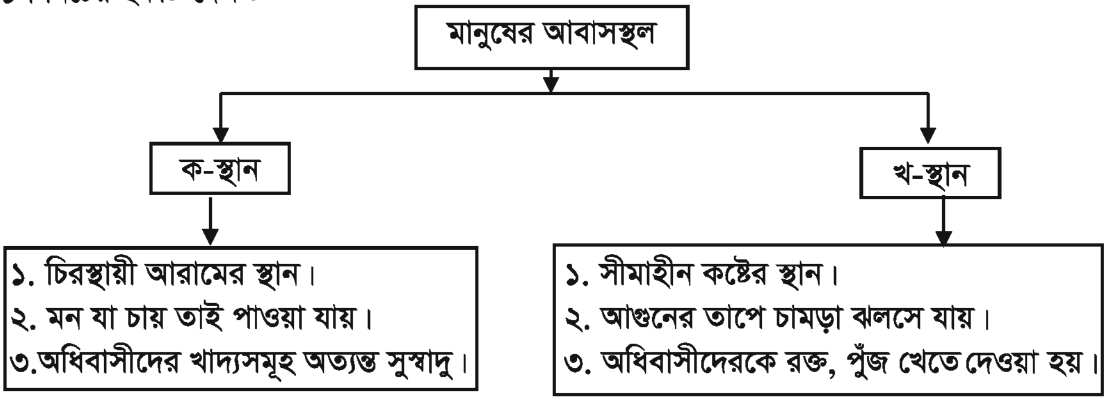

ক. জান্নাতের সংখ্যা কয়টি?

খ. জান্নাতুল ফেরদাউসের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকে 'ক' স্থানে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা কিসের প্রতি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের 'ক' স্থান এবং 'খ' স্থানের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২। রায়হান সাহেব শহরের বাসিন্দা। তিনি তার গ্রাম্য বন্ধু আকরাম সাহেবের বাড়ি বেড়াতে আসেন। একদিন বিকাল বেলা গ্রামে ঘুরতে যেয়ে উভয়ে একটি বাঁশের সাকোতে আরোহণ করেন। আকরাম সাহেব বাঁশের সাকো দিয়ে ওপারে চলে যান কিন্তু রায়হান সাহেব মাঝ বরাবর যেয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিচে পড়ে যান।

ক. সর্বপ্রথম কে পুলসিরাত অতিক্রম করবে?

খ. পুলসিরাত বলতে কী বুঝ? লিখ।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বাঁশের সাকোর সাথে আখিরাতে কিসের মিল রয়েছে? তার ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আখেরাতে রায়হান সাহেবের অবস্থায় কারা পড়বে? তাদের অবস্থার বিবরণ দাও।

৩। আফজাল সাহেব একজন বিত্তশালী। ইসলামি শরিয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করেন না। অনেক বিলাসিতা করেন। মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে সালাত পড়তে বললে, তিনি বলেন, আমি মরে গেলে মাটির নিচে রেখে দিবে এইতো আর কী? ইমাম সাহেব তাকে বললেন, কবরে আপনাকে অবশ্যই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

ক. কারা কবরে প্রশ্ন করবেন?

খ. ‘কবর হলো আখেরাতের প্রথম মঞ্জিল’ ব্যাখ্যা কর।

গ. ইমাম সাহেবের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আফজাল সাহেব এভাবে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ, মতামত দাও।

দ্বিতীয় ভাগ
আল ফিক্হ
اَلْفِقْهُ

প্রথম অধ্যায়
ইলমে ফিকহের ইতিহাস
تَارِيْخُ عِلْمِ الْفِقْهُ

প্রথম পাঠ
ইলমে ফিকহের পরিচিতি

ইলমে ফিকহের পরিচয়

عِلْمٌ শব্দের অর্থ জ্ঞান, বিদ্যা, শাস্ত্র ইত্যাদি। আর فِقْهٌ শব্দটি بَابُ سَمِعَ يَسْمَعُ-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ, কোনো কিছু যথাযথভাবে উপলব্ধি করা, অনুভব করা। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا.

অর্থ : তাদের অন্তর রয়েছে, তবে তদ্দারা তারা উপলব্ধি করতে পারে না। (সুরা আল আরাফ, ১৭৯)

শরিয়তের পরিভাষায় ফিকহ বলা হয়–

اَلْفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الْأَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ فِي الْإِسْلَامِ.

অর্থ : ইসলাম স্বীকৃত বিধি-বিধানের সমষ্টি হচ্ছে ফিকহ।

সহজ ভাষায় বলা যায়, যে বিষয় অধ্যয়ন করলে বিস্তারিত দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে শরিয়তের বিধি-বিধান সঠিক ও স্পষ্টভাবে জানতে পারা যায়, তাকে ইলমে ফিকহ বলে।

ইলমুল ফিকহের আলোচ্য বিষয়

عِلْمُ الْفِقْهِ-এর আলোচ্য বিষয় হলো, কুরআন ও সুন্নায় বিদ্যমান দলিলের ভিত্তিতে বান্দার কার্যাবলি আলোচনা করা। ইবাদত (عِبَادَةٌ) ও মুয়ামালাত (مُعَامَلَاتٌ) বা যাবতীয় লেনদেন নিয়েই ইলমে ফিকহ প্রধানত আলোচনা করে। শরিয়তের যাবতীয় আহকাম সর্বসাধারণের কল্যাণে প্রকাশ করে, ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই ইলমে ফিকহের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পাঠ

ইলমে ফিকহের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

عِلْمُ الْفِقْهِ-এর প্রয়োজনীয়তা

ফিকহ বিষয়টি প্রতিটি মুমিনের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একজন মুমিনের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের দিকনির্দেশনা রয়েছে এ ইলমুল ফিকহের মাঝে। আল্লাহ তাআলা এ ফিকহের গুরুত্ব দিয়ে ইরশাদ করেন-

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ .

অর্থ : ইমানদারগণের প্রত্যেক দল থেকে কিছু সংখ্যক লোক দীনের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্যে বের হচ্ছে না কেন? যাতে তারা শিক্ষা শেষে ফিরে এসে স্বজাতির লোকদের সতর্ক করতে পারে। (সুরা তওবাহ, ১২২)

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَعِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ.

অর্থ: প্রত্যেকটি বিষয়ের একটি ভিত্তি আছে, এ দীনের ভিত্তি হলো ইলমুল ফিকহ। (বায়হাকি)

عِلْمُ الْفِقْهِ হচ্ছে أَحْكَامُ الشَّرِيْعَةِ-এর ভাণ্ডার। কাজেই যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আহকাম নির্গত করার ক্ষমতা রাখে না তাদের জন্য ফকিহগণের সিদ্ধান্তসমূহ অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা অত্যাবশ্যকীয়।

عِلْمُ الْفِقْه শিক্ষার গুরুত্ব

ইলমে ফিকহ সম্পর্কে পাণ্ডিত্য লাভ করা সকলের ওপর অত্যাবশ্যক না হলেও ফিকহি বিধি-বিধান যা মানুষের জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন তা জানা সমানভাবে সকলের ওপর ফরয। যেমন: হালাল-হারাম, পাক-নাপাক, সালাত, সাওম, হজ, যাকাত, লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে না জানলে কারো জন্য ইসলামি যিন্দেগি যাপন করা আদৌ সম্ভব নয়। ইসলামি যিন্দেগি যাপনের জন্যে ফিকহ শিক্ষা অত্যন্ত জরুরি। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ.

অর্থ : আল্লাহ তায়ালা যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের ফিকহ বা গভীর জ্ঞান দান করেন।

তৃতীয় পাঠ
ইলমে ফিকহের সূচনা ও উৎস মূল

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় ইলমে ফিকহের কোনো স্বতন্ত্র রূপ ছিল না। তিনি ওহির নির্দেশনাবলির মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান, যুগ জিজ্ঞাসার জবাব দিতেন। খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে বিশেষজ্ঞদের বিচারক নিয়োগের মাধ্যমে এ কাজ সম্পাদন করা হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ও কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যাগত ভিন্নতার কারণে নানা মত ও পথের সৃষ্টি হয়। এ সময় কুরআন সুন্নাহকে মন্থন করে সঠিক সমাধানের জন্য বিজ্ঞ ইমামগণ জিজ্ঞাসার জবাব দানের মূলনীতি ঠিক করেন এবং অনাগত ভবিষ্যতে যে সকল প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলোর জবাব দানে দক্ষতার পরিচয় দেন।

এ বিশাল খেদমতে মুখ্য ভূমিকা রাখেন ইমাম জাফর সাদিক (রহ.), ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর মতো বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।

একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে ইলমে ফিকহের ভিত্তি প্রদান করেন ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)। তিনিই এ বিষয়ের নাম দেন اَلْفِقْهُ الْاِسْلَامِيُّ বা ইসলামি ফিকহ।

পরবর্তীতে ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.), ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এ বিষয়ে অনন্য অবদান রাখেন। ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ.)-এর নেতৃত্বে ৯৩ হাজার সমস্যার সমাধান করা হয়।

ইলমে ফিকহের উৎসমূল চারটি। যথা–

(১) كِتَابُ اللّٰهِ বা আল্লাহর কালাম কুরআন মাজিদ

(২) اَلسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ বা রসুলে আকরাম (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ।

(৩) إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ বা ঐকমত্য। এর মধ্যে রয়েছে সাহাবাগণের ইজমা, তাবেয়ি, তাবে তাবেয়ি ও আইম্মায়ে মুজতাহিদিনের ইজমা।

(৪) اَلْقِيَاسُ বা নতুন কোনো সমস্যা দেখা দিলে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রসিদ্ধ মাসআলার আলোকে সমাধান দেওয়া।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. اَلْفِقْهُ শব্দটি কোন বাবের মাসদার?

ক. نَصَرَيَنْصُرُ খ. ضَرَبَ يَضْرِبُ

গ. سَمِعَ يَسْمِعُ ঘ. فَتَحَ يَفْتَحُ

২. عِلْمُ الْفِقْهِ-এর উৎসমূল কয়টি?

ক. তিন খ. চার

গ. পাঁচ ঘ. ছয়

৩. একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় হিসেবে عِلْمُ الْفِقْهِ-এর ভিত্তি দেন কে?

ক. ইমাম আবু হানিফা (رحمه الله) খ. ইমাম শাফেয়ি (رحمه الله)

গ. ইমাম মালেক (رحمه الله) ঘ. ইমাম আহমদ (رحمه الله)

৪. عِلْمِ الْفِقْهِ-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে–

i. ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

ii. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করা।

iii. শরয়ি আহকাম মানবীয় কল্যাণে প্রকাশ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সেলিম একজন ছাত্র। সে কুরআন ও হাদিস গুরুত্ব সহকারে পড়ে কিন্তু ইলমে ফিকহ পড়তে চায় না। উপরন্তু বলে, ফিকহের কোনো প্রয়োজন নেই।

১. সেলিমের উক্তিটি কেমন?

ক. সঠিক খ. শিক্ষামূলক

গ. গ্রহণীয় ঘ. প্রত্যাখ্যাত

২. এক্ষেত্রে সেলিমের উচিত হচ্ছে

i. শুধুমাত্র কুরআন হাদিস পড়া

ii. ইলমে ফিকহের চর্চা করা।

iii. ফিকহের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দাখিল ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ছাত্রদের মধ্যে ইলমে ফিকহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়। রাজিব বলে, মানুষের ইবাদত ও মুয়ামালাত সম্পর্কে ইলমে ফিকহ আলোচনা করে। তাই এর গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচনা শেষে সজিব মন্তব্য করে, শুধু কুরআন-হাদিসের জ্ঞানার্জন করলেই ইবাদত ও মুয়ামালাত সম্পর্কে জানা যায়।

ক. الفقه শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

খ. علم الفقه-এর উদ্দেশ্য কী? বর্ণনা কর।

গ. রাজিবের বক্তব্যটিকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সজিবের মন্তব্যটি সঠিক কিনা? কুরআন-সুন্নাহের আলোকে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

২। খালেদ ফিকহের ক্লাসে শ্রেণি শিক্ষক মাওলানা আজাদ সাহেবকে প্রশ্ন করে علم الفقه-এর প্রসার কোন যুগে হয়? জবাবে তিনি বলেন, চার মাযহাবের মাধ্যমে علم الفقه-এর প্রসার ঘটে। এ কথা শুনে সালাম বলল, কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যাগত ভিন্নতার কারণে নানাপথ ও মতের সৃষ্টি হয়।

ক. ইমাম আবু হানিফা (ﷺ) রচিত ফিকহের নাম কী?

খ. ইলমে ফিকহের উৎসমূল কী কী? বর্ণনা কর।

গ. সালামের বক্তব্যটিকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মাওলানা আজাদ সাহেবের জবাবটি কি তুমি সঠিক বলে মনে কর? তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাজাসাত ও তাহারাত

اَلنَّجَاسَةُ وَ الطَّهَارَةُ

প্রথম পাঠ

নাজাসাত ও উহার আহকাম

নাজাসাতের পরিচয়

نَجَاسَةٌ (নাজাসাত) শব্দটি আরবি। এর শাব্দিক অর্থ মলিনতা, অশুচিতা ও অপবিত্রতা। এর বিপরীত শব্দ হলো طَهَارَةٌ (তাহারাত)। نَجَاسَةٌ বলতে এমন সব বস্তুকে বোঝায়, যে সকল বস্তু শরীর, কাপড়, অথবা অন্য পাক-পবিত্র বস্তুতে লাগলে তাকে অপবিত্র করে দেয়।

অপরিচ্ছন্নতা

যে সব বস্তু সৌন্দর্য কমায় ও সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণা জন্মায় সে সব বস্তুকে অপরিচ্ছন্নতা বলে। যেমনঃ হাত না ধোয়া, নখ না কাটা, দাঁত পরিষ্কার না করা, নাক, চোখ, মাথা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখা, ময়লা কাপড় পরিধান করা, গোসল না করে শরীরকে দুর্গন্ধময় করা, বিড়ি-সিগারেট খেয়ে মুখ ও শরীরকে দূষিত ও দুর্গন্ধযুক্ত করে তোলা ইত্যাদি। নাপাক অবস্থায় ইবাদত করা যায় না, কিন্তু প্রয়োজনে অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় ইবাদত করা যায়। তবে অপরিচ্ছন্ন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নিকট ঘৃণ্য, মানুষও তাকে ঘৃণা করে।

অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন থাকলে ভাল-মন্দ লেখক কিরামান কাতেবিন ফেরেশতাগণেরও কষ্ট হয়। তাই খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, মাদরাসা থেকে বা সফর থেকে আসার পর ভালোভাবে হাত মুখ ধৌত করে পানাহার করা উচিত।

নাজাসাতের প্রকারভেদ

নাজাসাত প্রধানত দু প্রকার। যথা–

(১) اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ (নাজাসাতে হাকিকি) বা প্রকৃত নাপাকি।

(২) اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ (নাজাসাতে হুকমি) বা বিধানগত নাপাকি।

اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ বা প্রকৃত নাজাসাত হচ্ছে এমন সকল বস্তু যা সৃষ্টিগতভাবে নাপাক এবং সালাত বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায়। যেমনঃ রক্ত, পেশাব ইত্যাদি।

اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ বা বিধানগত নাজাসাত বাহ্যিক কোনো অপবিত্র বস্তু নয় বরং এমন বিষয় যা শরীরকে নাপাকির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে দেয় এবং এ অবস্থায় নামাজ শুদ্ধ হয় না। যেমন : হাদাছে আসগর (حَدَثٌ اَصْغَرٌ) বা অজু ভঙ্গের অবস্থা, হাদাছে আকবর (حَدَثٌ اَكْبَرٌ) বা গোছল ফরয হওয়ার অবস্থা।

اَلنَّجَاسَةُ الْحَقِيْقِيَّةُ দু প্রকার। যথা–

(ক) اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ (কঠিনতর অপবিত্র)।

(খ) اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ (সহজতর অপবিত্র)।

اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ-এর সংজ্ঞা :

যে সকল নাপাক বা অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এবং সন্দেহাতীত ভাবে অপবিত্র, সেগুলোকে نَجَاسَةٌ غَلِيْظَةٌ বলে। যেমন : পেশাব, পায়খানা, প্রবাহিত রক্ত, পূঁজ ইত্যাদি।

اَلنَّجَاسَةُ الْغَلِيْظَةُ-এর হুকুম :

এ প্রকারের نَجَاسَةٌ শরীরে অথবা কাপড়ে লেগে থাকলে, তা পাক না করলে সালাত জায়েয হবে না, (শরয়ি ওযর থাকলে ভিন্ন কথা)। শরয়ি ওজর বলতে এমন সময় বা স্থানে শরীরে নাপাক লাগাকে বোঝায়, যা পরিষ্কার করার কোনো ব্যবস্থা নেই বা নাপাক লাগা কাপড় ছাড়া বিকল্প কাপড় নেই। এ অবস্থায় নাপাক লেগে থাকলেও তা নিয়ে সালাত আদায় করতে হবে।

اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ-এর সংজ্ঞা :

যে সকল বস্তু অপবিত্র হওয়া অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়, এ ধরনের বস্তুকে اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ বলে। যেমন : হালাল প্রাণীর পেশাব, হারাম পাখির মল ইত্যাদি।

اَلنَّجَاسَةُ الْخَفِيْفَةُ-এর হুকুম

এ জাতীয় অপবিত্রতা শরীর বা কাপড়ের কোনো অংশের এক চতুর্থাংশ স্থানে লাগলে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে তা নিয়ে সালাত আদায় করা জায়েয হবে। প্রকাশ থাকে যে, নাপাকি যত সামান্য হোক না কেন বিনা ওযরে তা নিয়ে সালাত আদায় করা উচিত নয়।

نَجَاسَةٌ-এর অপকারিতা

সকল প্রকার نَجَاسَةٌ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। নতুবা সামাজিক জীবনে ঘৃণিত, পরকালীন জীবনে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। নাপাক শরীর বা কাপড় নিয়ে চলা ফেরা এবং নাপাক স্থানে অবস্থান করার ফলে অন্তর কলুষিত হয়। নাপাক থেকে সাবধান থাকার জন্য আল্লাহর রসুল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন। হাদিস শরিফে রসুল (ﷺ) বলেন–

اِسْتَنْزِهُوْا عَنِ الْبَوْلِ فَاِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

অর্থ : তোমরা পেশাব থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন থাকবে। কেননা এর কারণেই সাধারণত কবরে আযাব ভোগ করতে হবে। (দারে কুতনি)

যে ব্যক্তি নাজাসাত থেকে পবিত্র ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে ভালোবাসেন। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ.

অর্থ : যারা পাক-পবিত্র থাকে আল্লাহ তাআলা তাদের ভালোবাসেন। (সুরা তওবা, ১০৮)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। نَجَاسَةٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. অসহিষ্ণুতা
খ. অপবিত্রতা
গ. অবাস্তবতা
ঘ. অসমতা

২। রক্ত কোন ধরনের نَجَاسَةٌ?

ক. غَلِيْظَةٌ
খ. خَفِيْفَةٌ
গ. حُكْمِيَّةٌ
ঘ. فِطْرِيَّةٌ

৩। نجاسة থেকে বেঁচে না থাকলে ব্যক্তি–

i. সামাজিক জীবনে ঘৃণিত হবে।
ii. পরকালে কঠোর শাস্তি পাবে।
iii. অন্তরে ব্যাধি দেখা দিবে।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

মাজেদা বেগম যোহরের সালাত আদায় করে দেখেন, তার শরীরে রক্ত লেগে রয়েছে।

৪। এক্ষেত্রে মাজেদা বেগমের কী করা উচিত?

i. শরীরের নাপাকি দূর করা।

ii. পুনরায় সালাত আদায় করা।

iii. অন্যান্য সালাত চালিয়ে যাওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জামাল একজন দিনমজুর। তিনি ময়লা কাপড়-চোপড় পরিধান করে মসজিদে সালাত আদায় করতে যান। একদা আরমান সাহেব তাকে বললেন- আপনার জন্য পরিচ্ছন্নভাবে মসজিদে আসা উচিত। তিনি আরও বললেন, আল্লাহ তাআলা অতি সুন্দর, তিনি সুন্দরকে পছন্দ করেন।

ক. نجاسة এর বিপরীত শব্দ কী?

খ. النجاسة الحقيقة বলতে কাকে বোঝায়? লেখ।

গ. জামালের কাজটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরমান সাহেবের বক্তব্যটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। শফিক তার পুঁজযুক্ত লুঙ্গি পরে সালাত আদায় করে। তার এ অবস্থা দেখে রফিক তাকে বলে আপনারতো সালাত হবে না। কিন্তু শফিক বলল আমার এটা ছাড়া আর কোন কাপড় নেই, তাই এটা দিয়ে সালাত আদায় করছি।

ক. نجاسة কত প্রকার?

খ. اَلنَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ বলতে কী বোঝায়? লেখ।

গ. রফিকের বক্তব্য পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শফিকের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ
তাহারাত

তাহারাতের পরিচয়

তাহারাত (اَلطَّهَارَةُ) শব্দটি আরবি। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, নিষ্কৃতি লাভ ইত্যাদি। মহানবি (ﷺ) রিসালতের দায়িত্ব লাভের পর ইমান গ্রহণের আদেশের সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাহারাতের আদেশ প্রাপ্ত হন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ.

অর্থ : আপনার কাপড়-ভূষণ পবিত্র রাখুন (সুরা মুদ্দাসসির, ৪)।

পরিচ্ছদ পবিত্রের অর্থ হলো বাহ্যিক পবিত্রতা যা শারীরিক ও পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়। পাক পবিত্রতা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। (সুরা তওবা, ১০৮)।

পরিভাষায় সর্ব প্রকার نَجَاسَةٌ বা অপবিত্রতা দূর করাকে اَلطَّهَارَةُ বলে।

তাহারাতের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা

اَلطَّهَارَةُ-এর প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা অনেক। আল্লাহ পবিত্র। তাই তিনি পবিত্রতাকে পছন্দ করেন। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান মতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (তাহারাত) হচ্ছে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য বর্ধন ও সুস্থ থাকার মাধ্যম। তাহারাতের বিধান নিয়মিত পালন করলে স্বাস্থ্য বিধান আপনি আপনিই পালিত হয়। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যারা নিয়মিতভাবে অজু ও গোসল করে তাদের চোখের রোগ ও চর্ম রোগ হয় না বললেই চলে।

রসুলে আকরাম (ﷺ) বলেন—

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ

অর্থ : পবিত্রতা ইমানের অঙ্গ।

পবিত্রতা মানুষকে শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখে ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা করে, দেহ ও শরীর সতেজ হয়, হৃদয়ে প্রফুল্লতা হাসিল হয়।

আমরা নানারকম কাজ করি। এতে আমাদের হাত, পা, শরীর ও কাপড় ময়লা হয়, ধূলা-বালি লাগে, ঘামে শরীর ভিজে যায়, দুর্গন্ধ হয়। অজু-গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পাক-পবিত্র না হলে লোকে ঘৃণা করে। আমরা মুখ দিয়ে খাবার খাই, খাবারের অংশ দাঁতে লেগে থাকে, ভালোভাবে পরিষ্কার না করলে মুখে দুর্গন্ধ হয়, দুর্গন্ধ আল্লাহ অপছন্দ করেন, মানুষও অপছন্দ করে। এতে অকালে দাঁত নষ্ট হয়, মুখের সৌন্দর্যও নষ্ট হয়। মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখার জন্য মেসওয়াক করতে হয়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন–

لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

অর্থ : আমার উম্মতের জন্য কঠিন না হলে, প্রত্যেক অজুর পূর্বে মেসওয়াক করার নির্দেশ (ওয়াজিব করে) দিতাম। (সহিহ বুখারি)

নখ ও চুল বড় হলে দেখতে খারাপ লাগে, বড় নখে নানা রকম ময়লা জমে, তা খাবারের সাথে পেটে গিয়ে নানা অসুখ সৃষ্টি করে। চুল এলোমেলো থাকা অসুন্দর। এক ব্যক্তির এলোমেলো চুল দেখে রসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এ ব্যক্তি কি চুল বিন্যাস করার জন্য কিছুই পেল না?

পায়খানা-পেশাবের পর ভালোভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র না হলে শরীর ময়লা ও নোংরা থাকে, এতে ইবাদত কবুল হয় না, নানা রোগ হয়। নিয়মিত গোসল করলে ও নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে অজু করলে দেহ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়, মন-মানসিকতা ভালো থাকে। তাই একজন মুসলিমের জীবনের অর্থ হলো পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র জীবন।

তাহারাত অর্জনের পদ্ধতি

তাহারাত অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। যেমন–

(১) অজু : যার মাধ্যমে মুখমণ্ডল, হাত, দাঁত, মুখ, পা সবকিছু পবিত্র হয়ে যায়।

(২) তায়াম্মুমঃ অসুস্থ হয়ে পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হলে বা পানি পাওয়া না গেলে মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা মুখ ও হাত মাসেহ করে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

(৩) গোসল : গোসলের মাধ্যমে গোটা শরীর পবিত্র করা যায়।

(৪) মেসওয়াক ও খিলাল : দাঁতের ফাঁকে কিছু জমে গিয়ে বা ঢুকে গিয়ে মুখকে অপবিত্র ও দুর্গন্ধযুক্ত করলে মেসওয়াক, ব্রাশ, ও খিলালের মাধ্যমে তা পরিষ্কার করা যায়।

(৬) শরীর বা কাপড়ে অপবিত্র কিছু লেগে গেলে পানি ও সাবান বা পাউডার দিয়ে তা পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করা যায়। তবে সে সাবান ও পাউডার পবিত্র উপাদানে তৈরি হতে হবে।

সাবান ও কাপড় ধোয়ার পাউডারে যদি শূকরের চর্বি থাকে তাহলে সেগুলো ব্যবহার করা যাবে না। কারণ শূকরের চর্বি নাপাক, যা কাপড় ও শরীরকে নাপাক করে দেয়।

তাহারাতের আরেক দিক হলো মনের পবিত্রতা। মনের পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন খালেসভাবে অতীতের গুনাহর জন্য তওবা করা। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ও মুস্তাহাব আমলসমূহ ঠিকমতো আদায় করা। হারাম ও মাকরুহ্ কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকা। আত্মিক উন্নতির জন্য বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরিফ পাঠ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

তাহারাত ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পার্থক্য

পরিপাটি, পরিষ্কার, নির্মল অবস্থাকে বলে পরিচ্ছন্নতা, আর বিশেষ পদ্ধতিতে অর্জিত দেহ, মন, পোশাক ও স্থান বা পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও নির্মলতাকে বলে তাহারাত বা পবিত্রতা। তাহারাত অর্জন করার জন্য ইসলামি শরিয়ত নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার জন্য শরিয়তের বিধি বিধানের প্রয়োজন হয় না। যেমন : শরিয়তের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী অজু করলে শরীর পবিত্র হবে, সালাত আদায় করা জায়েয হবে। কেউ যদি শুধু মুখমণ্ডল ধুয়ে, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজে তিনি পরিচ্ছন্ন হবেন; কিন্তু পবিত্র হবেন না। নাপাক উপকরণ দিয়ে শরীর বা কাপড় পরিষ্কার করলে পরিচ্ছন্ন হওয়া যাবে; কিন্তু তার মাধ্যমে পবিত্র হওয়া যাবে না। যেমন কেউ এমন সাবান দিয়ে শরীর বা কাপড় পরিষ্কার করলো যাতে শুকরের চর্বি আছে, এ সাবান দিয়ে পরিচ্ছন্ন হওয়া যাবে, দেখতে ধবধবে ও পরিষ্কার দেখা যাবে; কিন্তু এতে শরীর ও কাপড় পবিত্র হবে না।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পবিত্রতা কিসের অঙ্গ?

ক. ইমান খ. ইসলাম

গ. ইবাদত ঘ. ইহসান

২। তাহারাত অর্জনের পদ্ধতি কয়টি?

ক. ২ টি খ. ৩ টি

গ. ৪ টি ঘ. ৫ টি

৩. পবিত্রতা মানুষকে মুক্ত রাখে-

i. শয়তানের প্রভাব থেকে।

ii. কবরের আযাব থেকে।

iii. ময়লা আবর্জনা থেকে।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

রায়হান পায়খানা-পেশাবের পর ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করে না, উপরন্তু সে বলে, আমি পানি ব্যবহার করি।

৪. রায়হানের কাজটি কিসের পরিপন্থি?

ক. তাহারাত খ. মুয়ামালাত

গ. ইবাদত ঘ. জামালত

৫. রায়হানের উচিত হচ্ছে–

i. তাহারাতের পদ্ধতি জানা।

ii. ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা।

iii. এভাবেই পরিচ্ছন্ন হওয়া

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাব্বির ও নাবিল একটি ফার্মে চাকরি করে। সাব্বির অজু করে সালাত আদায় করে। কিন্তু নাবিল সালাত আদায় করতে চায় না। প্রায়ই তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়। তখন সাব্বির তাকে প্রতি ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে এবং সাথে সাথে মেসওয়াক করার উপদেশ দেয়।

ক. طَهَارَةٌ শব্দের অর্থ কী?

খ. طَهَارَةٌ বলতে কী বুঝ? লিখ।

গ. সাব্বিরের কাজটি ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সাব্বিরের উপদেশটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২। আফজাল সাহেবের কাপড়ে নাপাক লেগেছে, তাই তিনি কাপড় পরিষ্কার করার জন্য সাবান ব্যবহার করেন। আসলাম সাহেব তাকে বললেন, সাবান দিয়ে কাপড় ধৌত করলে কাপড় পরিষ্কার হয় না। সাবানও পাক হতে হয়।

ক. মনের পবিত্রতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা কী?

খ. তাহারাত ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে পার্থক্য লিখ।

গ. আফজাল সাহেবের কাজটি কেমন হচ্ছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আসলাম সাহেবের উক্তিটি তুমি কি সঠিক মনে কর? যুক্তি দাও।

তৃতীয় পাঠ

অজু (اَلْوُضُوْءُ)

অজুর পরিচয় ও গুরুত্ব

وُضُوْءٌ শব্দটি আরবি। অজু শব্দের অর্থ পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, নির্মলতা, সৌন্দর্য, উজ্জ্বলতা। শরিয়তের পরিভাষায় অজু হচ্ছে, পবিত্র পানি দ্বারা নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ ধৌত করা ও মাসেহ করা। অজু ইসলামের অন্যতম বিধান। অজু না থাকলে সালাতের জন্য অজু করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন−

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুতি নিবে, তখন তোমরা (পবিত্রতা অর্জনের জন্যে) তোমাদের মুখমণ্ডল এবং হাতসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর। আর তোমাদের মাথাসমূহ মাসেহ কর এবং পাগুলো গোড়ালিসহ ধৌত কর। (সুরা মায়িদাহ, ০৬)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন−

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ.

অর্থ : পবিত্রতা সালাতের চাবি। (আবু দাউদ)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন−

لا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُوْلٍ.

অর্থ : আল্লাহ পবিত্রতাবিহীন সালাত এবং আত্মসাৎকৃত মালের দান কবুল করেন না।

যেহেতু সালাত আদায় করা ফরয। আর অজু ছাড়া নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। তাই অজু করাও ফরয। (জামে তিরমিযি ও সুনানু ইবনে মাজা)

অজুর ফরযসমূহ

অজুর ফরয চারটি; এ চারটির মধ্যে থেকে কোনো একটি বাদ গেলে অজু হবে না। ফরয চারটি হলো−

(১) মুখমণ্ডল একবার ধোয়া, অর্থাৎ মাথার চুলের গোড়া থেকে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত পুরো মুখমণ্ডল ধোয়া।

(২) উভয় হাত কনুইসহ একবার ধোয়া।

(৩) মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহ করা।

(৪) উভয় পা গোড়ালিসহ একবার ধোয়া।

অজুর সুন্নতসমূহ

(১) بِسْمِ اللّٰهِ 'বিসমিল্লাহ' বলে অজু শুরু করা।

(২) উভয় হাত কব্জিসহ ধোয়া।

(৩) মেসওয়াক করা।

(৪) তিনবার কুলি করা।

(৫) তিনবার নাকে পানি দেওয়া।

(৬) সাওম অবস্থায় না থাকলে গড়গড়াসহ কুলি করা এবং উত্তমরূপে নাকে পানি দেওয়া।

(৭) দাঁড়ি ঘন হলে তা খিলাল করা।

(৮) হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করা।

(৯) প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার করে ধোয়া।

(১০) সম্পূর্ণ মাথা একবার মাসেহ করা।

(১১) উভয় কান মাসেহ করা।

(১২) প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় উত্তমরূপে ধোয়া।

(১৩) অঙ্গসমূহ ক্রমানুসারে ধোয়া।

(১৪) অজুর নিয়ত করা।

(১৫) এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বেই অপর অঙ্গ ধোয়া।

(১৬) ডান অঙ্গ আগে ধোয়া।

(১৭) হাত ও পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে ধোয়া আরম্ভ করা।

(১৮) মাথার সামনের ভাগ থেকে মাসেহ্ শুরু করা।

(১৯) গর্দান মাসেহ করা।

অজুর মুস্তাহাবসমূহ

(১) এমন উঁচু স্থানে বসে অজু করা যাতে পানির ছিটা গায়ে না পড়ে।

(২) কিবলার দিকে মুখ করে বসা।

(৩) অজুর সময় বিনা ওযরে অপরের সাহায্য না নেওয়া।

(৪) অজুর সময় অনাবশ্যক কথাবার্তা না বলা।

(৫) প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় মাসনুন দোআ পড়া।

(৬) প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' বলা।

(৭) কনিষ্ঠাঙ্গুলি কানের ছিদ্রে ঢুকানো।

(৮) আংটি ঢিলা না হলে তা নাড়া দেওয়া।

(৯) ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া।

(১০) বাম হাত দিয়ে নাক সাফ করা।

(১১) মাযুর না হলে ওয়াক্ত হওয়ার আগেই অজু করা।

অজুর মাকরুহসমূহ :

(১) প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা।

(২) প্রয়োজনের চেয়ে কম পানি ব্যবহার করা।

(৩) চেহারার উপর এমন জোরে পানি নিক্ষেপ করা যে পানির ছিটা অন্যত্র গিয়ে পড়ে।

(৪) অজুর সময় অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা।

(৫) বিনা ওযরে অন্যের সাহায্য নেওয়া।

অজু ভঙ্গের কারণসমূহ

নিম্ন বর্ণিত কারণে অজু ভঙ্গ হয়–

(১) পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে।

(২) পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো নাপাক বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে গেলে। যেমন- রক্ত, পূঁজ।

(৩) থুথু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পূঁজ খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখভরে বমি হলে

(৪) থুথুর সাথে রক্ত এলে এবং রক্তের পরিমাণ বেশি বা সমান হলে।

(৫) চিত হয়ে, কাত হয়ে অথবা ঠেস দিয়ে ঘুমালে।

(৭) বেহুঁশ হলে।

(৮) পাগল হলে।

(৯) নেশাগ্রস্ত হলে।

(১০) সালাতে অট্টহাসি দিলে।

যে সব কাজ করলে অজুর প্রয়োজন হয় না

নিম্ন বর্ণিত কাজে অজু করতে হয় না। যেমন–

(১) শরীরের বাহির থেকে নাপাক লাগলে তা ভালোভাবে ধুয়ে ফেললেই চলবে, তাতে অজু করার প্রয়োজন হয় না।

(২) অন্যের শরীরে নাপাক লাগলে তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলে তাকে পবিত্র করলে। অর্থাৎ এ অবস্থায় যিনি ধুয়ে দিলেন তার অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৩) যে সকল ইবাদতের জন্য অজু প্রয়োজন যেমন সালাত, কুরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি, অজু করার পর যদি এমন কোনো কাজ না করে থাকে তাহলে (এবং অজু নষ্ট না হলে) পুনরায় অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৪) অজু করার পর কোনো মহিলার সাথে কোনো পুরুষের দেখা হলে অজু নষ্ট হয় না।

(৫) অজু করার পর কোনো কারণে শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা ফরয তার কিছু অংশ যদি খুলে যায় বা অনাবৃত হয়ে যায় তাতে অজু করতে হবে না।

(৬) সালাতে তন্দ্রা বা ঝিমানি এলে অজু করতে হয় না।

(৭) জখম থেকে রক্ত বের হয়ে যদি গড়িয়ে না যায় (যখমের মধ্যেই থাকে) অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৮) মাথা মুণ্ডন করলে বা চুল কর্তন করলে অজুর প্রয়োজন হয় না।

(৯) কাশি-কফ বা থুথু বের হলে অজুর প্রয়োজন হয় না।

(১০) ঢেকুর উঠলে (এমন কি ঢেকুরের সাথে দুর্গন্ধ বের হলেও) অজুর প্রয়োজন হয় না।

(১১) নখ কাটলে অজু নষ্ট হয় না।

যে সব পানি দ্বারা অজু জায়েয

নদী, সমুদ্র, ঝর্ণা, বৃষ্টি, কূপ ও টিউবওয়েলের পানি সাধারণত পবিত্র। শিশির, বরফগলা পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয।

গাছের পাতা পড়ে বা অন্য কোনো কারণে যদি পানির তিনটি গুণ যথা : রং, স্বাদ ও গন্ধ এর কোনো একটি গুণ বিনষ্ট হয় এবং দুটি অবশিষ্ট থাকে তবে সে পানিও পবিত্র। এসব পানি দিয়েও অজু করা জায়েয।

অজুর পদ্ধতি ও বিবরণ

(১) পবিত্র ও উঁচু স্থানে বসে অজু করা মুস্তাহাব। এরূপ স্থানে বসে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে অজু শুরু করে নিম্নের দোআটি পড়বে–

بِسْمِ اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْإِسْلَامِ الْإِسْلَامُ حَقٌّ وَ الْكُفْرُ بَاطِلٌ . الْإِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ

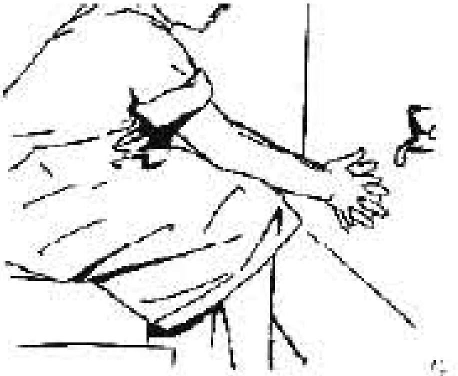

পবিত্র ও উঁচু স্থানে বসে অজু করা

(২) অতঃপর দু হাত কব্জিসহ ধৌত করে তিন বার কুলি করবে এবং ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করবে।

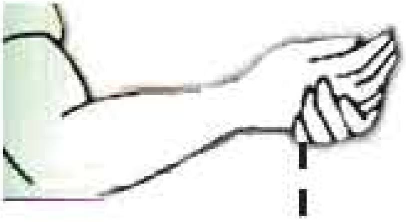

দু হাতের কব্জিসহ ধৌত করা।

ডান হাতে তিনবার অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে কুলি করা।

ডান হাতে নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে তা পরিষ্কার করা।

(৩) সমস্ত মুখমণ্ডল (মাথার চুল গজানোর স্থান থেকে থুতনির নিচ এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত) ধৌত করবে।

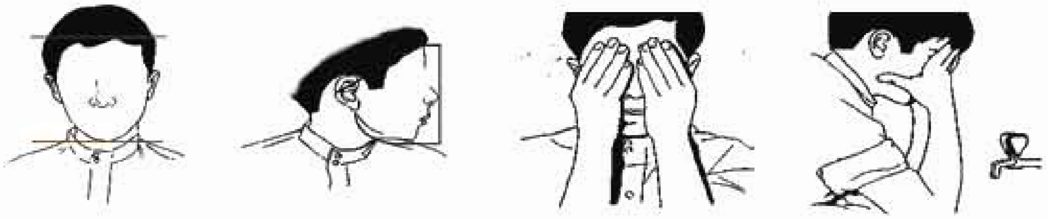

(৪) উভয় হাতের অগ্রভাগ থেকে কনুইসহ ধৌত করবে।

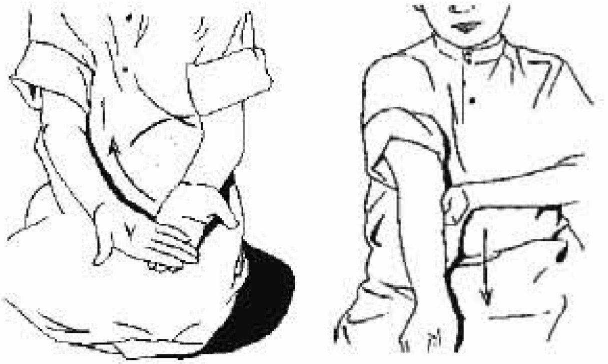

উভয় হাতের অগ্রভাগ থেকে কনুইসহ হাত ধৌত করা।

(৫) সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করবে।

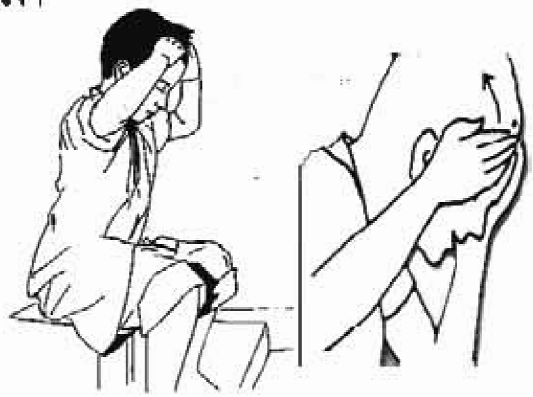

মাথা মাসেহ করা

(৬) উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করবে।

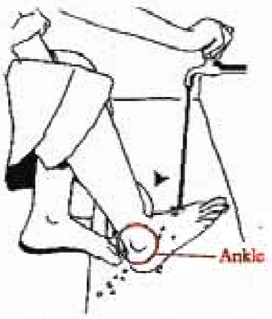

উভয় পায়ের টাখনুসহ ধৌত করা

(৭) অতঃপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করবে। কালেমায়ে শাহাদাত হলো–

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

(৮) সবশেষে নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করবে–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে তওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত কর এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলে শামিল কর।

ইসলামের দৃষ্টিতে অজু

ইসলামে অজুর গুরুত্ব অনেক। অজুর ফযিলত ও বরকত সম্পর্কে রসুলুলাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

যখন মুমিন বান্দা অজু করে ও তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারা হতে পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার সমস্ত চোখের গুনাহ বের হয়ে যায়। যখন সে হাত ধৌত করে তখন তার দুহাতের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। এরূপে যখন সে পা ধৌত করে তখন তার দুই পায়ের অর্জিত সমস্ত গুনাহ ঝরে যায়। ফলে অজুকারী গুনাহ হতে পাক সাফ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন অজুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নুরের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হতে থাকবে। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে অজু করে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলবে–

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ.

তার জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে যায়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। অজু অবস্থায় দোআ, তাসবিহ ও যিকির করা যায়। আমরা আল্লাহর কাছে তৌফিক কামনা করি, যাতে উত্তম পদ্ধতিতে অজু করে পবিত্রতা অর্জন করতে পারি। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে–

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ.

অর্থ পাক-সাফ থাকা ইমানের অঙ্গ।

আরো ইরশাদ হয়েছে–

تَبْلُغُ الْـحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ، حَيْثُ يَبْلُغُ الْوَضُوءُ

অর্থ: মুমিন বান্দার অজুর পানি যতদূর পৌঁছবে, ততটুকুই অলংকারযুক্ত করা হবে।

স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অজু

ইসলামের প্রতিটি বিধান বিজ্ঞানসম্মত। অজু দ্বারা শরীরের ঐ অংশ পরিষ্কার হয় যেখান দিয়ে শরীরে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে। অজু দেহে রোগ-ব্যাধি প্রবেশের রাস্তাসমূহের অতন্দ্র প্রহরী।

প্রথমে হাত ধুয়ে অপরিচ্ছন্ন ও জীবাণু (Germ) মিশ্রিত হাতকে পরিষ্কার করা হয়। যার ফলে চর্মরোগ (Skin diseases) ঘামাচি, চর্মের জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কুলি (Mouth wash)-এর মাধ্যমে দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা দুর্গন্ধযুক্ত (Septic) পদার্থ বের করে দন্ত ও মাড়ির ক্ষতি থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত রাখে। নিয়মিত অজুর মাধ্যমে মুখ ধোয়ার ফলে মুখ ফেটে যাওয়া, মুখে দাদ, ছেতো রোগ থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত রাখে। যে সব বিষাক্ত বস্তু ধোঁয়া, ধূলিকণা ইত্যাদির মাধ্যমে চেহারায় জমে যায় তার উত্তম চিকিৎসা হলো অজু। উত্তমরূপে চেহারা ধোঁয়ার মাধ্যমে চেহারার এলার্জি (Allergy of face) হ্রাস পায়। অজুর মাধ্যমে চোখের পাতা পড়ে যাওয়া, চোখে ছানি পড়া রোগ নিরাময় হয়।

অজু ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করে। পদ্ধতি মতো নিয়মিত অজু করলে অনেক রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বারবার অজু করার ফলে পায়ের ইনফেক্‌শন (Infection) হয় না। অজু নৈরাশ্য দূর করে। এক কথায় বলা যায় অজু মানুষের সুস্থতার জন্য মহৌষধ; যা মনকে সতেজ ও পবিত্র রাখে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অজুর ফরয কয়টি?

ক. তিন খ. চার
গ. পাঁচ ঘ. ছয়

২. নিচের কোনটি অজুর সুন্নত?

ক. মুখমণ্ডল ধৌত করা খ. উভয় হাত ধৌত করা
গ. উভয় পা ধৌত করা ঘ. মেসওয়াক করা

৩. পবিত্র ও উঁচু জায়গায় বসে অজু করার হুকুম কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব
গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৪. অজুর উপকারিতা হচ্ছে-

i. অজুকারীর সকল গুনাহ্ ঝরে যায়।
ii. অজুর অঙ্গ কিয়ামতে নুরানি হবে।
iii. ময়লা আবর্জনা দূর হয়ে যায়।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

আবদুস সালাম অজু করে মসজিদে গিয়ে আসরের সালাত আদায় করে। সালাত শেষে তার খেয়াল হয় অজুতে সে মাথা মাসেহ করেনি।

১. আবদুস সালাম অজুর কোন বিধান বর্জন করল?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. এমতাবস্থায় আবদুস সালামের করণীয় হচ্ছে –

i. পুনরায় অজু করা।

ii. পুনরায় সালাত আদায় করা।

iii. আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মহসিন ও সোলায়মান একত্রে সালাতের জন্য অজু করতে যায়। মহসিন অজু করতে গিয়ে গর্দান মাসেহ করেনি। এ দৃশ্য দেখে সোলায়মান বলল, এভাবে অজু করলে আপনার অজু ও সালাত কোনটিই আদায় হবে না।

ক. অজুর মুস্তাহাব কয়টি?

খ. অজুর প্রয়োজনীয়তা কী? বুঝিয়ে লিখ।

গ. মহসিনের অজু কেমন হয়েছে?

ঘ. এ পরিপ্রেক্ষিতে মহসিনের কী করণীয় হতে পারে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বর্ণনা কর।

২. কামাল সাহেব ইশার সালাত আদায় করতে মসজিদে যান। সালাতে দাঁড়ানোর পূর্বে তার বমি হয় এবং বমির সাথে রক্ত বের হয়। তিনি পুনরায় অযু না করে সালাত শেষ করেন। জামাল সাহেব এ কথা শুনে বলেন, আপনার সালাত হয় নি।

ক. অজু ভঙ্গের কারণ কয়টি?

খ. যে সকল পানি দ্বারা অজু জায়েয লিখ?

গ. কামাল সাহেবের কী করা উচিত ছিল? বর্ণনা কর।

ঘ. জামাল সাহেবের মন্তব্যটি কি সঠিক? দলিল দ্বারা প্রমাণ কর।

৩. আবদুর রশিদ দীর্ঘদিন ধরে দাঁতের ব্যথায় ভুগছিলেন। অতঃপর তাকে দন্ত চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে অজুর সময় নিয়মিত মিসওয়াক বা ব্রাশ করার জন্য উপদেশ দেন এবং বলেন, অজু দেহে রোগ-ব্যাধি প্রবেশের রাস্তাসমূহের অতন্দ্র প্রহরী।

ক. অজুর একটি সুন্নত লিখ।

খ. অজুর উপকারিতা কী? লিখ।

গ. দন্ত চিকিৎসকের উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'মুখ ও দাঁতের উত্তম চিকিৎসা হলো অযু' কথাটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

পানির বিধান

أَحْكَامُ الْمِيَاهِ

প্রথম পাঠ

পবিত্র পানির বৈশিষ্ট্য

পানি স্বভাবত পবিত্র। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا.

অর্থ : আর আমি আকাশ থেকে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি। (সুরা ফুরকান, ৪৮)

তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পানি নাপাক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা পবিত্র বলে গণ্য হবে।

দ্বিতীয় পাঠ

ঝুটা পানির বিধান

ঝুটা বা উচ্ছিষ্টের হুকুম চার প্রকার। যথা–

(১) পাক (২) মাকরুহ (৩) নাপাক ও (৪) মাশকুক।

(১) পাক ঝুটা বা উচ্ছিষ্ট :

এটি দু ভাগে বিভক্ত। যথা–

(ক) মানুষের ঝুটা পানি পাক। সে মুসলমান হোক কিংবা অমুসলমান, দীনদার হোক অথবা বদকার, নারী হোক বা পুরুষ। তবে মদ বা নেশা জাতীয় জিনিস খাওয়ার পরপরই পানি ঝুটা করলে তা নাপাক হবে। যার মুখ থেকে রক্ত বের হয় তার ঝুটাও নাপাক।

(খ) হালাল পশুর ঝুটা পাক। ভেড়া, ছাগল, গরু, মহিষ, ঘোড়া, হরিণ ইত্যাদি এবং হালাল পাখি যেমন- ময়না, তোতা, ঘুঘু, চড়ুই, কবুতর ইত্যাদির ঝুটা পাক। যে মুরগী বন্দী করে রাখা হয় তার ঝুটাও পাক।

(২) মাকরুহ ঝুটা :

বিড়ালের ঝুটা মাকরুহ। যে মুরগী খোলা থাকে এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে নাপাক জিনিস খায়, তার ঝুটা মাকরুহ। যে প্রাণী ঘরে থাকে, যেমন- ইঁদুর, টিকটিকি, এসবের ঝুটাও মাকরুহ।

(৩) নাপাক ঝুটা :

কুকুরের ঝুটা নাপাক। কুকুর কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা নাপাক হয়ে যায়। তা মাটির পাত্র হোক কিংবা তামা-কাসার পাত্র হোক, সবই তিনবার ধৌত করলে পাক হয়ে যায়, কিন্তু সাতবার ধোয়া ভালো। একবার মাটি দ্বারা ঘষে-মেজে ফেললে আরো ভাল। শূকর, বাঘ, চিতাবাঘ, বানর, শৃগাল ইত্যাদি হিংস্র জন্তু, হারাম পশু পানির পাত্রে মুখ দিলে পানি নাপাক হয়ে যায়। ঐ পানি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয হয় না।

(৪) মাশকুক ঝুটা :

গাধা ও খচ্চরের ঝুটা মাশকুক বা সন্দেহযুক্ত। তা দ্বারা অজু ও গোসল মাশকুক বা সন্দেহযুক্ত। এমন পানি দ্বারা অজু করার পর যদি ভালো পানি পাওয়া যায় আবার অজু করতে হবে।

তৃতীয় পাঠ

পানির প্রকারভেদ

পবিত্রতা অর্জনের দিক থেকে পানি পাঁচ প্রকার। যথা–

(১) পবিত্র পানি :

এমন পানি যা নিজে পাক ও অন্য বস্তুকেও পাক-পবিত্র করে এবং যার দ্বারা অজু গোসল করা মাকরুহ হয় না। তা মিঠা হোক বা লোনা হোক। যেমন : বৃষ্টি, নদী-সমুদ্র, পুকুর-নালা, ঝর্ণা-কূপ, টিউবওয়েল, শিশির ও বরফ গলা প্রভৃতির পানি।

(২) উচ্ছিষ্ট পানি :

এমন পানি যা নিজে পাক এবং অন্য বস্তুকেও পাক করে তবে তার দ্বারা অজু ও গোসল মাকরুহ। যেমন : বিড়াল বা এ জাতীয় কোন প্রাণী পানিতে মুখ লাগিয়েছে এমন উচ্ছিষ্ট পানি।

(৩) ব্যবহৃত পানি :

এমন পানি যা নিজে পাক তবে অন্য বস্তুকে পাক করে না, ঐ পানি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয নয়। যেমন–

(ক) ব্যবহৃত পানি অর্থাৎ যা হাদাস (নাপাকি) দূর করার জন্য বা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ ও সওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) যে পানি গাছ বা ফল ফলাদি থেকে বের হয়, যেমন : আখের রস, ফলের রস, ডাবের পানি ইত্যাদি দ্বারা অজু ও গোসল জায়েয নেই। কারণ, এগুলোর ক্ষেত্রে পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে পরিবর্তন এসে যায় ।

(৪) নাপাক পানি :

আবদ্ধ পানিতে নাপাকি পড়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলো যে পানির রং গন্ধ ও স্বাদ বদলে দিল, অথবা অনেক পানি কিন্তু নাপাকি পড়ার কারণে সবদিকের পানির মৌলিক বৈশিষ্ট্য তথা রং, গন্ধ ও স্বাদ বদলে গেছে, এমন পানি দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয হবে না এবং তা দিয়ে কোন নাপাক বস্তু পাক করা যাবে না।

(৫) সন্দেহযুক্ত পানি :

এমন পানি যা দিয়ে অজু ও গোসল জায়েয হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ থাকে। যেমনঃ যে পানিতে গাধা বা খচ্চর মুখ দিয়েছে, সে পানির হুকুম এই যে, এ পানি দিয়ে অজু করার পর যদি ভাল পানি পাওয়া যায়, তাহলে পুনরায় অজু করতে হবে, না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করতে হবে।

চতুর্থ পাঠ

যমযমের পানি ব্যবহারের আদব

হযরত ইবরাহিম (ﷺ)-এর সন্তান হযরত ইসমাইল (ﷺ)-এর পায়ের গোড়ালির নিচ দিয়ে যে পানির ঝরণা প্রবাহিত হয়ে আজও লক্ষ লক্ষ হাজি ও মক্কাবাসির তৃষ্ণা নিবারণ করছে তা যমযম পানি হিসেবে অভিহিত।

কাবা ঘরের কয়েক গজ দূরেই এই যমযম কূপ অবস্থিত। পৃথিবীর অন্য সকল পানির চেয়ে এ পানি গুণে-মানে খাদ্যপ্রাণ হিসেবে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও উপকারী। আল্লাহ প্রদত্ত এ নেয়ামতকে সম্মান জানিয়ে কেবলামুখি হয়ে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে এ পানি পান করতে হয়। দুনিয়ার অন্য সব পানি বসে বসে পান করা সুন্নত। অজুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা সুন্নত। আল্লাহর এ নিদর্শনের সম্মানে দাঁড়িয়ে পান করাই হলো আদব।

প্রিয়নবি (ﷺ) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন। যেমন হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعَا بِشَرَابٍ قَالَ فَأَتَيْتُهُ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবি করিম (ﷺ)-এর কাছে এক ডোল (বালতি) যমযম পানি আনা হলে তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেন।

(সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

পঞ্চম পাঠ

স্বাস্থ্যসম্মত পানি ব্যবহার

পানির অপর নাম জীবন। পানি ছাড়া প্রাণী বাঁচতে পারে না স্বাস্থ্যসম্মত পানি ব্যবহার না করলে ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। মহানবি (ﷺ) বলেন– ধীরে ধীরে পানি পান কর, ঢক ঢক করে পান করো না। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন : প্রিয়নবি (ﷺ) তিন শ্বাসে পানি পান করতেন।

(মিশকাত, ৩৭০)

বড় বড় শ্বাসে করে ঘটঘট করে পানি পান করলে শ্বাস নালিতে ঢুকে শ্বাস-প্রশ্বাসে বিঘ্ন ঘটিয়ে ভীষণ বিপদ ডেকে আনতে পারে। পানি পান করার পূর্বে তা ভালভাবে দেখে নিতে হবে। কোনো দোষণীয় বস্তু, পোকা-মাকড় বা আর্সেনিক ইত্যাদি আছে কী-না তা পান করার পূর্বে দেখে নেওয়া সুন্নত।

বসে বসে পানি পান করা সুন্নত। দাঁড়িয়ে পানি পান করলে পাকস্থলী ও যকৃতে এমন মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হতে পারে যা নিরাময় করা কঠিন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পান করা বৈধ। ডান হাতে পানি, চা, শরবতসহ সকল পানীয় পান করা সুন্নত। স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে পানি পান করা হারাম। পুরুষ স্বর্ণের চেইন পরাও একইভাবে হারাম। তবে স্বর্ণের চেইন মহিলাদের জন্য বৈধ।

প্রিয়নবি (ﷺ) সব সময় মিঠা ও ঠাণ্ডা পানি পান করতেন এবং তিনি অধিক গরম পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। রসুল (ﷺ)-এর সুন্নত মোতাবেক পানি পান করলে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

ষষ্ঠ পাঠ

অতিরিক্ত পানি ব্যবহারের পরিণাম

প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা, পানির অপচয় করা সম্পূর্ণ গুনাহর কাজ। মাত্রাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা আল্লাহর নেআমতের অকৃতজ্ঞতার শামিল, যা শয়তানের ভাইয়ের কাজ হিসেবে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন।

শরীরের চাহিদা থেকে অতিরিক্ত পানি পান করলে অকিমা (Ockema) নামক মারাত্মক পানি-রোগ হতে পারে। পানি অপচয় করলে সে প্রতি ফোঁটা পানির জন্য আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঝুটা বা উচ্ছিষ্টের হুকুম কত প্রকার?

ক. চার খ .পাঁচ
গ. ছয় ঘ. সাত

২. বিড়ালের ঝুটার হুকুম কী?

ক. হালাল খ. হারাম
গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৩. পবিত্রতা অর্জনের দিক থেকে পানি কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন
গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. যমযমের পানি পান করতে হয়–

i. দাঁড়িয়ে
ii. অজু করে
iii. কিবলামুখি হয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i ও iii

জাহিদ সালাত আদায়ের জন্য পানি এনে রাখার পর বিড়াল তাতে মুখ লাগায়। সে ঐ পানি দিয়ে অজু করে।

৫. জাহিদের অজুর হুকুম কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ গ. মুবাহ

৬. এ ক্ষেত্রে জাহিদের করণীয় ছিল–

i. পানি ফেলে দেওয়া

ii. নতুন পানি দিয়ে অজু করা

iii. সাথে অন্য পানি মিশিয়ে নেয়া

নিচের কোনটি সঠিক:

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। হাজি আবদুর রশিদ হজ থেকে আসার পর তার বোন রহিমাকে যমযমের পানি পান করতে দেয়। সে ঐ পানি বসে বসে পান করে। হাজি সাহেব তাকে বললেন, যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হয় এবং এই পানির সাথে হযরত ইসমাইল (আ.) এর স্মৃতি বিজড়িত।

ক. পানির অপর নাম কী?

খ. পানির অপচয় করা বলতে কী বোঝ?

গ. রহিমার কাজটি কেমন হয়েছে? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাজি আবদুর রশিদের দ্বিতীয় বক্তব্যটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২। সাইফুল অজুর জন্য এক জগ পানি রেখেছে। কিন্তু তাতে কুকুর এসে মুখ দেয়। সে এ পানি দিয়ে অজু করে। অতঃপর তার বন্ধু নাজমুল তাকে বলল, এবার তুমি তায়াম্মুম কর। তাহলেই সালাত আদায় করতে পারবে।

ক. মানুষের ঝুটা পানির হুকুম কী?

খ. মাকরুহ পানি বলতে কী বুঝ? লেখ।

গ. সাইফুলের অজু কেমন হয়েছে? ইসলামি শরিয়তের আলোকে বর্ণনা কর।

ঘ. নাজমুলের বক্তব্যটি সঠিক কী-না? ইলমে ফিকহের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

সালাত

اَلصَّلَاةُ

প্রথম পাঠ

আযান (اَلْأَذَانُ)

আযানের পরিচয়

اَلْأَذَانُ (আযান) শব্দের অর্থ ডাকা, আহবান করা, অবহিত করা ও ঘোষণা দেওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায় জামাতে সালাত আদায় করার লক্ষ্যে আশপাশের মানুষকে একত্রিত করার জন্য আরবি নির্দিষ্ট শব্দ ও বাক্যের মাধ্যমে উচ্চকণ্ঠে ডাক দেওয়া ও ঘোষণা করাকেই 'আযান' বলা হয়। যিনি আযান দেন, তাকে মুয়াজ্জিন বা আহ্বানকারী বলা হয়। (আল মুখতাসারুল কুদুরি)

আযানের ফযিলত

আযানের ফযিলত অনেক। এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি সওয়াবের নিয়তে অব্যাহতভাবে সাত বছর আযান দেবে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেওয়া হবে। (মিশকাত, হাদিস নং ৬৫)

আযানের বাক্যসমূহ

ক্রমিক নং	আযানের বাক্যসমূহ	বাক্যসমূহের অর্থ	উচ্চারণ করতে হবে
১	اَللهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ মহান।	৪ বার
২	اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।	২ বার
৩	اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ	আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসুল।	২ বার

ক্রমিক নং	আযানের বাক্যসমূহ	বাক্যসমূহের অর্থ	উচ্চারণ করতে হবে
৪	حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ	এসো সালাতের দিকে।	২ বার
৫	حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ	এসো কল্যাণের দিকে।	২ বার
৬	اَللّٰهُ أَكْبَرُ	আল্লাহ মহান।	২ বার
৭	لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ	আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।	১ বার

আযানের মধ্যে এভাবেই ৭টি বাক্য ১৫ বার উচ্চারণ করতে হয়। ফযরের নামাজের আযানে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ -এর পরে দুইবার اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ (ঘুম থেকে নামাজ উত্তম) বলতে হবে।

আযানের জবাব

আযানের বাক্যসমূহ শুনে জবাব দেওয়া ওয়াজিব। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَـيَّ

অর্থ : যখন তোমরা আযান শুনবে হুবহু মুয়াজ্জিনের উচ্চারিত বাক্যসমূহ বলবে। অতঃপর আমার উপর দরুদ পাঠ করবে (মুসলিম শরিফ)।

শুধু حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ-এর জবাবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ বলতে হবে।
(সহিহ মুসলিম)

আযানের জবাবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলার সময় চোখে চুমু খাওয়া অর্থাৎ দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ে চুমু খেয়ে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা দুই চোখ মাসেহ করা মুস্তাহসান বা উত্তম কাজ।

হযরত আবু বকর (رضي الله عنه) রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুহাব্বাতে এ আমলটি করতেন। তবে এ কাজটি করতেই হবে এমন মনে না করে যদি কেউ মহব্বতে করে, তাতে ফায়দা আছে।

আযানদাতা যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ প্রথম বার উচ্চারণ করবে, তখন শ্রোতা বলবে–

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

পুনরায় আযানদাতা اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ বললে, শ্রোতা বলবে–

قُرَّةُ عَيْنِيْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ

অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের নখপৃষ্ঠ দ্বারা চক্ষুদ্বয়ের পাতার উপর মাসেহ করতে করতে বলবে–

اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِالسَّمْعِ وَ الْبَصَرِ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি উপভোগ করতে দাও।

(তাফসিরে রূহুল বয়ান, ফতোয়ায়ে শামী, হাশিয়ায়ে জালালাইন)।

আযানের পর দোআ পাঠ

আযান শেষ হলে প্রথমে মহানবি (ﷺ) এর প্রতি যে কোনো দরুদ শরিফ পাঠ করবে, এরপর হাত উঠিয়ে বিনয়ের সাথে নিম্নে লিখিত দোআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ اَلَّذِي وَعَدْتَّهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ.

অর্থ : হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান ও এ সালাতের আপনিই প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) কে দান করুন সর্বোচ্চ সম্মানিত স্থান, সুমহান মর্যাদা এবং বেহেশতের শ্রেষ্ঠতম প্রশংসিত স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। কিয়ামত দিবসে আমাদেরকে তাঁর শাফাআত নসিব করুন। নিশ্চয়ই আপনি ভঙ্গ করেন না অঙ্গীকার।

(উমদাতুলকারী, আইনী- ৩/১২৪, আসিয়াতুল লুময়াত- ১/১৯৩, ছগিরি ১৯৮, তিবরানি, মু'জামুল আওসাত ৪/৯৮, মু'জামুল কবির ১২/৬০)।

হযরত জাবির (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি আযান শুনে তার জওয়াব দিবে। অতঃপর দরুদ শরিফ পাঠান্তে উল্লিখিত দোআ পাঠ করবে, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার শাফাআাত ওয়াজিব হবে। (সহিহ বুখারি)

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, দোআর আদব হাত উঠিয়ে দোআ করা। নির্ধারিত কয়েকটি স্থান যেমন : পায়খানা-প্রস্রাবের সময়ের দোআ ইত্যাদি ব্যতীত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আল্লাহর হাবিব (ﷺ) হাত উঠিয়ে দোআ করেছেন। দুনিয়ার যে কোনো বস্তু পাওয়া বা সমস্যা সমাধানের জন্য হাত উঠিয়ে দোআ করা উত্তম।

অনুরূপ আযানের পর মুনাজাতে হাত উঠিয়ে দোআ করাও উত্তম। এর উদ্দেশ্য প্রিয়নবি (ﷺ)-এর প্রতি আদব ও তা'যিম প্রদর্শন।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অজুবিহীন অবস্থায় আযান দেওয়া কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

২। আযানের মধ্যে কয়টি বাক্য উচ্চারণ করতে হয়?

ক. ৬ টি খ. ৭ টি

গ. ৮ টি ঘ. ৯ টি

৩। কিয়ামতের দিন কার ঘাড় সবচাইতে উঁচু হবে?

ক. মুহাদ্দেস খ. মুফাসসের

গ. মুয়াজ্জিন ঘ. মুবাল্লেগ

৪। আযান শ্রবণকারীর কাজ হচ্ছে-

i. আযানের সময় চুপ থাকা

ii. আযানের জওয়াব দেওয়া

iii. আযানের পরে দোআ পাঠ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

২০২১

আবদুস সাত্তার ও আবদুল জাব্বার আলাপচারিতায় মত্ত। এমন সময় মুয়াজ্জিন সালাতের আযান দিতে শুরু করে, কিন্তু তারা তাদের আলোচনা চালিয়েই গেল।

৫। আবদুস সাত্তার ও আবদুল জাব্বার শরিয়তের কেমন বিধান লঙ্ঘন করেছেন?

ক. ফরয   খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত   ঘ. মুস্তাহাব

৬। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল–

i. আলাপ আলোচনা বন্ধ করা

ii. আযানের জবাব দেওয়া

iii. সেখান থেকে চলে আসা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. i ও ii   ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আবদুর রহমান একজন মুয়াজ্জিন। একদা তিনি মসজিদে আসরের আযান দেন। আযানে اللهُ أَكْبَرُ শুধুমাত্র দুই বার উচ্চারণ করেন। আযান শেষে আজাদ সাহেব তাকে বললেন, আপনার আযানে ভুল হয়েছে আবদুর রহমান বললেন, এতে অসুবিধা নেই। আযান দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো সালাতের জন্য আহবান করা।

ক. আযানের মধ্যে কয়টি বাক্য উচ্চারণ করতে হয়?

খ. আযানের জবাব দেওয়ার গুরুত্ব কী? লিখ।

গ. আবদুর রহমানের আযান কি হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আবদুর রহমানের উক্তিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পাঠ

সালাতের আহকাম

أَحْكَامُ الصَّلَاةِ

সালাতের পরিচয় ও ফযিলত

সালাত (اَلصَّلَاةُ) আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দোআ, রহমত, ইসতিগফার, তাসবিহ ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় সালাত বলতে বোঝায়–

هِيَ عِبَادَةٌ ذَاتُ اَقْوَالٍ وَ اَفْعَالٍ مَخْصُوْصَةٍ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيْرِ وَمُخْتَتِمَةٌ بِالتَّسْلِيْمِ.

অর্থ : সালাত এমন কিছু সুনির্ধারিত কথা ও কাজবিশিষ্ট ইবাদত, যা তাকবিরের মাধ্যমে শুরু হয় এবং সালামের মাধ্যমে শেষ হয়।

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ সালাত। ফার্সি ভাষায় যাকে নামাজ বলা হয়। ইমান ছাড়া অন্য চারটি রুকনের মধ্যে এটা সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত। সালাতকে عِمَادُ الدِّيْنِ বা দীনের খুঁটি বলা হয়েছে। খুঁটি ছাড়া যেমন ঘর হয় না তদ্রূপ সালাত ছাড়াও দীন পরিপূর্ণ হয় না। সালাত যে ফরয তা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। বালিগ পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই তা অবশ্য পালনীয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَاَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَ اٰتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ.

অর্থ : তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।

(সুরা আল বাকারা, ৪৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا.

অর্থ : নিশ্চয়ই নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়েম করা মুমিনের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

(সুরা আন নিসা, ১০৩)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَ صُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَحُجُّوا بَيْتَكُمْ وَاَدُّوا زَكَاتَكُمْ طَيِّبَةً بِهَا اَنْفُسَكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ .

অর্থ : তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রমযানে সাওম পালন করবে, তোমাদের রবের ঘরের উদ্দেশ্যে হজ আদায় করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় করবে; তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে দাখিল হতে সক্ষম হবে। (মুসনাদে আহমাদ, ২২৯২০)

হযরত ওমর ফারুক (ﷺ) তার প্রশাসকদের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন যে, 'আমার মতে তোমাদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আমল হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাত হেফাজত করলো এবং যথাসময় সালাত আদায় করলো সে তার দ্বীনের হেফাযত করলো। আর যে ব্যক্তি তা বরবাদ করলো সে সালাত ছাড়া অন্য আমলকেও চরমভাবে বরবাদ করে দিলো।' (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

সালাত ইমানকে মযবুত করে। সালাত মানুষের দেহ, মন-মানসিকতাকে সকল প্রকার পাপ ও অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَ الْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (সুরা আনকাবুত, ৪৫)

আল্লাহর রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذٰلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ " قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: «فَذٰلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الخَطَايَا

অর্থ : তোমাদের কি মত! যদি কারো ঘরের দরজায় কোনো নদী থাকে এবং তাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে নিয়মিত গোসল করে, তবে এ গোসলসমূহ তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে দেবে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন- না তার দেহে কোনো ময়লাই থাকতে দেবে না। তখন নবি করিম (ﷺ) বললেন- পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের দৃষ্টান্তও ঠিক এইরূপ। আল্লাহ্ এ সকল সালাতের মাধ্যমে যাবতীয় গুনাহ দূর করে দেবেন। (সহিহ বুখারি)

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময় সালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। তা হলো–

(১) সূর্যোদয়ের সময়।

(২) ঠিক দুপুরের সময় ও

(৩) সূর্যাস্তের সময়।

হযরত উকবা ইবন আমের (ﷺ) বর্ণিত হাদিসে আছে, তিনি বলেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) আমাদেরকে নির্ধারিত তিনটি সময়ে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তা হলো–

(১) সূর্যোদয়ের সময় যতক্ষণ না সূর্য উপরে উঠবে (প্রায় ২৩ মিনিট)।

(২) সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ে এমন সময় যতক্ষণ না পুরো ঢলে পড়ে (ঠিক দুপুরকালে) এবং

(৩) সূর্য অস্ত যাবার সময়।

এ তিন সময়ে সবধরনের সালাত এবং তেলাওয়াতে সিজদা নিষিদ্ধ।

সালাতের মাকরুহ্ সময়সমূহ :

(১) সূর্যের রং পরিবর্তন হয়ে গেলে আসরের সালাত আদায় করা।

(২) মাগরিব সালাতের ওয়াক্ত শুরু হলে গড়িমসি করে সালাত আদায়ে দেরি করা।

(৩) এশার মাকরুহ সময় হলো মধ্যরাতের পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। তবে বিতরের সালাত ইশার পর হতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত আদায় করা যায়। এর কোনো মাকরুহ ওয়াক্ত নেই।

(৪) দীনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে যদি সালাতের মাকরুহ ওয়াক্ত এসে যায়, তবে তা মাকরুহ হিসেবে গণ্য হবে না। যেমন, কুরআন মাজিদের তাফসির, দরসে হাদিস ও ফিকহের মাসায়েল আলোচনা ইত্যাদি। তবে সকলের উচিত সকল মাহফিল ও দরসের প্রোগ্রামে যথাসময়ে সালাত আদায় করা।

যে সকল সময়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব সময়ে কুরআন তেলাওয়াত, দরুদ শরিফ, ইস্তিগফার, যিকির-আযকার করা মাকরুহ নয়। জুমুআ, ইদ, কুসুফ, ইসতিসকা ও হজের খুতবা দিতে যখন ইমাম দাঁড়ান, তখন নফল সালাত আদায় করাও মাকরুহ। ইদের দিন ইদগাহে নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ।

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নিয়ত

সালাতে নিয়ত করা ফরয। নিয়ত অর্থ মনের সংকল্প। অজু করে কোনো ওয়াক্তের সালাত আদায় করবো। তা মনে মনে সঠিকভাবে খেয়াল করলেই নিয়ত হয়ে যায়। আরবি নিয়ত করা শর্ত নয়। তবে, যদি কেউ শুদ্ধ উচ্চারণে আরবি নিয়ত করতে পারে তা উত্তম।

ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ফজরের দুই রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰـى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ফজরের দুই রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

যোহরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, যোহরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

যোহরের চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, যোহরের চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الظُّهْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, যোহরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জুমুআর প্রথম চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত:

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, জুমুআর পূর্বের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জুমুআর ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِيْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَاءِ رَكْعَتَيْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, যোহরের ফরযের দায়িত্ব রহিত করে, জুমুআর দুই রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জুমুআর পরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, জুমুআর পরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

জুমুআর পরের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتِـىْ صَلَاةِ وَقْتِ السُّنَّةِ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ اَلْكَعْبَةِ اَلشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, জুমুআর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, আসরের চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

আসরের চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, আসরের চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের তিন রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, মাগরিবের তিন রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ইশার চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইশার চার রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ইশার চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَرْضُ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইশার চার রাকাত ফরয সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ইশার দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইশার দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

বিতরের তিন রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثَ رَكْعَاتِ صَلَاةِ الْوِتْرِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, বিতরের তিন রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

তারাবিহ্ সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلَاةِ التَّرَاوِيْحِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, তারাবিহ-এর দুই রাকাত সুন্নত সালাতের নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ইদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلَاةِ عِيْدِ الْفِطْرِ مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইদুল ফিতরের দুই রাকাত ওয়াজিব সালাত ছয় তাকবিরের সহিত আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

ইদুল আযহার দুই রাকাত ওয়াজিব সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلَاةِ عِيْدِ ا لْاَضْحٰى مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتِ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, ইদুল আযহার দুই রাকাত ওয়াজিব সালাত ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

নফল সালাতের নিয়ত :

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّـيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَـىْ صَلَاةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

অর্থ : আমি আল্লাহর জন্য, কাবা শরিফের দিকে মুখ করে, দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করার নিয়ত করলাম। আল্লাহু আকবার।

যখন ইমামের সঙ্গে জামাআতের সাথে সালাত আদায় করবে, তখন সব জায়গায় ‘মুতাওয়াজ্‌জিহান’ (مُتَوَجِّهًا)-এর পূর্বে اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ (এই ইমামের পিছনে ইক্তেদা করলাম) বাক্যটি বাড়িয়ে বলবে।

কেউ কেউ আরবি নিয়ত মুখস্থ করতে পারে না বলে সালাতই পড়ে না। এটা বড়ই ভুল কথা।

সালাত আদায়ের নিয়ম

সব কাজের একটি নিয়ম আছে। নিয়ম অনুযায়ী কাজ করলে সুফল পাওয়া যায়। সালাত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যা মহানবি (ﷺ) আমাদেরকে বাস্তব আমল দ্বারা শিখিয়েছেন। কোনো প্রকার ভুল হলে সালাতের ক্ষতি হয়, গুনাহ হয়। ভুল সালাত মহান আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না। দুই, তিন, চার রাকাতবিশিষ্ট সালাত আদায় করতে নিয়মের কিছুটা তারতম্য রয়েছে।

দুই রাকাতবিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

সালাত আদায়ের ইচ্ছা করলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে সালাতের শর্তগুলোর কোনোটা যেন বাদ না পড়ে। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত কাজগুলো করবে−

(১) পাক পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে মহান আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে আমি মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

(২) কিবলামুখি হয়ে নিয়ত করে দুই হাত কানের লতি পর্যন্ত তুলে আল্লাহু আকবার বলে নাভির নিচে হাত বাঁধবে।

(৩) স্ত্রীলোক হাত বাঁধবে বুকের উপর। নিয়ত করতে হবে, নিয়ত মনে মনে হলেই চলবে তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম।

(৪) এর পর সানা পড়বে। সানা হলো–

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

(৫) এরপর اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়বে।

(৬) এরপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে।

(৭) তারপর سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ পড়বে।

(৮) সুরা ফাতিহা পড়া শেষে মনে মনে ইমাম ও মুক্তাদি সকলেই اٰمِيْنَ বলবে।

(৯) এরপর অন্য কোনো সুরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়বে।

(১০) তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে রুকু করবে।

(১১) রুকুতে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ বলবে।

(১২) তারপর سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

(১৩) দাঁড়ানো অবস্থায় رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

(১৪) তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে সেজদাহ করবে।

(১৫) সেজদায় কমপক্ষে তিনবার سَبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى বলবে।

(১৬) তারপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে সোজা হয়ে বসবে।

(১৭) এরপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে দ্বিতীয়বার সেজদা করবে।

(১৮) এরপর কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى বলবে।

(১৯) এরপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

এভাবে প্রথম রাকাত শেষ হবে।

এখন দ্বিতীয় রাকাত শুরু হলো−

(১) প্রথমে بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে।

(২) তারপর سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ পড়বে।

(৩) তারপর পূর্বের মত সুরা মিলাবে।

(৪) তারপর প্রথম রাকাতের মত রুকু সেজদা করবে।

(৫) দুই সেজদার পর সোজা হয়ে বসবে।

(৬) তাশাহহুদ পড়বে।

(৭) দরুদ শরিফ পড়বে।

(৮) দোআ মাসুরা পড়বে।

(৯) ডানে বামে মুখ ফিরিয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ বলবে।

এভাবে দুই রাকাতবিশিষ্ট সালাত শেষ হবে।

তিন রাকাতবিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকাতবিশিষ্ট ফরয সালাতে

(১) দ্বিতীয় রাকাতের পর শুধু তাশাহহুদ (আততাহিয়্যাতু থেকে আব্দুহু ওয়া রাসুলুহু পর্যন্ত) পড়বে।

(২) তারপর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

(৩) তারপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে।

(৪) তারপর سُوْرَةُ الْفَاتِحَةِ পড়বে। (অন্য কোন সুরা পড়বে না।)

(৫) এরপর পূর্বের মত রুকু সেজদা করবে।

(৬) সেজদার পর সোজা হয়ে বসে তাশাহহুদ, দরুদ শরিফ ও দোআ মাসুরা পড়বে।

(৭) তারপর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

চার রাকাতবিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকাতবিশিষ্ট ফরয সালাতে

(১) দ্বিতীয় রাকাতের পর শুধু তাশাহহুদ পড়বে।

(২) পরে তৃতীয় রাকাতের জন্য তাকবির বলে উঠে দাঁড়াবে।

(৩) এরপর بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়বে।

(৪) সুরা ফাতিহা পড়বে।

(৫) তারপর রুকু সেজদা করে চতুর্থ রাকাতের জন্য উঠে দাঁড়াবে।

(৬) চতুর্থ রাকাতে তৃতীয় রাকাতের মত শুধু সুরা ফাতিহা পড়ে রুকু সেজদা করবে।

(৭) সেজদার পর বসে তাশাহুদ, দুরূদ শরিফ ও দোআ মাসুরা পড়বে।

(৮) তারপর ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করবে।

সালাত ওয়াজিব সুন্নত বা নফল হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাতে সুরা ফাতিহার সাথে কুরআন মাজিদের কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত তেলাওয়াত করবে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত নিয়ম ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য। ইমামের পেছনে একতেদা করলে দাঁড়ানো অবস্থায় শুধু সানা পড়ে নীরব থাকতে হবে।

সালাত আদায়ের নিয়মাবলি চিত্রাকারে নিম্নে প্রদত্ত হলো :

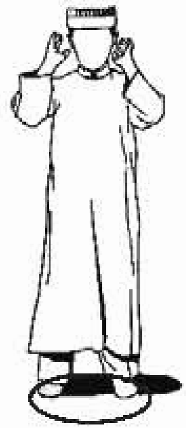

সালাতে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যেন উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী এবং গোড়ালি এক সমান ফাঁক থাকে। ছবিতে দুইটি পা এমনভাবে রাখা হয়েছে উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্যে যেমন ৪ আঙ্গুল ফাঁক রয়েছে তেমনি গোড়ালির দিকেও ৪ আঙ্গুল ফাঁক রয়েছে।

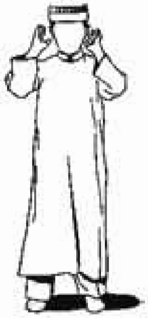

চিত্র অনুযায়ী এভাবে হাত কান বরাবর আঙুলগুলো খোলা রেখে কিবলামুখি করে হাত উঠিয়ে তাকবির তাহরিমা বলে কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধা আঙুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি বাঁধবে।

রুকুর চিত্র

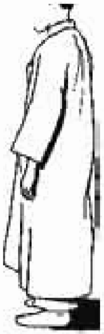

রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চিত্র

চিত্র অনুযায়ী আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে, দুই হাত হাটুর উপর রাখবে যেন গিরার উপর ভর পড়ে। আঙুলগুলো খোলা থাকবে। পিঠ এমনভাবে সোজা রাখবে যেন পানির পেয়ালা পিঠের উপর রাখলে স্থির থাকে, ঘাড়ও ঠিক এক বরাবর থাকে। রুকুর তাসবিহ পড়বে।

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ (সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্) বলে চিত্র অনুযায়ী একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। দাঁড়ানোর পর رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ (রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ) বলবে এবং সেজদার দিকে নজর রাখবে।

সিজদার চিত্র

সালাতের আহকাম

সালাতের আহকাম নিম্নরূপ–

সালাত শুরুর পূর্বে ৭টি ফরয কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তা হলো–

(১) শরীর পাক করা।

(২) কাপড় পাক করা।

(৩) সালাতের স্থান পাক হওয়া।

(৪) সতর আবৃত রাখা।

(৫) কেবলামুখি হয়ে দাঁড়ানো।

(৬) নিয়ত করা।

(৭) ওয়াক্তমতো সালাত আদায় করা।

সালাতের আরকান

সালাতের আরকান নিম্নরূপ–

সালাতের ভেতরের ৬টি ফরয রয়েছে। তা হলো–

(১) তাকবিরে তাহরিমা বলা।

(২) কিয়াম করা।

(৩) কিরাত পড়া।

(৪) রুকু করা।

(৫) সেজদা করা।

(৬) শেষ বৈঠক ।

সালাতে যেসব কাজ মাকরুহ

(১) সালাতে আকাশের দিকে তাকানো।

(২) পেশাব-পায়খানার বেগ নিয়ে সালাত পড়া।

(৩) খাওয়া সামনে নিয়ে সালাত পড়া।

(৪) সেজদায় দুই হাতের কনুই বিছিয়ে দেওয়া।

(৫) এমন কিছুর দিকে মুখ করে সালাত পড়া, যার দ্বারা মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে।

(৬) কাপড়, রুমাল ইত্যাদি গলায় ঝুলিয়ে সালাত পড়া।

(৭) ঘুমের চাপ নিয়ে সালাত পড়া।

(৮) সালাতের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ।

(৯) কোনো সুরাকে বিশেষভাবে কোনো সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা।

(১০) সালাতের মধ্যে আঙ্গুল মটকানো অথবা এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মাঝে প্রবেশ করানো।

(১১) ঘন ঘন বা তাড়াতাড়ি সেজদা করা।

সালাত আদায় না করার পরিণাম

নারী-পুরুষ সকলের জন্য সালাত অলঙ্ঘনীয় ফরয। শরিয়তসম্মত ওযর ছাড়া সালাত তরক করা জায়েয নেই। সালাতের ফরয হওয়াকে অস্বীকার করলে কাফির বলে গণ্য হবে।

(আলমগিরি, ১/৫০)

সালাত আদায় করা ইমানদার ও মুসলমান হওয়ার বড় প্রমাণ। রসুলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَ الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

অর্থ : আল্লাহর বান্দা, কুফর এবং শিরকের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে সালাত তরক করা। (সহিহ মুসলিম)

সালাত তরককারী কিয়ামতের দিন চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ.

অর্থ : স্মরণ করুন সেই চরম সংকটের দিনের কথা, যে দিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সেজদা করার জন্য; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। অথচ যখন তারা দুনিয়াতে নিরাপদ ছিলো তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিলো সেজদা করতে। (সুরা কালাম, ৪২–৪৩)

ইচ্ছাপূর্বক ফরয সালাত ত্যাগ করা সামান্য ও নগণ্য গুনাহ নয়। এটা জঘন্য কাজ যা আল্লাহর বিরোধিতামূলক একটা অতিবড় অপরাধ।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন–

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

অর্থ : একদিন রসুলুল্লাহ (ﷺ) সালাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন- যে লোক সালাত সঠিকভাবে ও যথাযথ নিয়মে আদায় করতে থাকবে তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি নুর, অকাট্য দলিল এবং পূর্ণ নাজাত অবধারিত হবে। আর যে লোক সালাত সঠিকভাবে আদায় করবে না তার জন্য নুর, অকাট্য দলিল এবং মুক্তি কিছুই হবে না। বরং কিয়ামতের দিন তার পরিণতি হবে কারুন, ফেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের মতো। (মুসনাদে আহমাদ)

যার উপর সালাত ফরয হয়

সালাত ফরয হওয়ার শর্ত পাঁচটি। যথা–

(১) মুসলমান হওয়া

(২) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া

ছেলে-মেয়েদের সাত বছর বয়স হলে তাদেরকে সালাতে অভ্যস্ত করে তোলা পিতামাতার ওপর ওয়াজিব। দশ বছর বয়সে যদি ছেলে-মেয়ে সালাত আদায় না করে প্রথমে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। যদি তাতেও কোনো পরিবর্তন না হয়, তবে কঠোরতা অবলম্বন করে হলেও সালাত পড়াতে হবে।

(৩) বুদ্ধিমান হওয়া

(৪) মহিলাদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র হওয়া

(৫) সালাতের ওয়াক্ত হওয়া।

কাফির মুসলমান হলে, নাবালেগ বালেগ হলে, পাগল সুস্থ হলে এবং মহিলারা অপবিত্রতা থেকে মুদ্দতপূর্ণ হয়ে পবিত্র হওয়ার পর কোন সালাতের তাকবিরে তাহরিমা বাঁধতে পারে এতটুকু সময় বাকী থাকলে সে ওয়াক্তের সালাত আদায় করা তাদের উপর ফরয। রুগ্ন, খোঁড়া, আতুর, বোবা, বধির যে যে অবস্থায়ই আছে তাকে সে অবস্থায়ই সালাত আদায় করতে হবে।

বালক-বালিকার সালাত

অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ও বালিকার উপর সালাত ফরয নয়। তবে তাদেরকে এ ফরয আদায়ে অভ্যস্ত করে তোলা মা-বাবা-অভিভাবকের উপর ফরয। সাত বছর বয়সে উপনীত হলে তাদেরকে সালাতে অভ্যস্ত করতে হবে। এ সময় আদর যত্ন করে ছেলেদেরকে পিতা এবং মেয়েদেরকে মাতা নিজেদের সাথে রেখে সালাতের তা'লিম দিতে হবে। দশ বছর বয়সের সময় ছেলে বা মেয়ে সালাত আদায় করতে না চাইলে জোর করে হলেও সালাতে হাযির করতে হবে। প্রয়োজনে কঠোরতা অবলম্বন করে সালাতে অভ্যস্ত করতেই হবে।

এ প্রসঙ্গে রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

অর্থ : তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সের সময় সালাতের আদেশ দাও, দশ বছর বয়সের সময় সালাতের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

(সুনানু আবি দাউদ ও মিশকাত)

বালকদের মসজিদের সালাত আদায় করতে গিয়ে যেন কোনো মুসল্লির অসুবিধা না হয় সেদিকে খেয়াল করতে হবে। জামাতে সালাত আদায় করার সময় বালকরা বড়দের সাথে দাঁড়াবে না। পিছনের কাতারে বা পাশে দাঁড়াবে। জামাত যদি শুরু হয়ে যায় বালক যদি নিয়ত করে ফেলে, এমতাবস্থায় তাকে পিছনে টেনে আনা জায়েয নেই।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। عماد الدين বা দীনের খুঁটি কোনটি?

ক. সালাত খ. সাওম

গ. যাকাত ঘ. মুস্তাহাব

২। সালাতে নিয়ত করা কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩। সালাত ফরয হওয়ার শর্ত কয়টি?

ক. ৩ টি খ. ৪ টি

গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

৪। সালাতের মধ্যে মাকরুহ হচ্ছে--

i. এদিক সেদিক তাকানো

ii. খাওয়া সামনে নিয়ে সালাত আদায় করা

iii. সালাতের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

মতিন আসরের সালাত আদায় করতে গিয়ে দুই রাকাত আদায়ের পর বৈঠক না করেই দাঁড়িয়ে গেল। স্মরণ হওয়ার পরেও অবশিষ্ট সালাত শেষ করল।

৫। মতিন সালাতের কোন বিধান লঙ্ঘন করল?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৬। প্রথম বৈঠকে ভুল হওয়ার পর মতিনের করণীয় কী ছিল?

i. স্মরণ হওয়া মাত্রই প্রথম বৈঠক করা

ii. সালাত ছেড়ে পুনঃ সালাত আদায় করা

iii. সাজদায়ে সহু দিয়ে সালাত শেষ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আবদুর রাজ্জাক একজন প্রখ্যাত আলেম। একদা তিনি আরমান নামক এক ব্যক্তিকে মসজিদে তাড়াহুড়া করে সালাতে রুকু সেজদা সংক্ষিপ্তভাবে আদায় করতে দেখলেন। সালাত শেষ হলে তিনি আরমানকে বললেন, সঠিক ও সুন্দরভাবে সালাত আদায় করা মুমিনের কাজ।

ক. সালাত ইসলামের কত তম স্তম্ভ?

খ. ফজরের দুই রাকাত সালাতের নিয়ত অর্থসহ লিখ।

গ. আবদুর রাজ্জাকের বক্তব্যটি ইলমে ফিকহের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরমানের সালাত আদায়ের ধরন কি সঠিক? কুরআন সুন্নাহের আলোকে তোমার মতামত দাও।

২। রইস ও রকিব একটি ফার্মে চাকুরি করে। রইস ঠিকমত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামায়াতের সাথে আদায় করে, কিন্তু রকিব নিয়মিত সালাত আদায় করে না। সে বলে শারীরিক ব্যায়ামের জন্য সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছে। আর আমি নিয়মিত ব্যায়াম করে থাকি। এ কথা শুনে রইস তাকে সালাতের গুরুত্ব ও ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা করে সালাত আদায়ের উপদেশ দেয়।

ক. ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করতে নিয়তের মধ্যে কী বাড়িয়ে বলতে হয়?

খ. যোহরের দুই রাকাত সুন্নতের নিয়ত অর্থসহ লিখ।

গ. রইসের এভাবে সালাত আদায়ের গুরুত্ব পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রকিবের বক্তব্যকে তুমি কি সমর্থন কর? তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

৩। রায়হান দশম শ্রেণিতে পড়ে। সে সালাত আদায় করে না। তার বন্ধু রাশেদ তাকে সালাত না পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে, সে বলে- আমার বাবা আমাকে কোনো দিন সালাত পড়ার কথা বলেননি তাই আমি সালাতে অভ্যস্ত নই। অতঃপর রাশেদ তাকে সালাতের গুরুত্ব বলতে গিয়ে বলে- সালাত বেহেশতের চাবি। সালাত বর্জনকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ক. সালাতের আরকান কতটি?

খ. আরকান ও আহকাম এর মধ্যে পার্থক্য কী? বুঝিয়ে লেখ?

গ. রায়হানের বাবার কাজটি কেমন হয়েছে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাশেদের উক্তিটির যথার্থতা কুরআন-সুন্নাহের আলোকে মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় পাঠ
নফল সালাত
صَلَاةُ النَّوَافِلِ

নফল সালাতের পরিচয়

ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত সালাতের পাশাপাশি নবি করিম (ﷺ) বিভিন্ন সময় যে সকল সালাত আদায় করেছেন, সেগুলোকে নফল সালাত বলা হয়। তবে ইসলামের পরিভাষায় সুন্নত সালাতকে নফল হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন তাহিয়্যাতুল অজু, পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে ও পরে নফল সালাত ইত্যাদি।

(ক) তাহিয়্যাতুল অজু (تَحِيَّةُ الْوَضُوْءِ) :

অজু করার পর অজুর পানি শুকানোর পূর্বে দু রাকাত বা চার রাকাত মুস্তাহাব সালাতকে তাহিয়্যাতুল অজু (تَحِيَّةُ الْوَضُوْءِ) বলা হয়।

হযরত ওকবা ইবনে আমের (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

যে উত্তমরূপে অজু করে তারপর পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। (সহিহ মুসলিম, ১/১২২)

এ সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْوُضُوْءِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ.

(খ) তাহিয়্যাতুল মসজিদ (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ)

মসজিদ আল্লাহর ঘর। এ ঘরে প্রবেশের পরই আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হওয়া উচিত। সুতরাং মসজিদে প্রবেশ করে যে দুই রাকাত নফল সালাত আদায় করা হয়, তাকেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) বলে।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) এ সালাতের গুরুত্বারোপ করে বলেন–

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

অর্থ : তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দুই রাকাত সালাত আদায় করার আগে বসবে না। (সহিহ বুখারি)

এ সালাতের নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَيْ صَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَّةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ ، اَللهُ أَكْبَرُ.

তাহিয়্যাতুল মসজিদের সালাত ঐ ব্যক্তির জন্য সুন্নত যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে।

(গ) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পূর্বে ও পরে নফল সালাত

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরয। এ সকল ফরযের পূর্বে ও পরে ১২ রাকাত নফল সালাত আদায় করার জন্য প্রিয়নবি (ﷺ) তাগিদ দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি দিনে-রাতে বারো রাকাত সালাত আদায় করবে জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। তা হলো : যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকাত, যোহরের ফরযের পর দু রাকাত, মাগরিবের ফরয সালাতের পর দু রাকাত, এশার ফরয সালাতের পরে দু রাকাত আর ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে দু রাকাত। (জামে তিরমিযি, ১/৯৪)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায়ের হুকুম কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত কয় রাকাত পড়তে হয়?

ক. ৩ টি খ. ৪ টি

গ. ৫ টি ঘ. ৬ টি

৩. নফল সালাত আদায় করলে-

i. আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়

ii. জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়

iii. ফরয আদায়ের অভ্যাস হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

মিনহাজ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শুধু ফরয রাকাতসমূহ আদায় করে। অতিরিক্ত সালাত আদায় করে না।

১. মিনহাজ শরিয়তের কোন ধরনের বিধান লঙ্ঘন করেছে?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

২. মিনহাজের করণীয় হচ্ছে-

i. রসুল (ﷺ) নির্দেশিত পন্থায় সালাত পড়া

ii. সুন্নত সালাতসমূহ আদায় করা

iii. এভাবেই সালাত চালিয়ে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ইরফান যোহরের সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর জামাল ইরফানকে দেখে তার সাথে আলোচনা শুরু করে দেয়। ইরফান কথা বলতে বারণ করে তাহিয়্যাতুল মসজিদ সালাত আদায়ের জন্য উপদেশ দেয়।

ক. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ফরযের পূর্বে ও পরে কয় রাকাত নফল সালাত আদায় করতে হয়?

খ. নফল সালাত আদায়ের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. জামালের কাজটি ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইরফানের উপদেশকে পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। রাবেয়া অজু করার পরপরই দুই রাকাত সালাত আদায় করে। তা দেখে রাহেলা বলে, তুমি যে কত ধরনের সালাত পড়তে পার! শুধুমাত্র ফরয আদায় করলেই তো চলে। তখন রাবেয়া তাকে উক্ত সালাত আদায়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়।

ক. মসজিদে প্রবেশের পর কী করা উচিত?

খ. পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ফরযের পূর্বে ও পরের নফল সালাতগুলো বর্ণনা কর।

গ. রাবেয়ার সালাতটিকে ইসলামি শরিয়তের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাহেলার মন্তব্যকে ইসলামি শরিয়তের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

সাওম

اَلصَّوْمُ

প্রথম পাঠ

সাওমের পরিচয়

সাওম (اَلصَّوْمُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ বিরত থাকা। সাওমকে ফার্সি ভাষায় রোযা (روزه) বলে। এর অর্থ উপবাস থাকা। সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকাকে, শরিয়তের পরিভাষায় সাওম (اَلصَّوْمُ) বলে।

সাওমে শারীরিক ভারসাম্য রক্ষা পায়। ক্ষুধার্ত অনাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। মিথ্যা, অন্যায় ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা যায়। সাওম এমন একটি ইবাদত, যার অভ্যন্তরীণ বিষয় আল্লাহ ছাড়া কেউ জান না। তাই এ বিশেষ ইবাদতের সওয়াব অনির্ধারিত। সাওম একমাত্র আল্লাহর জন্য, তিনি নিজেই এর প্রতিদান দেবেন। যেমন হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত আছে -

اَلصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا أَجْزِىْ بِهٖ.

অর্থ : সাওম আমার জন্য আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।

আত্মিক পরিশুদ্ধি ও রিপুসমূহকে দমন করার জন্য সিয়াম সাধনার বিধান। হযরত আদম (عليه السلام) থেকে সাওমের বিধান ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।

রমযানের সাওম ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

রমযানের সাওম ফরয হওয়ার শর্তসমূহ নিম্নরূপ–

(১) মুসলমান হওয়া।

(২) আকেল হওয়া অর্থাৎ সজ্ঞানে থাকা, উম্মাদ বা পাগল না হওয়া।

(৩) বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।

(৪) অসুস্থ না হওয়া।

দ্বিতীয় পাঠ

সাওমের প্রকারভেদ

সাওম পাঁচ প্রকার। যথা–

(ক) ফরয, (খ) ওয়াজিব, (গ) সুন্নত, (ঘ) মুস্তাহাব, ও (ঙ) মাকরুহ।

(ক) ফরয সাওম :

ফরয সাওম দু প্রকার। যথা–

(১) নির্দিষ্ট ফরয : পবিত্র রমযান মাসের চাঁদ উদয়ের পর শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ২৯/৩০ দিনের সাওম পালন করা। পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ ও বিবেকবান প্রত্যেক নর নারীর ওপর রমযান মাসের সাওম পালন করা ফরয। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন–

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যে রমযান মাস পাবে সে যেন সাওম পালন করে। (সুরা বাকারা, ১৮৫)

(২) অনির্দিষ্ট ফরয : যাদের উপর সাওম ফরয তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শরিয়ত সমর্থিত কারণে সাওম পালন করতে না পারে তাকে রমযানের পরবর্তী সময়ে সাওম আদায় করতে হয়। এ সাওমকে বলা হয় রমযানের কাযা সাওম। এ কাযা আদায় করা ফরয। যেমন কুরআন মাজিদে ঘোষিত হয়েছে–

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থজনিত কারণে অথবা সফরে থাকার কারণে নির্ধারিত সময়ে সাওম পালন করতে না পারে সে যেন অন্য দিনগুলোতে সাওম পালন করে।

(সুরা আল বাকারা, ১৮৪)

সর্বপ্রকার কাফফারা সাওমও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ সকল সাওম কোনো বিশেষ সময়ের সাথে নির্দিষ্ট নয়। কাফফারা সাওমও আমল হিসেবে ফরয। কাফফারা হলো একাধারে ষাটটি সাওম পালন করা।

(খ) ওয়াজিব সাওম :

ওয়াজিব সাওম দু প্রকার। যথা–

(১) নির্দিষ্ট ওয়াজিব সাওম : নির্ধারিত দিনের মানত সাওম। যেমন : কেউ মানত করলো যে, বৃহস্পতিবার দিন সাওম পালন করব।

(২) অনির্দিষ্ট ওয়াজিব সাওম : এ সাওমের ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন–

(*) নির্দিষ্ট দিন উল্লেখ না করে সাওম পালনের মানত করা।

(*) নফল সাওম রেখে ভেঙ্গে ফেলার পর তা কাযা আদায় করা।

(*) মানত ইতিকাফের সাওম আদায় করা।

(গ) সুন্নত সাওম

(১) আরাফার দিনের সাওম।

(২) আশুরার সাওম।

তবে শুধু আশুরার দিন সাওম পালন না করে এর সাথে নয় বা এগার তারিখের সাওম পালন করা উত্তম।

(ঘ) মুস্তাহাব সাওম

(১) আইয়ামে বীয (প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর সাওম।

(২) প্রতি বৃহস্পতিবার দিনের সাওম।

(৩) প্রতি সোমবারের সাওম।

(৪) ১৫ই শাবান (শবে বরাতের পরের) দিনের সাওম।

(৫) যিলহাজ মাসের প্রথম ৯ দিনের সাওম।

(৬) শাওয়াল মাসের ৬টি সাওম।

(ঙ) মাকরুহ সাওম :

মাকরুহ সাওম দু প্রকার। যথা–

(১) মাকরুহ তাহরিমি : যা কার্যত হারাম সাওম। যেমন: দুই ইদের দিন ও আইয়্যামে তাশরিকের দিনসমূহে (ইদুল আযহার পর ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ) সাওম।

(২) মাকরুহ তানযিহি সাওম : যেমন–

(*) কেবল আশুরার দিন সাওম পালন করা। কারণ এতে ইয়াহুদিদের সাথে সামঞ্জস্য হয়।

(*) শনিবারে সাওম পালন করা। কারণ এর দ্বারা ইয়াহুদিদের সাথে মিল হয়ে যায়।

(*) স্ত্রীগণের স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল সাওম পালন করা।

তৃতীয় পাঠ
রমযান মাসের সাওম

রমযান মাসের সাওম পালন করা প্রত্যেক মুসলিম প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন বিবেকবান সুস্থ মানুষের উপর ফরয। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অর্থ : ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমাদের ওপর রমযানের সাওম ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।

(সুরা বাকারা, ১৮৩)

আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী যে এ ফরয সাওমকে অস্বীকার করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।

সাওমের নিয়ত

রমযান মাসে প্রত্যেক সাওমের জন্য আলাদাভাবে নিয়ত করা ফরয। এ নিয়ত মনে মনে ইচ্ছা করলেই আদায় হয়ে যাবে, তবে আরবি নিয়ত যদি সহিহ-শুদ্ধভাবে কেউ পড়ে নেয়, তা উত্তম কাজ। আরবি নিয়ত নিম্নরূপ–

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আগামীকাল রমযানের ফরয সাওমের নিয়ত করছি। আপনি ইহা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।

রমযানের ফরয সাওমের বেলায় সাহরি খাওয়ার পর থেকে সূর্য উদয় হওয়ার ভেতরে যে কোনো সময় সাওমের নিয়ত করা উত্তম, তবে কোনো কারণে সে সময় নিয়ত না করলে দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোনো সময় নিয়ত করে নিলেও নিয়ত আদায় হয়ে যাবে।

তবে নফল সাওম, রমযানের কাযা সাওম, অনির্দিষ্ট মানতের সাওম ও কাফফারার সাওমে অবশ্যই সুবহে সাদেকের পূর্বেই নিয়ত করতে হবে।

চতুর্থ পাঠ

সাওমের সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ

সাওমের সুন্নত

রমযানের সাওমে সুন্নত পাঁচটি। যথা–

(১) সাহরি খাওয়া,

(২) ইফতার করা,

(৩) তারাবিহ সালাত আদায় করা,

(৪) কুরআন তেলাওয়াত করা,

(৫) ইতিকাফ করা।

সাওমের মুস্তাহাবসমূহ

সাওমের মুস্তাহাব কার্যাবলি হলো–

(১) সাহরি শেষ সময়ে খাওয়া (সুবহে সাদিক হতে সামান্য পূর্বে খাওয়া)। তবে সুবহে সাদেকের আগেই খাওয়া শেষ করতে হবে।

(২) রমযানের সাওমের নিয়ত রাতে করা।

(৩) সূর্যাস্তের পরপরই ইফতার করা।

(৪) খেজুর, দুধ বা পানি দ্বারা ইফতার করা।

পঞ্চম পাঠ

সাওম মাকরুহ হওয়া না হওয়ার কারণসমূহ

সাওম মাকরুহ হওয়ার কারণসমূহ

যেসব কারণে সাওম মাকরুহ হয়, তা হলো–

(১) বিনা কারণে কোনো জিনিস মুখে দিয়ে চিবানো।

(২) দাঁতে- মাজন, কয়লা, টুথ পেস্ট বা টুথ পাউডার ব্যবহার করা।

(৩) থু থু জমা করে গিলে ফেলা।

(৪) গোসল করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অধিক সময় নাপাক থাকা।

(৫) অশ্লীল কথা বলা।

(৬) ঝগড়া বিবাদ করা, গালি দেওয়া, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা।

(৭) অপ্রয়োজনে কোনো কিছুর স্বাদ নেওয়া।

(৮) সাওমের কষ্ট প্রকাশ করা।

(৯) বিনা কারণে বারবার কুলি করা।

(১০) ঠাণ্ডা লাভ করার উদ্দেশ্যে বারবার গোসল করা বা ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা।

যেসব কারণসমূহে সাওম মাকরুহ হয় না

যেসব কারণে সাওম মাকরুহ হয় না, তা হলো–

(১) সাওমের কথা ভুলে গিয়ে পানাহার করলে,

(২) শরীরে তৈল ব্যবহার করলে,

(৩) সুরমা ও সুগন্ধি ব্যবহার করলে,

(৪) মেসওয়াক করলে,

(৫) অনিচ্ছায় ধূলি বা ধোঁয়া গলায় প্রবেশ করলে,

(৬) কানে পানি প্রবেশ করলে বা কান হতে ময়লা বের হলে,

(৭) প্রয়োজনে শিশুদের কিছু চিবিয়ে দিলে,

(৮) স্বামীর রাগ থেকে বাঁচার জন্য তরকারির স্বাদ জিহ্বা দ্বারা পরীক্ষা করলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. (الصوم) সাওম শব্দের অর্থ কী?

ক. বিরত রাখা খ. সাধনা করা

গ. জ্বালিয়ে দেওয়া গ. আত্মশুদ্ধি লাভ করা

২. আইয়ামে বিযের সাওম বলতে কোন সাওমকে বোঝায়?

ক. সোমবারের সাওম খ. শুক্রবারের সাওম

গ. আরাফাতের দিনের সাওম ঘ. প্রতি মাসের তিনটি সাওম

৩. রমযানের সাওমের মধ্যে সুন্নত কতটি?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

৪. সাওম মাকরুহ হয়-

i. থুথু জমা করে গিলে ফেললে

ii. নাপাক অবস্থায় দিন কাটালে

iii. অশালীন কথাবার্তা বললে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নাসের রমযানের সাওম রেখে দিনে টুথ পেস্ট ব্যবহার করে দাত পরিষ্কার করে এবং বলে এতে সাওমের ক্ষতি হয় না।

৫. নাসেরের কাজটি শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে?

ক. বাতেল খ. ফাসেদ

গ. মাকরুহ ঘ. জায়েয

৬. এক্ষেত্রে নাসেরের করণীয় ছিল-

i. মেসওয়াক দিয়ে দাঁত মাজা

ii. দাঁত পরিষ্কার না করা

iii. সাওমের মাসয়ালা জানা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দিনভর কাজ করতে করতে খালেদ বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাই তারাবিহ সালাতের পর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল। শরীর ক্লান্ত থাকায় শেষ রাতে উঠতে দেরী হয়ে গেল। উঠে শুনল ফযরের আযান দিচ্ছে। সাহরি না খেয়ে সাওম রাখলে সাওম হবে না এই ভেবে আযান শেষ হওয়ার আগেই সে দুই গ্লাস পানি পান করে নিল।

ক. সাহরি খাওয়ার হুকুম কী?

খ. রমযানে সাওমের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. উক্ত পরিস্থিতিতে খালেদের সাওম হবে কি না?

ঘ. খালেদের ভাবনার যথার্থতা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. রাকিব দাখিল পরীক্ষার্থী। রমযানে খাওয়ার জন্য মা তাকে উঠতে বললে সে বলল, আম্মু পরীক্ষার জন্য আমাকে অনেক লেখাপড়া করতে হবে বিধায় এ বছর সাওম পালন করতে পারব না। তার কথা শুনে মা তাকে সাওমের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়ে দিলেন।

ক. রমযানের সাওম ফরয হওয়ায় একটি শর্ত লিখ।

খ. সাওম বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. রাকিবের মায়ের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাকিবের মন্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সাথে যুক্তি দাও।

২০২১

তৃতীয় ভাগ

আল আখলাক

اَلْأَخْلَاقُ

প্রথম অধ্যায়

উত্তম চরিত্র

اَلْأَخْلَاقُ اَلْـحَسَنَةُ

প্রথম পাঠ

আখলাকের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

আখলাকের পরিচয় ও গুরুত্ব

আখলাক (أَخْلَاقٌ) শব্দটি আরবি। এটি خُلُقٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ স্বভাব, চরিত্র, আচরণ, নীতি। ইংরেজিতে Character বলা হয়। শরিয়তের পরিভাষায়, মানুষের মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির সমন্বিত রূপকে أَخْلَاقٌ বা সৎচরিত্র বলে।

উত্তম চরিত্র হচ্ছে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ خُلُقًا.

অর্থ : তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যার চরিত্র সর্বোত্তম।

সর্বোত্তম চরিত্রের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নমুনা বা মডেল হলেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁর অনুপম উত্তম চরিত্রের ঘোষণা দিয়ে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ.

অর্থ : নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সুরা কলাম, ৪)

উত্তম আখলাকের প্রয়োজনীয়তা

আখলাকে হাসানা বা উত্তম চরিত্র মানুষের এমন কতগুলো গুণ, যেগুলো মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটায়। মানুষ যে সৃষ্টির সেরা জীব, তার প্রমাণ উপস্থাপন করে। ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনে মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও মহত্ত্বের প্রধান উপকরণ উত্তম চরিত্র।

এজন্যই প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

অর্থ : উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ ইমানের অধিকারী তারাই, যারা সুন্দর চরিত্রের অধিকারী।

(সুনানু আবি দাউদ)

মানুষ শিক্ষিত হতে পারে, ধনী হতে পারে, নেতা হতে পারে, মেধাবী ছাত্র হতে পারে, কিন্তু সে যদি উত্তম চরিত্রের অধিকারী না হয়ে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, কৃপণ, বদমেজাজী হয়, তাহলে পরিবার ও সমাজে তার কোনো মূল্য থাকে না। সে হয় মানবকুলের অমানুষ।

শিক্ষা, সম্পদ ও মেধায় কম হলেও চারিত্রিক দিক থেকে উত্তম হলে সমাজের মানুষ তাকে শ্রদ্ধা করে। তাই প্রকৃত মানুষ হতে হলে অবশ্যই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. اَخْلَاقٌ শব্দের একবচন কী?

ক. خُلُقٌ খ. خَلَاقٌ

গ. خَلِيْقَةٌ ঘ. خُلْقَةٌ

২. اَخْلَاقٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. চরিত্র খ. বিজ্ঞান

গ. শান্তি ঘ. প্রগতি

৩. সর্বোত্তম ইমানের অধিকারী কে?

i. যার চরিত্র উত্তম

ii. যে ভালো বক্তৃতা দেয়

iii. যে আল্লাহ ও রসূল (ﷺ)-কে বিশ্বাস করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

খালেদ একজন মেধাবী ছাত্র। কিন্তু উত্তম আখলাকের প্রয়োজনীয়তা মনে করে না। মিথ্যা, প্রতারণা ও ঝগড়া-বিবাদ করে। একদা শিক্ষক তাকে উত্তম চরিত্র অবলম্বনের উপদেশ দিলেন।

৪. খালেদ ইসলামের কোন ধরনের বিধান লঙ্ঘন করছে?

ক. ফরয খ. সুন্নত

গ. মুস্তাহাব ঘ. মুস্তাহসান

৫. খালেদের শিক্ষক তাকে শিক্ষা দিলেন–

i. ইলম

ii. আখলাক

iii. আইন

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তাহমিদা সকাল বেলা মসজিদে ইমাম সাহেবের নিকট কুরআন পড়তে যায়। কিন্তু সে সব সময় তার বন্ধুদের সাথে উত্তম আচরণ করে না। মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে উত্তম আচরণের মর্ম ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষা দেন। সে তার ভুল বুঝতে পেরে সংশোধন হয়ে যায়।

ক. أَخْلَاقٌ শব্দের একবচন কী?

খ. উত্তম আখলাকের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ কর।

গ. তাহমিদার আচরণটি কেমন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ইমাম সাহেবের শিক্ষাদানের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় পাঠ

আচরণগত চারিত্রিক গুণাবলি

সালাম দেওয়া (اَلسَّلَامُ)

সালাম ইসলামি চরিত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রিয়নবি (ﷺ)-এর সুন্নত। পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম হলো সালাম দেওয়া। সালাম আল্লাহ তাআলার একটি নাম। যার অর্থ শান্তি। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَفْشُوْا السَّلَامَ تُسْلِمُوْا.

অর্থ : তোমরা সালাম বিনিময় কর, শান্তিতে থাকবে। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৯)

আল্লাহর হাবিব (ﷺ) আরও ইরশাদ করেন–

اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ.

অর্থ : কথা বলার পূর্বেই সালাম বিনিময় করতে হবে। (জামে তিরমিযি ও মিশকাত)

আল্লাহ তাআলা আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (عليه السلام)-কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাগণকে সালাম দিতে বললেন। হযরত আদম (عليه السلام) ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ, আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ফেরেশতাগণ জবাবে বললেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ অর্থাৎ, আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৪১)

যে সালাম দিবে সে দশটি নেকি পাবে, যে তার সাথে وَرَحْمَةُ اللهِ. যোগ করবে সে বিশটি নেকি পাবে, যে এরও অতিরিক্ত وَبَرَكَاتُه যোগ করবে সে ত্রিশটি নেকি পাবে।

(আল আদাবুল মুফরাদ, ২৪১)

সালাম সবার আগে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। হযরত আনাস (رضي الله عنه) বলেন, আমি ১০ বছর রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমত করেছি শত চেষ্টা করেও একবারও রসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে আগে সালাম দিতে পারিনি।

পিতা-মাতা, ওস্তাদ, মুরুব্বি, ভাই, বোন, বন্ধু-বান্ধব, স্বামী-স্ত্রী, সবাইকে সালাম বিনিময় করা প্রিয়নবি (ﷺ)-এর সুন্নত, এর মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের জন্য দোআ করা ও মনের মিল হয়। তাই আমাদের উচিত সালাম বিনিময় করা। যখনই কেউ আমাদেরকে সালাম দিবে আমরা জবাবে বলব, وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ। অন্য ধর্মের লোক সালাম দিলে আমরা জবাব দিব هَدَاكَ اللهُ অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে সঠিক পথপ্রদর্শন করুন।

মুসাফাহা (مُصَافَحَةٌ)

মুসাফাহা (مُصَافَحَةٌ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ করমর্দন করা। পরস্পর সাক্ষাতে সালামের পর যে কাজটি করা সুন্নত তা হলো মুসাফাহা। প্রথম যিনি হাত এগিয়ে দেবেন তিনি ডান হাত এগিয়ে দেবেন। যাকে উদ্দেশ্য করে হাত এগিয়ে দেওয়া হলো তিনিও তার ডান হাত দিয়ে আগন্তুকের হাতে হাত মেলাবেন। তারপর উভয়জন তার বাম হাত দ্বিতীয় ব্যক্তির ডান হাতের পিঠের সাথে মেলাবেন এবং বলবেন–

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদেরকে ক্ষমা করুন।

মুসাফাহা সম্পর্কে প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا.

অর্থ : দুই মুসলমানের সাক্ষাতে মুসাফাহা করলে আল্লাহ তাদের স্থান ত্যাগের পূর্বেই গুনাহ মাফ করে দেন। (মুসনদে আহমদ, তিরমিযি ও মিশকাত)।

মুসাফাহার চিত্র

মুআনাকা (اَلْمُعَانَقَةُ)

মুআনাকা (اَلْمُعَانَقَةُ) শব্দটি আরবি। এর অর্থ ঘাড়ে ঘাড় লাগানো। বাংলা ভাষায় একে কোলাকুলি বলা হয়। একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সাক্ষাত হলে সালাম, মুসাফাহার পর যে সুন্নতটি আদায় করে তা হলো কোলাকুলি। এর মাধ্যমে পরস্পরে মহব্বত সৃষ্টি হয়। মনের হিংসা দূর হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (رضي الله عنها) বর্ণনা করেন, সাহাবি যায়েদ ইবনে হারেসা (رضي الله عنه) কোনো এক সফর থেকে ফিরে এসে রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে দেখা করতে আসলে তিনি দরজা খুলে তার সাথে মুআনাকা (কোলাকুলি) করলেন এবং তাকে চুমু খেয়ে আদর করলেন। (তিরমিযি ও মিশকাত)।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (رضي الله عنه) সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস (رضي الله عنه) দেখা হলে তিনি মুআনাকা করেছেন। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৭)।

কোন সমাবেশে বা ইদের দিনে ধনী-দরিদ্র, আশরাফ-আতরাফের কোনো ভেদাভেদ থাকে না। এ দিনে পরস্পরে কোলাকুলির মাধ্যমে আত্মিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। অনেক দূরের মানুষও কাছের হয়ে যায়। মনের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। ইসলাম যে ঐক্য, শান্তি ও সাম্যের শিক্ষা দেয় মুআনাকা তার একটি বাস্তব প্রমাণ।

কদমবুছি

বড়দের প্রতি সম্মান ছোটদের প্রতি মায়া-মমতা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তাদের আন্তরিক দোআ লাভ করা হয়। আলেম, বুযুর্গ, ওস্তাদের নেক-নজর পাওয়ার জন্য কদমবুছি অন্যতম মাধ্যম। হাত ও পায়ে মুহাব্বতে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য চুমু খাওয়া সুন্নত। হযরত সোহাইব (رضي الله عنه) বর্ণনা করেন–

رَأَيْتُ عَلِيًّا يُقَبِّلُ يَدَ الْعَبَّاسِ وَ رِجْلَيْهِ

অর্থ : আমি হযরত আলী (رضي الله عنه)-কে হযরত আব্বাস (رضي الله عنه)-এর হাত এবং পায়ে চুম্বন করতে দেখেছি। (আল আদাবুল মুফরাদ, ২৩৮)

এছাড়া ওযযা ইবনে আমের বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। আমাদেরকে বলা হলো ইনি রসুল (ﷺ), আমরা তাঁর দুই হাত ও দুই পায়ে ধরেছি এবং চুমু খেয়েছি। (আল আদাবুল মুফরাদ, পৃ. ২৩৮)

পিতা-মাতা, ওস্তাদ, বুযুর্গ আলেম, শ্বশুর-শাশুড়িসহ বড়দের দোআ নেয়ার জন্য সোজা হয়ে বসে তাদের পায়ে হাত দিয়ে মুখে মুছে নেয়ার প্রচলিত রীতি কদমবুছিরই বিকল্প রূপ। যা বড়দের মায়া-মমতা ও দোআ পাওয়ার মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত মুস্তাহাব আমল।

মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ)

এ দুনিয়ায় মাতা-পিতাই সবচেয়ে আপনজন। মাতা-পিতার হক কোনোদিন কেউ শোধ করতে পারে না। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেছেন–

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ.

অর্থ : মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশেত। (মুসনাদুস শিহাব আলকুদায়ী)

মহান আল্লাহ তাআলা তাঁর নিজ অধিকারের পরই মাতা-পিতার অধিকার রক্ষার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.

অর্থ : তোমার প্রতিপালকের চূড়ান্ত আদেশ, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (رضي الله عنه) থেকে বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী পুত্র যখন দয়ার দৃষ্টিতে তার পিতা-মাতার দিকে তাকায়, তখন আল্লাহ তার প্রতি দৃষ্টির বিনিময়ে একটি করে কবুল হজের সওয়াব লিখে দেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, যদি সে প্রতিদিন একশতবার তাকায়? হযরত (ﷺ) বলেন, যদি সে ইচ্ছা করে একশতবার তাকাতে পারে। আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বড় এবং পূত-পবিত্র। (মিশকাত, ৪২১)

তাই মাতা-পিতার কথা শোনা, তাদের প্রতি সম্মান দেখানো, তাদের খেদমত করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

মুরুব্বিদের সম্মানে দাঁড়ানো

মুরুব্বিদের সম্মান করা ইমানি দায়িত্ব। প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَ لَمْ يُوَقِّرِ كَبِيْرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

অর্থ : যে আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

(আবু দাউদ ও তিরমিযি)

এ সম্মান হতে হবে বয়স, ইলম, আমল ও বুযুর্গির কারণে। রাজা বাদশারা সম্মান পাওয়ার আশায় যেভাবে তাদের খাদেমদের দাঁড় করিয়ে রাখে, অনুরূপ বিজাতীয় পন্থায় সম্মান প্রদর্শন অবৈধ। এভাবে কোনো নেতা বা আলেম যদি কামনা করে যে, তাদেরকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা হোক তবে তাদের প্রতিও দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা অবৈধ। শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহমাতুল্লাহে আলাইহির মতে, যদি মুরুব্বির প্রতি দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এই হয় যে, খুশি হয়ে তারা দোআ করবেন তবে উপকারী। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২/১৯৮)

প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ.

অর্থ : নিশ্চয়ই বৃদ্ধ মুসলিম ব্যক্তিকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান দেখানোর নামান্তর।

(আল আদাবুল মুফরাদ)

ওস্তাদ, মা-বাবা, পীর-মাশায়েখ, জ্ঞানী ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়ালে সামাজিকভাবে তাকে আদব দেখানো হয় এবং তিনিও এ সম্মানের জন্য আন্তরিকতার সাথে সম্মান প্রদর্শনকারীকে কাছে টেনে নেন।

পানাহারের আদব

(১) খাবার আগে হাত ভালোভাবে ধৌত করতে হবে।

(২) بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ (বিসমিল্লাহে ওয়ালা বারাকাতিল্লাহ) বলে খাওয়া শুরু করতে হবে।

(৩) সর্বদা ডান হাত দিয়ে খাবার খেতে হবে। দুধ, চা, পানি, অবশ্যই ডান হাত দিয়ে খাবে। বাম হাত দিয়ে খেলে গুনাহ হবে। প্রয়োজনে বাম হাতের সাহায্য নেওয়া যাবে।

(৪) খাবার সময় হেলান দিয়ে বসা যাবে না।

(৫) লোকমা একেবারে বড়ও নেবে না এবং একেবারে ছোটও নেবে না।

(৬) প্লেটে নিজের নিকটস্থ দিক থেকে খেতে হবে।

(৭) খাদ্যবস্তু পড়ে গেলে তুলে পরিষ্কার করে অথবা ধুয়ে খেতে হবে।

(৮) খাদ্যবস্তুর দোষ বের করবে না, পছন্দ না হলে খাবে না।

(৯) মুখ পুড়ে যায় এমন গরম খাদ্য খাওয়া যাবে না।

(১০) পানাহার দ্রব্যে ফুঁ দেবে না। অভ্যন্তর থেকে আসা শ্বাস দুর্গন্ধযুক্ত ও দূষিত হয়।

(১১) পানি তিন নিঃশ্বাসে থেমে থেমে পান করতে হবে।

(১২) খাবার থেকে অবসর হয়ে আঙ্গুল ও প্লেট চেটে খেতে হবে। তারপর হাত ধুয়ে নেবে।

(১৩) প্রয়োজনমতো নেবে যাতে অপচয় না হয়। কারণ, অপচয় করা মারাত্মক গুনাহ।

(১৪) খাবার থেকে অবসর হয়ে এ দোআ পড়বে –

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

অর্থ : সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি আমাদেরকে পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন এবং আমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

শোয়ার আদব

নিদ্রা আল্লাহর এক বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন–

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

অর্থ : আমি তোমাদের জন্য নিদ্রাকে সুখ ও শান্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছি।

এ সুখ-শান্তির জন্য কিছু আদব রক্ষা করা জরুরি। তা হলো–

(১) এশার নামাজের আগে নিদ্রা না যাওয়া।

(২) অজুর সাথে শোয়া।

(৩) শোয়ার বিছানায় ডান হাত ডান চোয়ালের নিচে রেখে ডান পাশ কাত হয়ে শোয়া সুন্নত।

(৪) উপুড় হয়ে বা বাম কাতে ঘুমানোকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। (আবু দাউদ)

(৫) মুখ খোলা রেখে ঘুমাতে হবে। যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসে কোন অসুবিধা না হয়।

(৬) ঘুমাবার পূর্বে নিম্নের দোআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بِاِسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْىٰ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই নামে মৃত্যুর কোলে যাচ্ছি এবং তোমারই নামে জীবিত হয়ে উঠবো।

(৭) ঘুমাবার পূর্বে নিম্নের দরুদ শরিফ পড়তে পড়তে ঘুমাবে, যাতে স্বপ্নে প্রিয়নবি (ﷺ) -এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হওয়ার আশা করা যায়–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهٖ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَكَ.

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নিম্নের দোআ পড়তে হবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে মৃত্যুদানের পর আবার জীবিত করেন আর তাঁরই দিকে পুনরুত্থিত হতে হবে। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

মেহমানদারির আদব

মেহমানকে সম্মান করা, মেহমানদারি করা প্রিয়নবি (ﷺ)-এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। মেহমানের প্রতি আদব রক্ষার মাঝেই রয়েছে বরকত ও রহমত। আল্লাহর হাবিব (ﷺ) বলেন–

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهٗ.

অর্থ : যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন মেহমানকে সম্মান করে।

আদবসমূহ নিম্নরূপ–

(১) মেহমান আগমনে আনন্দ ও বন্ধুত্ব প্রকাশ করে সম্মান ও মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

(২) প্রিয়নবি (ﷺ) নিজেই মেহমানের খেদমতে থাকতেন। তাই অন্যের মাধ্যমে না করে নিজেই মেহমানের খেদমত করা।

(৩) মেহমানকে খাওয়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

(৪) মেহমানের পরিবারের খোঁজ-খবর নেওয়া।

(৫) মেহমানের অজু, গোসল, টয়লেট, হাত-মুখ ধোয়ার ব্যবস্থা করা।

(৬) মেহমান কোনো অন্যায় করলেও তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা।

(৭) মেহমান বিদায়ের সময় খুশি মনে বিদায় দেওয়া।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. مُصَافَحَةٌ শব্দের অর্থ কী?

ক. হস্তচুম্বন খ. পদচুম্বন

গ. করমর্দন ঘ. কোলাকুলি

২. কার প্রতি মুহাব্বতের দৃষ্টিতে তাকালে কবুল হজের সওয়াব হয়?

ক. মাতা-পিতা খ. সন্তান-সন্ততি

গ. আত্মীয়-স্বজন ঘ. বন্ধু-বান্ধব

৩. পানাহারের আদব হচ্ছে-

i. শুরুতে ভালভাবে হাত ধৌত করা।

ii. বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা।

iii. ডান হাত দিয়ে খাওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

রায়হান একজন মাদরাসার ছাত্র, কিন্তু সে তার পিতা-মাতাকে সালাম দেয় না। তার ওস্তাদ তাকে সালাম দেওয়ার জন্য উপদেশ দিলেন।

৪. রায়হান ইসলামের কোন বিধান লঙ্ঘন করেছে?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নাত ঘ. মুস্তাহাব

৫. রায়হানের ওস্তাদ তাকে শিক্ষা দিলেন

i. আদব

ii. আখলাক

iii. আইন

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আকবর ও আরিফ দুইজন বাল্যবন্ধু। উচ্চ শিক্ষার জন্য আরিফ বিদেশে চলে যায়। দুই বছর পর দেশে ফিরে এলে আকবর তাকে সালাম দেয়। আরিফ তার সালামের জবাবে Good Morning বলে। আকবরের বাবা এ দৃশ্য দেখে আরিফকে সালামের মাসনুন পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

ক. সালাম দেওয়ার হুকুম কী?

খ. সালাম দেওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

গ. আকবরের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আরিফের জবাবটি সঠিক কিনা? পাঠ্যবইয়ের আলোকে মতামত দাও।

২। গ্রামের এক সাধারণ কৃষক ওসমান। বৃদ্ধ পিতা-মাতা তার ঘরে। কষ্ট করে কিছু উপার্জন হলেই সে মা-বাবার খেদমতে ব্যয় করে। গ্রামের মাতবর তালেব তার মা-বাবার সাথে সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়া করে। এক পর্যায়ে সে তার মাকে লাথি মারে।

ক. মুসাফাহা করার সময় কোন দোআ পড়তে হয় ?

খ. মুরব্বিদের সম্মানে দাঁড়ানোর স্বরূপ বর্ণনা কর।

গ. তালেবের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে বর্ণনা কর।

ঘ. কৃষক ওসমানের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

৩। শফিক সর্বদাই বাম কাতে শয়ন করে। তার স্ত্রী রহিমা তাকে ডান কাতে শয়ন করতে বললে, সে বলে- আমার সুবিধামতো শয়ন করব তোমার এত কথা বলার প্রয়োজন কি? তখন তার স্ত্রী বলল, মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামী রীতি-নীতি মেনে চলা উচিত।

ক. পানাহারের একটি আদব লিখ।

খ. খাবারের পরের দোআটি অর্থসহ লিখ।

গ. শফিকের কাজটি কেমন হচ্ছে? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শফিকের উক্তিটি সঠিক কিনা? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ

প্রথম পাঠ

মিথ্যা (اَلْكِذْبُ)

মিথ্যা বলা, কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ.

অর্থ : সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা বলা থেকে।

(সুরা হজ, ৩০)

আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য মিথ্যা কথা ও মিথ্যা সাক্ষ্য বর্জন করা অত্যাবশ্যক। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.

অর্থ : এবং যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়ালাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদার সাথে তা পরিহার করে চলে। (সুরা ফুরকান, ৭২)

মিথ্যা কথা বলা মুনাফেকির নিদর্শনও বটে। আল্লাহর রসুল (ﷺ) ইরশাদ করেন–

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَ إِنْ صَلَّ وَ صَامَ وَ زَعِمَ اَنَّه مُسْلِمٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبَ وَ إِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

অর্থ : তিনটি কাজ কোন ব্যক্তির মুনাফিক হওয়ার পরিচায়ক যদিও সে সালাত আদায় করে, সাওম পালন করে এবং সুদৃঢ় ধারণা পোষণ করে যে, সে মুসলমান। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানতের খেয়ানত করে। (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)।

মিথ্যা জীবনে ধ্বংস ডেকে আনে। এ জন্য বলা হয়–

اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ وَ الْكِذْبُ يُهْلِكُ.

অর্থ : সত্য মুক্তি দেয় আর মিথ্যা ধ্বংস করে।

তাই সত্যের উপর অটল অবিচল থাকাই একজন মুমিনের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

দ্বিতীয় পাঠ

অহংকার (اَلْكِبْرُ)

অহংকারকে আরবিতে اَلْكِبْرُ বলে। এর অর্থ গর্ব, অহংকার, অহমিকা, দম্ভ, বড়াই, নিজেকে বড় মনে করা, আত্মাভিমান। অহংকার এমন একটি চারিত্রিক রোগ যা মানুষের অন্তরে লুকায়িত থাকে এবং তার নিজস্ব ক্রিয়ালাপের মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। অহংকারি ব্যক্তি সর্বদা বিভিন্ন দিক থেকে নিজেকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয়। মানুষের আমিত্ব থেকে অহংকার সৃষ্টি হয়।

অহংকারের তিনটি পর্যায় বা স্তর রয়েছে। যথা–

(১) অন্তরে অহংকার পোষণ করা। এরূপ ব্যক্তি নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করে।

(২) চলাফেরা ও কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অহংকার প্রকাশ করা।

(৩) কথাবার্তায় অহংকার প্রকাশ করা।

অহংকার প্রকাশের স্থান

মানুষ বিভিন্নভাবে অহংকার প্রকাশ করে থাকে। যেমন : বংশের গৌরব করা। কাউকে নিম্ন বংশের লোক মনে করে হেয় চোখে দেখা। ধন–সম্পদ, সৌন্দর্য, শক্তি সামর্থ, জ্ঞান প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধি, ইত্যাদি নিয়ে মানুষ অহংকার করে। যেমন ধনী বা ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্থের গৌরব, স্ত্রী লোকদের মধ্যে সৌন্দর্যের বড়াই এবং ক্ষমতাশালীদের মধ্যে শক্তির দম্ভ দেখা যায়।

অহংকারের অপকারিতা

অহংকার করা হারাম ও কবিরা গুনাহ। অহংকারের অপকারিতা অনেক। অহংকারের কারণেই ফেরেশতাদের শিক্ষক ইবলিস অভিশপ্ত হয়ে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অহংকারি ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ঘৃণিত। বন্ধু বান্ধবের চোখে অসম্মানিত। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِيْنَ.

অর্থ : নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অহংকারিদের পছন্দ করেন না। (সুরা আন নাহল, ২৩)

মহানবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَال ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ.

অর্থ : যার অন্তরে সামান্য সরিষার বীজের পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (ইবনে মাজা)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন, তিনটি অভ্যাস মানুষকে ধ্বংস করে। যথা–

(১) কার্পণ্য

(২) নাফসের খাহেশের অনুকরণ ও

(৩) নিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা।

তৃতীয় পাঠ

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা (قَطْعُ الرَّحِمِ)

আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা অবশ্যকর্তব্য। অপরদিকে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অতি জঘন্য কাজ। আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করা, সম্পর্ক ছিন্ন না করা মহান আল্লাহরই নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন–

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى.

অর্থ : পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার কর। (সুরা নিসা, ৩৬)

আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত, কেউ তাকে পছন্দ করে না এবং তার সাথে কেউ সম্পর্ক রাখে না। বিপদে আপদে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসে না। সে সমাজে নিষ্ঠুর, লোভী, কৃপণ, হিংসুক হিসেবে পরিচিত হয়।

মহানবি (ﷺ) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে ইরশাদ করেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

অর্থ : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

মহানবি (ﷺ) আরো বলেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি রয়েছে মহান আল্লাহর রহমত সেখানে অবতীর্ণ হয় না। আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে অশান্তি নেমে আসে। সম্পর্ক ছিন্নকারী সমাজে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়। তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

চতুর্থ পাঠ

পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া (عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ)

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বলতে বোঝায় পিতা-মাতার কথা মতো না চলা, তাদের নির্দেশ অমান্য করা। আল্লাহর অনুগ্রহের পর সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অনুগ্রহ বেশি, তারাই সন্তানের সর্বাপেক্ষা আপনজন। তাদের স্নেহ-মমতায় সন্তানরা লালিত পালিত হয়। সন্তানের আরাম আয়েশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার তারাই করেন। সন্তানের ভবিষ্যত উন্নতির জন্য তারা সবরকম ব্যবস্থা করেন। কাজেই সন্তানের কর্তব্য হলো পিতা মাতার বাধ্য থাকা। পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া জঘন্য অপরাধ। এর অপকারিতা অনেক।

(১) শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ হলো পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।

(২) পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার গুনাহ এত ভয়াবহ যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এ গুনাহ ক্ষমা করবেন না।

(৩) রসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন- আল্লাহপাক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন, কিন্তু পিতা মাতার অবাধ্যতার গুনাহ ক্ষমা করবেন না। (বায়হাকি)

মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ তাআলা হারাম ঘোষণা করেছেন–

اِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْأُمَّهَاتِ.

অর্থ : আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য মায়েদের অবাধ্য হওয়াকে হারাম করে দিয়েছেন। (সহিহ বুখারি)

(৪) পিতা-মাতা সন্তানের কল্যাণেই কখনো শাসন করেন ও কড়া কথা বলেন, এটা সন্তানকে মেনে নিতে হবে। এতে তার ভবিষ্যৎ সুখময় হবে।

পঞ্চম পাঠ

গালি দেওয়া (اَلشَّتَمُ)

কোনো ভাইকে সাক্ষাতে গালাগাল করা, তার সঙ্গে কটু ভাষায় কথা বলা এবং তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। অনুরূপভাবে কাউকে বিকৃত নামে ডাকাও গালির আওতাভুক্ত।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ.

অর্থ : আর বদনাম করো না বিকৃত উপাধির সঙ্গে। ইমানের পর বিকৃত নামকরণ হচ্ছে ফাসেকি।

(সুরা হুজুরাত, ১১)

রসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهٗ كُفْرٌ.

অর্থ : মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি এবং হত্যা করা কুফুরি। (সহিহ বুখারি)

মুমিন মুসলিম ব্যক্তিগণ কখনও তার ভাইদের ইজ্জতের উপর কোনোরূপ হামলা করবে না। আর গালিগালাজ করা খুব নীচু স্বভাবের লোকদের কাজ। এটা সমাজে মারাত্মক ফাসাদ সৃষ্টি করে। সুতরাং এ বদভ্যাস পরিহার করা উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. الكبر শব্দের অর্থ কী?

ক. অহংকার খ. অপকার
গ. হিংসা ঘ. কৃপণতা

২. মুসলমানকে গালি দেওয়া কী?

ক. ফাসেকি খ. কুফরি
গ. নেফাকি ঘ. বেদয়াতি

৩. শিরকের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ কোনটি?

ক. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া খ. আত্মীয়ের হক নষ্ট করা
গ. অহংকারের সাথে চলা ঘ. সর্বদা মিথ্যা কথা বলা

৪. মুনাফেকের আলামত হচ্ছে-

i. মিথ্যা কথা বলা।
ii. ওয়াদা ভঙ্গ করা।
iii. আমানতের খেয়ানত করা।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

জাহিদ একজন ব্যবসায়ী, সে ক্রেতার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে। তার ধারণা এক্ষেত্রে মিথ্যা বলা যায়।

৫. জাহিদের কথাটির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৬. এক্ষেত্রে জাহিদের করণীয় হচ্ছে–

i. ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া

ii. মিথ্যা বর্জন করা

iii. দান-সদকা করা

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আব্দুল জব্বার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। একদিকে তার আছে কোটি কোটি টাকা, অন্যদিকে আছে এলাকায় যথেষ্ট যশ-খ্যাতি। তার ছেলে ফাহিম মাদ্রাসায় পড়ুয়া হলেও বংশ মর্যাদার অহংকারে তার পা যেন মাটিতে পড়ে না। অবস্থা দেখে একদা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সাহেব তাকে বললেন, একজন আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য তোমার এরূপ আচরণ পরিহার করা উচিত।

ক. অহংকারের কয়টি পর্যায় বা স্তর রয়েছে?

খ. মানুষ কিভাবে অহংকার প্রকাশ করে লেখ।

গ. ফাহিমের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন হচ্ছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ছাত্রের প্রতি অধ্যক্ষ মহোদয়ের নসিহতের যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২। রমিয মিয়া শহরে ব্যবসা করে। কোটি কোটি টাকার মালিক সে। তার অসহায় এক দরিদ্র ভাই গ্রামে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করে। কিন্তু সে তার কোনো খোঁজ-খবর নেয় না। একদা তার বন্ধু আকরাম তাকে বললেন, তোমার ভাই অসহায়ভাবে দিনাতিপাত করে আর তোমার এত টাকা! তোমার ভাইকে তোমার সাহায্য করা উচিত।

ক. কয়টি অভ্যাস মানুষকে ধ্বংস করে?

খ. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া বলতে কী বোঝায়?

গ. রমিয মিয়ার কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আকরামের পরামর্শটি মূল্যায়ন কর।

তৃতীয় অধ্যায়

দোআ

اَلدُّعَاءُ

প্রথম পাঠ

দোআর ফযিলত ও গুরুত্ব

اَلدُّعَاءُ শব্দের আভিধানিক অর্থ ডাকা বা চাওয়া। দোআ হলো আদবের সাথে কাকুতি মিনতিসহ আল্লাহর কাছে চাওয়া। আল্লাহ তাআলা ও রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষায় যে সব দোআ বর্ণিত হয়েছে এগুলোকে মাসনুন বলা হয়।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো। (সুরা গাফির, ৬০)

আল্লাহ তাআলা আরো ইরশাদ করেন–

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ.

অর্থ : আমার বান্দা যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, (আপনি বলে দিন) আমি নিকটেই আছি। আমি আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে আহ্বান করে। (সুরা বাকারা, ১৮৬)

রসুলে করিম (ﷺ) ইরশাদ করেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থ : দোআ ইবাদতের মগজ স্বরূপ। (মিশকাত, ১৯৫)।

রসুলুল্লাহ (ﷺ) আরো ইরশাদ করেন–

مَنْ فُتِحَ لَهُ مِنْكُمْ بَابُ الدُّعَاءِ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যার জন্য দোআর দরজা খুলে দেওয়া হয়, তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। (মিশকাত, ১৯৫)

দ্বিতীয় পাঠ
দোআর আদব

দোআকারীর জন্য কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উঁচু করে দোআ করা মুস্তাহাব। দোআকারীর উচিত আল্লাহর হামদ-প্রশংসা ও রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদের মাধ্যমে দোআ শুরু করা এবং দোআর মাঝখানে ও শেষে রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ পড়া।

দোআ করার সময় অত্যন্ত বিনয়ী ও ভীত মনোভাব প্রকাশ করতে হবে। নিজের জন্য দোআ আরম্ভ করবে। পরে সমস্ত মুসলিমের কল্যাণে ও মৃতদের মাগফেরাত কামনা করে দোআ করবে। বিলম্ব হলেও দোআ কবুলের আশা রাখবে। দোআর মধ্যে কান্নাকাটি করবে, আর কান্না না আসলেও কান্নার ভান করবে। মোট কথা, আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি প্রকাশ করবে। নিজেকে তুচ্ছ হিসেবে প্রকাশ করবে।

তৃতীয় পাঠ
মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দোআ

মসজিদে প্রবেশ করার দোআ :

بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

অর্থ : আল্লাহর নামে, রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ ও সালাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের সব দরজা খুলে দাও।

মসজিদ হতে বের হওয়ার দোআ :

بِسْمِ اللهِ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

অর্থ : আল্লাহর নামে, রসুলুল্লাহ (ﷺ)-এর উপর দরুদ ও সালাম। হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি তোমার অনুগ্রহ (রিযিক) চাচ্ছি।

চতুর্থ পাঠ

পিতা-মাতার জন্য দোআ

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য পালনের অন্যতম দিক হলো তাদের জন্য দোআ করা। আল্লাহ তাআলা এ দোআ শিখিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا.

অর্থ : হে পরওয়ারদেগার! তাদের দুজনের উপর রহম করুন, যেভাবে তারা আমাকে ছোটকালে দয়া করে লালন-পালন করেছেন। (সুরা ইসরা, ২৪)

পঞ্চম পাঠ

টয়লেটে প্রবেশের ও টয়লেট থেকে বের হওয়ার দোআ

টয়লেটে ঢুকার সময় বাম পা দিয়ে টয়লেটে ঢুকতে হবে এবং মাথায় টুপি বা কাপড় রাখতে হবে। প্রবেশের পূর্বে নিম্নের দোআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

টয়লেট থেকে প্রথম ডান পা দিয়ে বের হতে হবে। অতঃপর নিম্নের দোআটি পড়বে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذٰى وَعَافَانِي

পেশাব-পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করা, কোন গর্তে পেশাব করা, ছায়াদানকারী ও ফলবান গাছের নিচে, নদী ও পুকুরের তীরে এবং চলাচলের পথে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহ। বিনা ওজরে দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরুহ ও গুনাহের কাজ।

ষষ্ঠ পাঠ

হাঁচির দোআ ও হাঁচির জবাবে দোআ

হাঁচি আল্লাহ তাআলার এক বড় নেয়ামত, যার মাধ্যমে মানুষের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, মন প্রফুল্ল হয়। হাঁচি যিনি দেবেন তিনি আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে বলবেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য)।

আর যিনি শুনবেন তার উপর দায়িত্ব হলো, তিনি বলবেন–

يَرْحَمُكَ اللهُ (আল্লাহ আপনাকে রহম করুন)।

পুনরায় হাঁচিদানকারী বলবেন–

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

অর্থ : আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করুন এবং সবকিছু ঠিক করে দিন। (সহিহ বুখারি ও মিশকাত)

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইবাদতের মগজ কী?

ক. তাকওয়া খ. পবিত্রতা

গ. নিয়ত ঘ. দোআ

২. দুই হাত উঁচু করে দোআ করার হুকুম কী?

ক. ফরয খ. ওয়াজিব

গ. সুন্নত ঘ. মুস্তাহাব

৩. হাঁচির মাধ্যমে মানুষের -

i. মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়।

ii. মন প্রফুল্ল হয়

iii. রোগ-জীবাণু দূর হয়

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সাবের পুকুরের পাড়ে বসে পেশাব করছে। যায়েদ তাকে নিষেধ করলে সে বলে, এতে কোনো ক্ষতি নেই।

৪. সাবেরের কাজটি ইসলামের দৃষ্টিতে কিরূপ হচ্ছে?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৫. সাবেরের উচিত হচ্ছে-

i. যায়েদের নিষেধ মান্য করা।

ii. পেশাবের বিধান জানা।

iii. নিজস্ব চিন্তায় অটল থাকা।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i　　খ. ii

গ. iii　　ঘ. i ও ii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জামাল সাহেব মসজিদে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করেন। তিনি মসজিদে বসে নিজের উন্নতির জন্য দীর্ঘসময় ধরে দোআ করেন। মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে ডেকে বললেন, আপনার পিতা-মাতার জন্যও দোআ করা উচিত।

ক. اَلدُّعَاءُ-এর আভিধানিক অর্থ কী?

খ. দোআর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

গ. জামাল সাহেবের প্রথম কাজটি কেমন হচ্ছে? ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ ইমাম সাহেবের পরামর্শটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ কর।

২। ইয়াকুব সাহেব মসজিদে বসে দুই হাত উঁচু করে দোআ করেন। দোআর সময় কাকুতি মিনতি করে কান্নাকাটি করেন। ফাহাদ সাহেব তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ হচ্ছেন রহমান ও রহিম তার কাছে এভাবে হাত পেতে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।

ক. মসজিদ থেকে বের হতে হলে কোন পা দিয়ে বের হতে হয়?

খ. মসজিদে প্রবেশের দোআটি অর্থসহ লেখ।

গ. ইয়াকুব সাহেবের কাজটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ফাহাদ সাহেবের উক্তিটি সঠিক কিনা? মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

যিকির ও মুনাজাত

প্রথম পাঠ

আল্লাহর যিকিরের ফযিলত

যিকির আল্লাহ তাআলার অন্যতম ইবাদাত। অন্যান্য ইবাদত নির্ধারিত সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহর যিকির সর্বাবস্থায় সবসময়ের জন্য। মহান আল্লাহ সবসময় যিকিরে মশগুল থাকার নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوْا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا.

অর্থ : ওহে যারা ইমান এনেছ! তোমরা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (সুরা আহযাব, ৪১-৪২)

যিকির দু প্রকার। যথা–

(১) اَلذِّكْرُ بِالْقَلْبِ বা অন্তরের যিকির।

(২) اَلذِّكْرُ بِاللِّسَانِ বা মুখের যিকির।

অন্তরের যিকির হলো সর্বদা আল্লাহর কথা স্মরণ করা। আল্লাহ আমাকে দেখছেন এভাব বজায় রাখা। আর মুখের যিকির হলো আল্লাহর নাম বা তার গুণাবলি মুখে উচ্চারণ করা। প্রিয়নবি (ﷺ) সবসময় যিকিরকারী ব্যক্তিকে জীবিত আর যে যিকির করে না তার কলবকে মৃত বলেছেন। আল্লাহ বলেন–

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে এবং যে আল্লাহর যিকির করে না তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃতের ন্যায়। (সহিহ বুখারি, মুসলিম ও মিশকাত)

মুখ দিয়ে যিকিরের গুরুত্ব অনেক। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ

অর্থ : তোমাদের জিহবা যেন সবসময় আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। (জামে তিরমিযি ও মিশকাত)

যিকির দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি আসে। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দেন–

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থ : জেনে রাখ ! আল্লাহর যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে। (সুরা রাদ, ২৮)

আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন–

اَنَا مَعَه اِذَا ذَكَرَنِى

অর্থ : আমি তার সাথী হয়ে যাই যখন বান্দা আমার যিকির করে। (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

যিকিরের দ্বারা অন্তরের কালিমা দূর হয়। এ প্রসঙ্গে প্রিয়নবি (ﷺ) ইরশাদ করেন–

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ

অর্থ : প্রত্যেক বস্তুর পরিষ্কার করার উপকরণ আছে। আর অন্তরের ময়লা পরিষ্কার করার উপকরণ হলো আল্লাহর যিকির। (বায়হাকি)

তাই দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য সবসময় যিকিরের অবস্থায় থাকা জরুরি। বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, যারা নিয়মিত যিকির করে তাদের হার্টের রোগ কম হয়। পূর্বে হয়ে থাকলেও তা নিরাময় হয়ে যায়। যারা সবসময় আল্লাহর নামের যিকির করেন, আল্লাহ তাআলা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করেন। সুতরাং আমাদের উচিত দিনে-রাতে কিছু সময় হলেও আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ যিকির করা।

দ্বিতীয় পাঠ

গুনাহ মাফের জন্য ইস্তেগফার করা

গুনাহ মাফের জন্য ইস্তেগফার তথা ক্ষমা চাওয়া একটি জরুরি বিষয়। اَلْاِسْتِغْفَارُ শব্দের অর্থ ক্ষমা চাওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় ইসতিগফার হলো–

طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰى بِاللِّسَانِ وَ الْقَلْبِ مَعًا.

অর্থ : আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে মুখে ও অন্তরে ক্ষমা চাওয়াকে ইস্তেগফার বলে।

(দলিলুস সায়েলিন, ৪০)

ইস্তেগফার বা ক্ষমা চাওয়ার পর তা কবুল হওয়ার জন্য তিনটি উপকরণ থাকা প্রয়োজন। তা হলো–

প্রথমত- اَلنَّدَامَةُ বা অনুশোচনা করা।

দ্বিতীয়ত- اَلْاِعْتِرَافُ স্বীকার করা।

তৃতীয়ত- اَلرُّجُوْعُ বা ফিরে আসা।

অর্থাৎ, অপরাধী হিসেবে অনুতপ্ত হয়ে অন্যায়কে স্বীকার করে আর গুনাহ করব না এ প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরই তওবা পূর্ণাঙ্গ হয়। তওবা পূর্ণাঙ্গ হলেই ইস্তেগফার কবুল হয়। গুনাহ করার পর যারা ক্ষমা চায় না, তওবা করে না তারা যালেম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُوْلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ.

অর্থ : যারা তওবা করে না তারাই যালেম। (সুরা হুজুরাত, ১১)

ইস্তেগফার নিম্নরূপ–

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

অর্থ : আমি আমার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার দরবারে ক্ষমা চাই সকল প্রকার গুনাহ থেকে এবং তাঁরই দিকে আমি ফিরে যাই। মহান ও মহামহিম আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার ইবাদত করার এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার কোন ক্ষমতা নেই।

ইস্তেগফার করার সময় নিজেকে অপরাধী মনে করে মাথা নত করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করলে যত লক্ষ গুনাহ হোক না কেন আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। ইবাদতের ওসিলা দিয়ে যে কোন ইস্তেগফার করলে সহজেই আল্লাহ কবুল করেন।

তৃতীয় পাঠ

মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের গুনাহ ক্ষমা চেয়ে মুনাজাত

মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক কোনো দিন আদায় করা সম্ভব হবে না। তাই তাদের জন্য সব সময় দোআ করলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তারাও খুশি হয়ে যান।

নিম্নের দোআটি করা উত্তম–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِأَسَاتِذَتِنَا وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعْوَاتِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

অর্থ : হে আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের মাতা-পিতা, ওস্তাদ এবং আমাদের উপর যাদের হক আছে তাদেরকে, সকল মুমিন নারী-পুরুষ মুসলিম নারী-পুরুষ এবং জীবিত ও মৃত সকলকে মাফ করে দিন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সবচেয়ে নিকটে, দোআ কবুলকারী। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

আমাদের উচিত, সবসময় পিতা-মাতা, মুরুব্বি ও মুসলিম নর-নারীর জন্য দোআ করা। প্রিয়নবি (ﷺ) বলেন–

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ

অর্থ : দোআ ইবাদতের সার নির্যাস।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যিকির কত প্রকার?

ক. দুই খ. তিন

গ. চার ঘ. পাঁচ

২. الاستغفار শব্দের অর্থ কী?

ক. ক্ষমা করা খ. ক্ষমা চাওয়া

গ. তাসবিহ পড়া ঘ. তওবা করা

৩. আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে -

i. আত্মা প্রশান্ত হয়।

ii. অন্তরের কালিমা দূর হয়।

iii. আওয়াজ স্পষ্ট হয়।

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

জসিম খেলার ছলে তার বন্ধু সাকিবকে গালি দিল। এ দৃশ্য দেখে তার চাচা তাকে তওবা করতে বললেন।

৪. জসিমের কাজটির ক্ষেত্রে শরিয়তের বিধান কী?

ক. হালাল খ. হারাম

গ. মাকরুহ ঘ. মুবাহ

৫. জসিমের উচিত হচ্ছে–

i. তওবা-ইস্তেগফার করা।

ii. ক্ষমা চাওয়া

iii. সাকিবকে কিছু টাকা দেওয়া

নিচের কোনটি সঠিক-

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। এমরান সাহেব একজন হার্টের রুগী। সবসময় তিনি হাসি খুশি অবস্থায় থাকতে ভালবাসেন। তার ধারণা সবসময় হাসি খুশি থাকলে হার্টের অসুখ কমে যাবে। তাই তিনি আড্ডা দিতে গিয়ে তাদের সাথে অবৈধ খেলা শুরু করে দেন। এ কথা জেনে মসজিদের ইমাম সাহেব তাকে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকির করার উপদেশ দেন।

ক. যারা যিকির করে না তাদেরকে রসুলুল্লাহ (ﷺ) কার সাথে তুলনা করেছেন?

খ. যিকিরে লিসান বলতে তুমি কী বোঝ? লেখ।

গ. এমরান সাহেবের কাজটি কেমন হচ্ছে ? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ইমাম সাহেবের উপদেশটি ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

২। জাকির ছোট থাকতেই তার মা-বাবা মারা যায়। এরপরেও সে লেখা পড়া চালিয়ে যায়। এখন সে অনেক বড় অফিসার। আফসোস করে সে বলে, আমিতো আমার মা-বাবার হক আদায় করতে পারলাম না। এ কথা শুনে আসাদ সাহেব তাকে বললেন কেন? তুমি তো তাদের জন্য দোআ করতে পার।

ক. ইস্তেগফার কবুল হওয়ার জন্য কয়টি উপকরণ দরকার?

খ. কীভাবে ইস্তেগফার করতে হয়? লেখ।

গ. জাকিরের মনোভাবটি ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন? বর্ণনা কর।

ঘ. আসাদ সাহেবের পরামর্শ অনুসারে জাকির মা-বাবার হক আদায় করতে পারবে কিনা? বিশ্লেষণ কর।

২০২৩

সমাপ্ত

২০২৩
শিক্ষাবর্ষ
দাখিল
৬ষ্ঠ-আকাইদ

যদি তোমরা ইমানদার হয়ে থাক,
তবে আল্লাহ্ তায়ালার উপর ভরসা কর
-আল কুরআন

দেশকে ভালোবাসো, দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ কর
–মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত